তাফসীর
ইব্‌ন
কাসীর

অষ্টাদশ খণ্ড

মূলঃ

হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)

অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

অষ্টাদশ খন্ড (আম্মা পারা)
(সূরা ৭৮ ঃ নাবা থেকে সূরা ১১৪ ঃ নাস)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

© সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ২০০/- মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু	(পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু	(পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু	(পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু	(পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন‘আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু	(পারা ৭-৮)
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু	(পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু	(পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু	(পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু	(পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু	(পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু	(পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু	(পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু	(পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু	(পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু	(পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু	(পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু	(পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু’মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ১৮)

২৪। সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু	(পারা ১৮)
২৫। সূরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ১৯)
২৬। সূরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু	(পারা ১৯)
২৭। সূরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু	(পারা ১৯-২০)
২৮। সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু	(পারা ২০)
১৯। সূরা আনকাবূত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু	(পারা ২০-২১)
৩০। সূরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ২১)
৩১। সূরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু	(পারা ২১)
৩২। সূরা সাজদাহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২১)
৩৩। সূরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু	(পারা ২১-২২)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৩৪। সূরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ২২)
৩৫। সূরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু	(পারা ২২)
৩৬। সূরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু	(পারা ২২-২৩)
৩৭। সূরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু	(পারা ২৩)
৩৮। সূরা সা’দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু	(পারা ২৩)
৩৯। সূরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু	(পারা ২৩-২৪)
৪০। সূরা গাফির বা মু’মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু	(পারা ২৪)
৪১। সূরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ২৪-২৫)
৪২। সূরা শূরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু	(পারা ২৫)
৪৩। সূরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু	(পারা ২৫)
৪৪। সূরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২৫)
৪৫। সূরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু	(পারা ২৫)
৪৬। সূরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু	(পারা ২৬)
৪৭। সূরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু	(পারা ২৬)
৪৮। সূরা ফাত্হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু	(পারা ২৬)

৮। সপ্তদশ খন্ড

৪৯। সূরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৬)
৫০। সূরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২৬)
৫১। সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২৬-২৭)
৫২। সূরা তূর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৭)

৫৩। সূরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২৭)
৫৪। সূরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২৭)
৫৫। সূরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২৭)
৫৬। সূরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২৭)
৫৭। সূরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু	(পারা ২৭)
৫৮। সূরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২৮)
৫৯। সূরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু	(পারা ২৮)
৬০। সূরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৮)
৬১। সূরা সাফ্‌ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৮)
৬২। সূরা জুমু‘আ, ১১ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৮)
৬৩। সূরা মুনাফিকূন, ১১ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৮)
৬৪। সূরা তাগাবূন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৮)
৬৫। সূরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৮)
৬৬। সূরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৮)
৬৭। সূরা মুল্‌ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৬৮। সূরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৬৯। সূরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৭০। সূরা মা‘আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৭২। সূরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৭৩। সূরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৭৪। সূরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৭৫। সূরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৭৬। সূরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)
৭৭। সূরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ২৯)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

৭৮। সূরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ৩০)
৭৯। সূরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু	(পারা ৩০)
৮০। সূরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮১। সূরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮২। সূরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)

৮৩। সূরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৪। সূরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৫। সূরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৬। সূরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৭। সূরা ‘আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৮। সূরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৯। সূরা ফাজ্‌র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯০। সূরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯১। সূরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৩। সূরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৪। সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৭। সূরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৮। সূরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৯। সূরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০০। সূরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৩। সূরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৪। সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৫। সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৭। সূরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১০। সূরা নাস্‌র, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১২। সূরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১৪। সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)

সূরা	পারা	পৃষ্ঠা
৭৮। সূরা নাবা	(পারা ৩০)	৩৭-৫৪
৭৯। সূরা নাযিয়াত	(পারা ৩০)	৫৫-৬৯
৮০। সূরা আবাসা	(পারা ৩০)	৭০-৮২
৮১। সূরা তাকভির	(পারা ৩০)	৮৩-৯৮
৮২। সূরা ইনফিতার	(পারা ৩০)	৯৯-১০৬
৮৩। সূরা মুতাফফিফিন	(পারা ৩০)	১০৭-১২১
৮৪। সূরা ইনসিকাক	(পারা ৩০)	১২১-১৩০
৮৫। সূরা বুরূজ	(পারা ৩০)	১৩১-১৪৪
৮৬। সূরা তারিক	(পারা ৩০)	১৪৪-১৪৯
৮৭। সূরা ‘আলা	(পারা ৩০)	১৫০-১৫৯
৮৮। সূরা গাসিয়া	(পারা ৩০)	১৫৯-১৭০
৮৯। সূরা ফাজ্র	(পারা ৩০)	১৭১-১৮৫
৯০। সূরা বালাদ	(পারা ৩০)	১৮৫-১৯৫
৯১। সূরা শাম্স	(পারা ৩০)	১৯৫-২০৪
৯২। সূরা লাইল	(পারা ৩০)	২০৪-২১৪
৯৩। সূরা দুহা	(পারা ৩০)	২১৪-২২২
৯৪। সূরা ইনসিরাহ	(পারা ৩০)	২২২-২২৫
৯৫। সূরা তীন	(পারা ৩০)	২২৬-২২৯
৯৬। সূরা আলাক	(পারা ৩০)	২৩০-২৩৮
৯৭। সূরা কাদর	(পারা ৩০)	২৩৯-২৪৬
৯৮। সূরা বাইয়িনা	(পারা ৩০)	২৪৭-২৫৩
৯৯। সূরা যিলযাল	(পারা ৩০)	২৫৪-২৬০
১০০। সূরা আদিয়াত	(পারা ৩০)	২৬০-২৬৩
১০১। সূরা কারিয়াহ	(পারা ৩০)	২৬৪-২৬৭
১০২। সূরা তাকাছুর	(পারা ৩০)	২৬৮-২৭২
১০৩। সূরা আসর	(পারা ৩০)	২৭৩-২৭৫
১০৪। সূরা হুমাযাহ	(পারা ৩০)	২৭৫-২৭৭
১০৫। সূরা ফীল	(পারা ৩০)	২৭৮-২৮৯
১০৬। সূরা কুরাইশ	(পারা ৩০)	২৯০-২৯২
১০৭। সূরা মাউন	(পারা ৩০)	২৯৩-২৯৬
১০৮। সূরা কাওছার	(পারা ৩০)	২৯৭-৩০২
১০৯। সূরা কাফিরূন	(পারা ৩০)	৩০৩-৩০৬
১১০। সূরা নাস্র	(পারা ৩০)	৩০৭-৩১১
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ	(পারা ৩০)	৩১২-৩১৬
১১২। সূরা ইখলাস	(পারা ৩০)	৩১৭-৩২৪
১১৩। সূরা ফালাক	(পারা ৩০)	৩২৫-৩৩১
১১৪। সূরা নাস	(পারা ৩০)	৩৩২-৩৩৫

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
* প্রকাশকের আরয	১৭
* অনুবাদকের আরয	১৯
* ইমাম ইব্ন কাসীরের জীবনী	২৫
* অনুবাদক পরিচিতি	৩৩
* কিয়ামাত সম্পর্কে মূর্তিপূজকদের অস্বীকৃতি এবং এ ব্যাপারে হুশিয়ারী	৩৮
* কিয়ামাত দিবসে বিচার করাসহ আল্লাহর ক্ষমতার উদাহরণ	৩৯
* প্রতিফল দিবসের বর্ণনা	৪৫
* আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার	৫০
* পূর্বানুমতি ছাড়া মালাইকাসহ কেহই আল্লাহর কাছে কথা বলার সাহস পাবেনা	৫২
* বিচার দিবস অতি নিকটে	৫৩
* পাঁচটি বিষয়ের শপথ নিয়ে কিয়ামাতের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণনা	৫৬
* বিচার দিবস এবং ঐ দিন মানুষের বাক্যালাপ	৫৭
* মূসার (আঃ) ঘটনায় আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয়	৬১
* আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার চেয়ে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা খুবই সহজ	৬৪
* বিচার দিবসের বর্ণনা এবং উহা কবে হবে তা সবার অজানা	৬৮
* সাহাবীকে ভ্রুকুঞ্চন করার জন্য রাসূলকে (সাঃ) ভর্ৎসনা	৭১
* আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য	৭৩
* মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অস্বীকার-কারীদেরকে নিন্দা জ্ঞাপন	৭৫
* বীজ অঙ্কুরসহ অন্যান্য সবকিছু মৃত্যুর পর আবার জীবিত করার উদাহরণ	৭৮
* কিয়ামাত দিবস এবং মানুষের স্বজনদের থেকে পলায়নের চেষ্টা	৮১
* বিচার দিবসে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চেহারার বর্ণনা	৮২
* সূরা তাকভীর সম্পর্কে আলোচনা	৮৩
* বিচার দিবসের বর্ণনা	৮৪
* নক্ষত্র খসে পড়ার বর্ণনা	৮৪
* পাহাড়, পশু-পাখি ও বন্য প্রাণীর ভয়াবহ অবস্থা	৮৫
* সমুদ্রে অগ্নিবান	৮৭
* রূহসমূহের একত্রে মিলিত হওয়া	৮৭

* কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করা হবে ৮৮
* কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কাবর দেয়ার কাফফারা ৮৯
* আমলনামা পেশ করা হবে ৯০
* আকাশকে সরিয়ে দিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামকে কাছে নিয়ে আসা হবে ৯০
* বিচার দিবসে সবাই জানতে পারবে কে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে ৯০
* 'খুন্নাস' ও 'কুন্নাস' এর অর্থ ৯২
* জিবরাঈল (আঃ) কুরআনের বাণীসহ অবতরণ করতেন ৯৪
* রাসূল (সাঃ) কোন বানোয়াট কথা বলেননি ৯৬
* কুরআন শাইতানের কোন বাণী নয়, বরং বিশ্ববাসীর প্রতি বার্তা ৯৭
* সূরা ইনফিতার এর বৈশিষ্ট্য ৯৯
* বিচার দিবসে কি ঘটবে ১০১
* আদম সন্তানদের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে সতর্কী করণ ১০৩
* মু'মিন ও কাফিরদের কর্মফলের প্রতিদান ১০৪
* মাপে ও ওযনে কম দেয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ ১০৮
* ওযনে কম দানকারীকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন ১০৯
* পাপাচারীদের আমল এবং তাদের পরিণতি ১১২
* সৎ আমলকারীদের আমলনামা এবং তাদের উত্তম প্রতিদান প্রসঙ্গ ১১৬
* মু'মিনদের প্রতি পাপীদের বিদ্রুপাত্মক আচরণ ও ব্যঙ্গাত্মক উক্তি ১১৯
* এ সূরায় (নং ৮৪) সাজদাহর আয়াত পাঠ ১২১
* আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যমীনকে প্রসারিত করা হবে ১২৪
* প্রতিটি আমলেরই অবশ্যই প্রতিদান দেয়া হবে ১২৫
* কিয়ামাত দিবসে আমলনামা দেয়ার বর্ণনা ১২৫
* মানুষের জীবন-পথের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে আল্লাহর শপথ ১২৮
* অবিশ্বাসীদের শাস্তিদানের সুসংবাদ ও মু'মিনদের জন্য আল্লাহর অবারিত দান ১২৯
* বুরূজ শব্দের অর্থ ১৩২
* প্রতিশ্রুত দিনের বর্ণনা ১৩৩
* কাফির কর্তৃক মুসলিমদেরকে অগ্নিকুন্ডে শাস্তিদানের ঘটনা ১৩৩
* বিস্ময়কর বালক, যাদুকর ও সাধকের বর্ণনা ১৩৪
* পরিখা খননকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির বর্ণনা ১৪০
* সৎ আমলকারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন উত্তম প্রতিদান এবং কাফিরদের জন্য কঠিনতম শাস্তি ১৪২

* সূরা 'তারিক' এর গুরুত্ব ১৪৪
* আল্লাহর বিভিন্ন অভূতপূর্ব সৃষ্টির শপথ গ্রহণ ১৪৫
* মানুষকে সৃষ্টি করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম ১৪৬
* বিচার দিবসে মানুষের পক্ষে কেহকে সাহায্য করার অনুমতি থাকবেনা ১৪৭
* আল কুরআনের সত্যতা এবং একে অমান্যকারীর শাস্তির প্রতিশ্রুতি ১৪৮
* সূরা আল-'আলা'র মর্যাদা ১৫০
* আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার আদেশ ১৫২
* আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবের জন্য পরিমিত করে সৃষ্টি করেছেন ১৫৩
* রাসূল (সাঃ) অহীর কোন কিছুই ভুলে যাননি ১৫৪
* মানুষদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য আল্লাহর তা'আলার আদেশ ১৫৪
* আল্লাহর বান্দার কামিয়াবী হওয়ার দিক নির্দেশনা ১৫৭
* পরকালের তুলনায় ইহকালের জীবন নিতান্তই মূল্যহীন ১৫৭
* ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসাকে (আঃ) সহীফা প্রদান করা হয়েছিল ১৫৮
* জুমু'আর সালাতে সূরা 'আলা এবং গাসিয়া পাঠ করা ১৫৯
* বিচার দিবসে জাহান্নামীদের প্রতি আচরণ ১৬০
* বিচার দিবসে জান্নাতীদের বর্ণনা ১৬৩
* আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করার জন্য তাঁর সৃষ্ট আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বতের দিকে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে ১৬৬
* 'যিমাম ইব্‌ন শালাবাহ' এর বিবরণ ১৬৭
* রাসূলের (সাঃ) দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া ১৬৯
* সত্যপথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন ১৭০
* সালাতে সূরা ফাজর তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গ ১৭১
* ফাজর শব্দের ব্যাখ্যা ১৭৩
*রাতের শপথের ব্যাখ্যা ১৭৪
* আ'দ জাতি ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা ১৭৫
* ফির'আউনের বর্ণনা ১৭৮
* মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ সবই পর্যবেক্ষণ করছেন ১৭৮
* সম্পদশালী, নিঃস্ব হওয়া কিংবা সম্মান-প্রতিপত্তি সবই পরীক্ষা স্বরূপ ১৮০
* শাইতানের প্ররোচনায় মানুষ সম্পদের অপব্যবহার করে ১৮১
* বিচার দিবসে ফায়সালা হবে পার্থিব জীবনের ভাল-মন্দ আমলের উপর ১৮৩

* মানব সন্তানকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ১৮৬
* আল্লাহর রাহমাত ও নি‘আমাতরাজী দ্বারা মানুষ পরিব্যাপ্ত ১৮৮
* ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতাও আল্লাহ প্রদত্ত নি‘আমাত ১৮৯
* সঠিক পথে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান ১৯১
* বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের অবস্থা ১৯৪
* আল্লাহ তা‘আলার থেকে আশাবাদ সৎ আমলকারীদের জন্য এবং সাবধান বাণী খারাপ আমলকারীদের জন্য ১৯৬
* ছামূদ জাতির সত্য প্রত্যাখানের পরিণাম ২০২
* সালিহর (আঃ) কওমের উষ্ট্রীর ঘটনা ২০৩
* বিভিন্ন প্রাণীর উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলার শপথ করণ ২০৫
* হিদায়াত দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম ২১১
* এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং আবূ বাকরের (রাঃ) মর্যাদা ২১৩
* সূরা দুহা নাযিল করার কারণ ২১৬
* ইহকালের তুলনায় পরকালের নি‘আমাত অনেক উত্তম ২১৭
* আল্লাহ তা‘আলার নাবীর (সাঃ) জন্য পরকালে অসংখ্য নি‘আমাত জমা করে রাখা হয়েছে ২১৮
* রাসূলের (সাঃ) প্রতি আল্লাহ সুবহানাহুর দেয়া কতিপয় নি‘আমাত ২১৯
* আল্লাহর দেয়া নি‘আমাতের কিভাবে শোকর আদায় করতে হবে ২২১
* বক্ষ উম্মুক্ত করে দেয়ার অর্থ ২২৩
* রাসূলের (সাঃ) সম্মান সমুন্নত করার অর্থ ২২৪
* কষ্টের পরেই রয়েছে শান্তি! ২২৪
* সময় পেলেই আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ ২২৫
* সূরা তীন এর বর্ণনা ২২৭
* মানুষকে সুন্দরতম করে সৃষ্টি করলেও তারা হয় নিকৃষ্ট স্থানের বাসিন্দা ২২৮
* নবুওয়াতের শুরু এবং কুরআনের প্রথম আয়াত ২৩০
* মানুষের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা‘আলারই জানা ২৩৩
* অর্থ সম্পদের জন্য মানুষের সীমা অতিক্রম করায় ভয় প্রদর্শন ২৩৫
* অভিশপ্ত আবূ জাহলের সালাতে বাধা দান এবং ওর পরিণতি ২৩৫
* রাসূলের (সাঃ) জন্য আনন্দ ২৩৮
* কাদরের রাতের মর্যাদা ২৩৯
* কাদরের রাতে মালাইকার উপস্থিতি এবং উত্তম বিষয়ের অবতরণ ২৪১

* মর্যাদাপূর্ণ রাত কোন্টি এবং উহার লক্ষণ ২৪২
* কাদ্রের রাতে পঠিতব্য দু‘আ ২৪৬
* রাসূল (সাঃ) উবাই ইব্ন কা‘বকে সূরা বাইয়্যিনাহ পাঠ করতে বলেন ২৪৭
* মূর্তিপূজক ও আহলে কিতাবদের বর্ণনা ২৪৮
* কিতাব প্রাপ্তির পর মতভেদের সূচনা ২৪৯
* আল্লাহর নির্দেশ হল পরিপূর্ণভাবে তাঁরই জন্য ইবাদাত করতে হবে ২৫০
* সৃষ্টির অধম ও উত্তমদের বর্ণনা এবং তাদের কাজের প্রতিদান ২৫২
* সূরা যিলযালাহর ফাযীলাত ২৫৪
* বিচার দিবসে পৃথিবী এবং ওর মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে ২৫৬
* ছোট-বড় প্রতিটি কাজের প্রতিদান দেয়া হবে ২৫৮
* জিহাদের ঘোড়া এবং সম্পদের প্রতি মানুষের আসক্তির বর্ণনা ২৬১
* পরকালের ব্যাপারে হুশিয়ারী ২৬৩
* দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার পরিণাম ২৬৯
* জাহান্নামের আযাব ও জবাবদিহিতার ভয় প্রদর্শন ২৭০
* আমর ইবনুল আসের (রাঃ) কুরআনের মুজিযা প্রত্যক্ষ করণ ২৭৩
* হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ২৭৯
* রাসূলের (সাঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারী নির্বংশ ৩০১
* নাফল সালাতে সূরা কাফিরুন (সূরা নং ১০৯) পাঠ করা প্রসঙ্গ ৩০৩
* শির্ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার প্রসঙ্গ ৩০৪
* সূরা ‘নাসর’ এর ফাযীলাত ৩০৭
* সূরা ‘নাসর’ রাসূলের (সাঃ) জীবনাবসানের বার্তা বহন করে ৩০৮
* সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার কারণ এবং রাসূলের (সাঃ) প্রতি আবূ লাহাবের ঔদ্ধত্যতা ৩১২
* আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের আবাস স্থল জাহান্নাম ৩১৪
* রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) আবূ লাহাবের স্ত্রীর কষ্ট দেয়া ৩১৫
* সূরা ইখলাসের ফাযীলাত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস ৩১৭
* সূরা ইখলাসের মর্যাদা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান ৩১৯
* আল্লাহ তা‘আলা সন্তান-সন্তুতি হতে পবিত্র ৩২২
* আশ্রয় প্রার্থনা করার দু’টি সূরা ৩২৫
* সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফাযীলাত ৩২৫
* রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) যাদু করার বর্ণনা ৩৩০
* তাফসীর ইব্ন কাসীরের বিভিন্ন খন্ডে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ বিষয়সমূহ ৩৩৬

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও ‘আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত ‘তাফসীর ইব্ন কাসীর’ আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন ‘ফাইসন্স’ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন ‘তাফসীর মাজলিস’ এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু‘আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত ‘তাফসীর ইব্ন কাসীর’ ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভিনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) জীবনী

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তাফসীর শাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিস, ফাকীহ, ধর্মীয় জ্ঞান, তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনায় বিপুল পারদর্শিতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই মর-জগতের বুকে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং যেসব মনীষী পবিত্র কুরআন, হাদীস তথা শাশ্বত সুন্নাহর বিজয় নিকেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তন্মধ্যে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তাঁর প্রকৃত নাম ইসমাঈল, আবুল ফিদা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম এবং ইমাদুদ্দীন (ধর্মের স্তম্ভ) তাঁর উপাধি। সুতরাং তাঁর ‘শাজরা-ই-নাসাব’ বা কুলজীনামাসহ পূরা নাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে ঃ আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন যার আল-কারশী, আল-বাসরী, আদ্‌ দিমাশকী।

কিন্তু সাধারণ্যে তিনি ইব্‌ন কাসীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ ‘আল-বাসরী’ নামক তাঁর এই ‘নিসবাত’টি হচ্ছে জন্মস্থান বাচক উপাধি এবং ‘আদ্‌ দিমাশকী’ নামক তাঁর এই ‘নিসবাত’টি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বা তা‘লীম ও তারবি‘য়াত বাচক উপাধি।

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা ঃ

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) সিরীয়া প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বাসরার অধীন মাজদাল নামক মহল্লায় ৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন কাসীরের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা সেই অঞ্চলের খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চার বছর বয়সে শিশু ইব্‌ন কাসীরের স্নেহময় পিতা শিহাবুদ্দীন উমার ৭০৫ হিজরী মুতাবিক ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শাইখ আবদুল ওয়াহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) শিক্ষকবৃন্দ

তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রাহমান ফাযারী (মৃত্যু ৭২৯ হিজরী/১৩২৮ খৃষ্টাব্দ) এবং শাইখ কামালুদ্দীন ইব্‌ন কাযী শুহবার কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন।

মুহাদ্দিস হাজ্জার ছাড়া তাঁর সমসাময়িক যেসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইমাম ইব্‌ন কাসীর একাগ্র চিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

১) বাহাউদ্দীন ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুযাফ্‌ফর ইব্‌ন আসাকির (মৃত্যু ৭২৩ হিজরী/১৩২৩ খৃষ্টাব্দ)

২) শাইখুয্‌ যাহিরিয়া আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল আমিদী (মৃত্যু ৭২৫ হিজরী/১৩২৪খৃষ্টাব্দ)

৩) ঈসা ইবনুল মুত্‌ইম।

৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যারাদ।

৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুয়াইদী (মৃত্যু ৭১১ হিজরী/১৩১১ খৃষ্টাব্দ)

৬) শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ ইব্‌ন তাইমীয়া আল হাররানী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী/ ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ)।

৭) ইব্‌নুর রাযী।

৮) আহমাদ ইব্‌ন আবী তালিব (ইবনুশ শাহনাহ) (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

৯) ইবনুল হাযযার (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

১০) আলী ইব্‌ন উমার আস সুওয়াইনী

১১) আবূ মূসা আল কারাফাই

১২) আবুল ফাত্‌হ আল দাব্বুসী

১৩) ইব্‌নুর রাযী।

১৪) হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ আল মযযী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ)।

১৫) আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩২৭ খৃষ্টাব্দ।

১৬) আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশ-শীরাযী (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী/১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

হাফিয ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন তন্মধ্যে ‘তাহযীবুল কামাল’ প্রণেতা সিরীয়া দেশীয় মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয

জামালুদ্দিন ইউসুফ ইব্ন আবদুর রাহমান মিয্যী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার।

ইমাম ইব্ন কাসীরের প্রতি সমসাময়িক মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

হাফিয শামসুদ্দীন যাআবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁর 'আল-মুজামুল মুখতাস' এবং 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' নামক অনবদ্য গ্রন্থদ্বয়ে বলেন ঃ

'ইব্ন কাসীর একজন খ্যাতনামা মুফ্তী (ফাতওয়া প্রদানে বিশেষজ্ঞ), বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আইন অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, বিচক্ষণ তাফসীরকার এবং রিজাল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। হাদীসের মতন (মূল অংশ) সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্য।

হাফিয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম ইব্ন কাসীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ 'তিনি হাদীসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, প্রখ্যাত আলিম এবং ইমাম, বক্তৃতায় সুনিপুণ এবং বহু গুণ ও উৎকর্ষের অধিকারী।'

আল্লামা শাইখ ইব্ন ইমাদ হাম্বালী (মৃত্যু ১০৮৯ হিজরী/১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) ইমাম ইব্ন কাসীরকে (রহঃ) 'আল হাফিযুল কাবীর' বা মহান হাফিয অর্থাৎ কুরআনের শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর বলে আখ্যায়িত করেন।

অনুরূপভাবে তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শিষ্য আল্লামা হাফিয ইব্ন হজ্জি (মৃত্যু ৮১৬ হিজরী/১৪১৩ খৃষ্টাব্দ) স্বীয় শ্রদ্ধাস্পদ উস্তাদ (ইব্ন কাসীর) সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বলেন ঃ

'আমরা যেসব হাদীস শাস্ত্রজ্ঞকে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি (ইব্ন কাসীর) হাদীসের মতন বা মূল অংশ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে, হাদীস রিজাল শাস্ত্র জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ-দুর্বল হাদীস নির্ধারণে ছিলেন সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর সমসাময়িক উলামা ও উস্তাদবৃন্দ সবাই তাঁর এই মান মর্যাদার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। তাঁর কাছে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি, তবু এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যতবারই আমি তাঁর খিদমাতে গিয়ে উপনীত হয়েছি, প্রতিবারই কোন না কোন বিষয়ে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি। আল্লামা হাফিয ইব্ন নাসিরুদ্দীন আদ্-দিমাশকী (মৃত্যু ৮৪২ হিজরী/১৪৩৮ খৃষ্টাব্দ) তাঁর (ইব্ন কাসীরের) প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের নির্ভর, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন এবং তাফসীর বিদ্যা বিশারদদের উন্নত ধ্বজা'। হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী (৮৫২ হিজরী) তাঁর 'আদ্দুরারুল কামীনা' গ্রন্থে বলেন ঃ

'হাদীসের মতন বা মৌল অংশ এবং রিজাল বা চরিত-অভিধান শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি সব সময় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, আর তিনি রসিকতা-প্রিয় ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থরাজি চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে'।

তিনি যেমন ছিলেন লিখাপড়ায় অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জ্ঞান অন্বেষণে ছিলেন অত্যন্ত তৎপর, তেমনি তার ছিল ক্ষুরধার লেখনী। ফিক্হ, তাফসীর এবং হাদীস শাস্ত্রে তার ছিল পূর্ণ দখল। পড়ালেখার সাথে সাথে তিনি বই পুস্তক লিখা ও দীনের প্রচার কাজে নিজকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণও ইমাম ইব্ন কাসীরের (রহঃ) সর্বতোমুখী প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি এবং অগাধ জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্ন ইমাদ (মৃত্যু ১০৯৮ হিজরী/ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) বলেন ঃ

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বিষয়কে একবার মুখস্থ করে নিলে তাঁর বিস্মরণ খুব কমই হত। আর তিনি মেধাবীও কম ছিলেননা। আরাবী সাহিত্যেও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যম পর্যায়ের কবিতাও তিনি রচনা করতেন'।

আল্লামা ইব্ন তাইমিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ঃ

ইব্ন কাসীরের স্বনাম খ্যাত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয ইব্ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট নিবিঢ় সম্বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যাপারে এই শিষ্যের উপর উস্তাদের প্রভাববিস্তার করেছিল অতি প্রগাঢ়ভাবে। ইব্ন কাসীর অধিকাংশ মাস্য়ালায় হাফিয ইব্ন তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইব্ন কাযী শাহাবা স্বীয় 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর নিবিঢ় সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি ইব্ন তাইমিয়ার মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর বহু মতের অনুসরণ করতেন। তিন তালাকের মাস্য়ালাতেও তিনি ইব্ন তাইমিয়ার মতানুযায়ী ফতওয়া দিতেন। এ কারণে তাঁকে এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্তহীন নির্যাতন যাতনা ভোগ করতে হয়।

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) রচিত গ্রন্থমালা ঃ

১। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে এই মরজগতের বুকে যেসব মহামূল্য ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছেড়ে গেছেন, তন্মধ্যে তাঁর লিখিত **تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْم** ‘তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম’ যা ‘তাফসীর ইব্‌ন কাসীর’ নামেই বেশি পরিচিত। পবিত্র কুরআনের এই সু-প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ **لَمْ يُؤَلَّفْ عَلَى نَمْطِهِ مِثْلُهُ** অর্থাৎ এ ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধই হয়নি। কায়রোর প্রখ্যাত আলেম যাহিদ ইব্‌ন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বরাতে বলেন **هُوَ مِنْ اَفْيَدِ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ بِالرِّوَايَةِ** ‘রিওয়ায়েতের বিশিষ্ট তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণপ্রদ ও উপকারী’।

২। **التّكْمِيْلُ فِىْ مَعْرِفَةِ الثِّقَاتِ وَالضُّعَــفَاءِ وَالْمَجَاهِيْلِ** আত্‌তাক্‌মিলাহ্‌ ফী মা‘রিফাতিস সিকাত ওয়ায্‌যুআ’ফায়ে ওয়াল মাজাহীল’। হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্‌পী তাঁর অমর গ্রন্থ ‘কাশফুয যুনূনে’ এই গ্রন্থখানির ‘আত্‌তাক্‌মিলাহ্‌ ফী আসমাইস সিকাত ওয়ায্‌যুআ’ফা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর ‘আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ’ গ্রন্থে এবং ‘ইখতিসারু উলূমিল হাদীস’ নামক অনবদ্য পুস্তকে উপরোক্ত নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এটি রিজাল শাস্ত্রের (চরিত-অভিধান শাস্ত্র বা রাবীদের জীবনী সংগ্রহ বিজ্ঞান) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল্লামা ‘হুসাইনী’ দিমাশকীর আলোচনা মতে এই আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। লেখক এতে হাফিয জামাল ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যীর ‘তাহযীবুল কামাল’ এবং হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর ‘মীযানুল ই‘তিদাল’ নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের পক্ষ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বেশ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

هُوَ اَنْفَعُ شَيْئًا لِلْفَقِيْهِ الْبَارِعِ وَكَذٰلِكَ لِلْمُحَدِّثِ

‘আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাস্ত্রবিদের জন্য যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসের পক্ষেও উপকারী।

৩। **اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ** ‘আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া। ইব্‌ন কাসীর রচিত ইতিহাস বিষয়ক ১৪ খন্ডের এই বিরাট গ্রন্থখানি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মিসর থেকে একাধিকবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টির প্রাথমিককাল থেকে শুরু করে শেষ যুগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভাবে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। প্রথমে নাবী-রাসূলগণ ও পরে প্রাচীন জাতির তথা বিগত উম্মাতদের বিস্তারিত বিবরণ এবং শেষে সীরাতে নবভীর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তারপর খিলাফাতে রাশেদা থেকে শুরু করে একেবারে গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বিধৃত হয়েছে এই পৃথিবীর লয়প্রাপ্তি তথা রোয কিয়ামাতের আলামতসমূহ এবং আখিরাত বা পরজগতের অবস্থার কথাও ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাজী খলীফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ‘কাশফুয্‌ যুনূন’ গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অবধারিত মৃত্যুর দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সীরাতুন্নাবী অংশকে বেশ চমৎকার ও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৪। **اَلْهَدْىُ وَالسُّنَنُ فِىْ اَحَادِيْثِ الْمَسَانِيْدِ وَالسُّنَنِ** ‘আল-হাদয়ু ওয়াস সুনান ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান’। এই গ্রন্থখানি ‘জামিউল মাসানীদ’ নামেও প্রসিদ্ধ। এতে ‘মুসনাদ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল’, ‘মুসনাদ বায্‌যার, ‘মুসনাদ আবূ ইয়ালা’, ‘মুসনাদ ইব্‌ন আবী শাইবা’ এবং সাহিহায়িন এবং সুনান চতুষ্টয়ের রিওয়ায়াতগুলিকে একত্র করে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৫। **طَبَقَاتُ السَّافِعِيَّةِ** তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ। এই গ্রন্থে শাফিঈ ফকীহদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

৬। **شَرْحُ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ** ‘শারহু সাহীহিল বুখারী’। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর বুখারীর এই ভাষ্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং এ কাজে বেশ কিছুদূর তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা’ সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

৭। **اَلاَحْكَامُ الْكَبِيْرُ** ‘আল-আহ্কামুল কাবীর’। এ গ্রন্থখানিতে তিনি শুধুমাত্র আহ্কাম বা অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলিকে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ‘কিতাবুল হাজ্জ’ পর্যন্ত পৌঁছে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

৮। **اخْتِصَارُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ** ‘ইখতিসারু উলূমিল হাদীস’ আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর ‘মিনহাযুল উসূল ফী ইসতিলাহি আহাদীসির্ রাসূল’ গ্রন্থে এর নাম **اَلْبَاعِثُ الْحَدِيْثُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ** ‘আল বা’ইসুল হাদীস ‘আলা মা’রিফাতে উলূমিল হাদীস’ বলে উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা ইব্নস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরী) লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসূলুল হাদীসের কিতাব ‘উলূমিল হাসীস’ ওরফে ‘মুকাদ্দিমা ইব্নুস সালাহ’ **مُقَدَّمَةُ ابنُ الصَّلاَحِ** গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থকার ইব্ন কাসীর এর স্থানে স্থানে বহু সুন্দর জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে সংযোজন করেছেন।

৯। **مُسْنَدُ الشَّيْخَيْنِ** ‘মুসনাদুস শাইখাইন’। এতে আবূ বাকর (রাঃ) এবং ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার ইব্ন কাসীর (রহঃ) তাঁর ‘ইখতিসারু ‘উলূমিল হাদীস’ গ্রন্থে আর একখানি ‘মুসনাদে উমর’ নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না কি উপরিউক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ড তা সঠিকভাবে জানা যায়না।

১০। **اَلسِّيْرَةُ النَّبُوِيَّةُ** ‘আসসীরাতুন নাবভীয়াহ’। এ একখানি বৃহদাকার উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ।

১১। **تَخْرِيجُ اَحَادِيْثِ اَدِلَّةِ التَّنْبِيْةِ** ‘তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাত তামবীহ’।

১২। **مُخْتَصَرُ كِتَابِ الْمَدْخَلِ لِلاَمَامِ الْبَيْهَقِىْ** ‘মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লিল ইমাম বাইহাকী’। এই গ্রন্থের নাম গ্রন্থকার স্বয়ং ‘ইখতিসারু ‘উলূমিল হাদীস’ এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল বাইহাকী (৪৫৮ হিজরী) কৃত ‘কিতাবুল মাদখালের’ সংক্ষিপ্ত সার।

১৩। **رِسَالَةُ الاِجْتِهَادِ فِىْ طَلَبِ الْجِهَادِ** ‘রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ’। খৃষ্টানরা যখন ‘আয়াস’ দূর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে তিনি এই পুস্তিকাখানি আমীর মনজাকের উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি মিসর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

মোট কথা, তার লিখিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীসে রাসূল (সঃ), সীরাতুন্নবী (সঃ), ইতিহাস, ফিক্হ শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আজও বেশ জনপ্রিয়, সবার কাছে বিশেষ সমাদৃত ও দলমত নির্বিশেষে গ্রহণীয়। প্রায় সকল যুগের ঐতিহাসিকবৃন্দ ও তাফসীরকারগণ তাঁর ইতিহাস ও তাফসীর সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন।

ইব্ন কাসীরের মৃত্যু

অবধারিত মৃত্যুর আগে এই নশ্বর জীবনের শেষভাগে হাফিয ইব্ন কাসীর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৩৭২ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক ৭৭৪ হিজরীর ২৬ শা’বান রোজ বৃহস্পতিবার এই মহামনীষী অস্থায়ী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের সেই অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অনুবাদক পরিচিতি

১৯৩৬ সালে বাবলাবোনা নামক এক ছায়া ঢাকা নিভৃত গ্রামে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান এর জন্ম। পিতা অধ্যাপক মওঃ আবদুল গণী সাহেবের কাছেই তার প্রথম হাতে খড়ি। প্রথমে রাজশাহী নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং পরে ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ও. এল ডিগ্রী নিয়ে তিনি দাদনচকে প্রথম স্তরের ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তার পিতা আবদুল গণী সাহেবও এককালে ওখানে অধ্যাপনা করতেন।

সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রভাষক হন। পরবর্তীতে আরাবী বিভাগের সভাপতি, সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ তিনি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও তিনি কিছু দিন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৮১ সালের শুরুতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক শহরে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক।

গতিশীল প্রবন্ধকার হিসাবে ঢাকার ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিভিন্ন ভাষায় তার প্রবন্ধমালা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে নয়াদিল্লী, বেনারস ও ইসলামাবাদ থেকে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমানের সাহিত্য কর্ম ও রচনা শৈলীর অধিকাংশই ইসলামী সাহিত্যকে নিয়ে অনুবর্তিত। এ নিয়েই তার নশ্বর জীবন হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দেশ-বিদেশের বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন শিক্ষায়তন এবং উচ্চতম বিদ্যাপীঠের ম্যাগাজিনে বহু মৌলিক এবং ভাষান্তরিত প্রবন্ধাবলী, নাটিকা, ছোট গল্প ইত্যাদি প্রকাশ পায়। বিগত রাষ্ট্র-বিপ্লব ও গণ-আন্দোলন জনিত ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়ে তার বেশ কিছু পান্ডুলিপি বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে।

একাধারে ৪-৫টি ভাষায় সমান পারদর্শী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের প্রায় সবটাতেই তার কিছু না কিছু বই পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তিনি শিশু সাহিত্যেরও চর্চা করে থাকেন। তার লিখা “বটগাছের ভূত”, “মৃত্যুর ভয়”, ছোটদের ইব্‌ন বতুতা প্রভৃতি লিখাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তার বইগুলির মধ্যে “মাযামীনে মুজীব” (নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশ) ‘ইমাম বুখারী’ ‘ইমাম মুসলিম’ ‘মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ’ ‘হযরত ইবরাহীম’ ‘আল্লামা জারুল্লাহ’ ‘মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা’ ‘ইসলামী সাহিত্যে তসলিমুদ্দীন’, ‘মিসরের ছোট গল্প’ ‘মার্গারেট’, ‘স্মৃতিময় শৈশব’ ‘কুরআন কণিকা’ ‘তাফসীর ইব্‌ন কাসীর’ ‘আরবী সাহিত্যের ইতিহাস’ ‘মাদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইউব আনসারী’, ‘কুরআনের চিরন্তন মুজিযা’ ‘বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা’ ‘মওঃ মুহাম্মদ জুনাগড়ী (রহঃ), ‘নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায’, ‘ইদ্রিস মিয়া’, ‘মুহাদ্দিস আযীমাবাদী’ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্যের দাবীদার। উপরোক্ত বিষয়বস্তুই হচ্ছে তার রচনাশৈলী ও সাহিত্য চর্চার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

স্বীয় মাতৃভাষা বাংলায় রচিত তার অধিকাংশ রচনাশৈলীর মাধ্যমে এই ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী ধারাটিকে সুসমৃদ্ধ ও সরস করে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এভাবে মুসলিম মানস ও ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বস্তুগুলিকে নতুন আঙ্গিকে প্রথম বারের মতো তিনি বিদগ্ধ পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এসব রচনাশৈলী ও সাহিত্যধারা প্রকৃত প্রস্তাবে তার অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা মূলক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এ সবের মাধ্যমে বহু অজ্ঞাত ইতিহাস এবং দূর্লভ ও অপ্রাপ্তব্য তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটেছে।

একান্তই নিঃস্ব, রিক্ত ও নিঃসহায়দের যুগ যন্ত্রণা বুকের মাঝে পুষে রেখে এক মাত্র আল্লাহর আশীষ ধারাকে রক্ষাকবজ করে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার এই ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনের সূত্রপাত ঘটে। প্রায় তিন যুগ ধরে নিরলস শিক্ষাদান ও লাগাতার সাহিত্য সেবাই তার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। বিষয়বস্তুর গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে তথ্যানুসন্ধানের আজন্ম প্রবণতাই তার সম্মুখ পানে হাজির করেছে পরিশীলিত বাণী আর তার সাহিত্য সৃষ্টিতে যুগিয়েছে বিচিত্র ধরণের মাল-মসলা এবং উপাদান উপকরণ। নিরন্তর সাহিত্য সৃষ্টিতে তার বিচিত্র অর্ন্তদৃষ্টি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটেছে উপর্যুপরি প্রকাশিত গ্রন্থমালায়।

অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তিনি প্রথমে উপনীত হয়েছেন গন্ড-গ্রাম-গঞ্জের নিভৃত কোণ থেকে শহরে বন্দরে এবং পরে রাজধানী নগরে, আর সর্বশেষ এসেছেন সুদূর আমেরিকার মাটিতে তথা নিউইয়র্ক নগরীতে। বর্তমানে তিনি এই শহরে এই উচ্চাঙ্গের শিক্ষা কেন্দ্রের (এডুকেশন সেন্টার) পরিচালক।

কিন্তু এই সুদূর প্রবাসের অতি ব্যস্ত এবং সংগ্রাম মুখর জীবনেও তার লেখনী কিংবা সাহিত্য চর্চায় কোন রূপ ছেদ বা ভাটা পড়েনি, বরং তার বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে তা পূর্বের মতোই রয়েছে চির চলমান এবং সদা আগুয়ান।

◆

সূরা ৭৮ ঃ নাবা, মাক্কী
٧٨ – سورة النبأ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪০, রুকূ ২)
(اٰيَاتُهَا : ٤٠ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) তারা পরস্পর কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	١. عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ
(২) সেই মহান সংবাদ সম্বন্ধে -	٢. عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ
(৩) যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে থাকে!	٣. ٱلَّذِى هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ
(৪) কখনই না, তাদের ধারণা অ-বাস্তব, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।	٤. كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ
(৫) আবার বলি, কখনই না, তারা অচিরেই অবগত হবে।	٥. ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ
(৬) আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?	٦. أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدًا
(৭) এবং পর্বতসমূহকে কীলক রূপে নির্মাণ করিনি?	٧. وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادًا
(৮) আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।	٨. وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجًا
(৯) তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করে দিয়েছি বিশ্রাম,	٩. وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتًا
(১০) করেছি রাতকে আবরণ,	١٠. وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسًا

(১১) এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের জন্য (উপযোগী)।	١١. وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا
(১২) আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ,	١٢. وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا
(১৩) এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ।	١٣. وَجَعَلۡنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
(১৪) আর বর্ষণ করেছি মেঘ হতে প্রচুর বৃষ্টি।	١٤. وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا
(১৫) তদ্দ্বারা আমি উদ্গত করি শস্য ও উদ্ভিদ,	١٥. لِّنُخۡرِجَ بِهِۦ حَبًّا وَنَبَاتًا
(১৬) এবং বৃক্ষরাজি বিজড়িত উদ্যানসমূহ।	١٦. وَجَنَّٰتٍ أَلۡفَافًا

কিয়ামাত সম্পর্কে মূর্তিপূজকদের অস্বীকৃতি এবং এ ব্যাপারে হুশিয়ারী

যে মুশরিকরা কিয়ামাত দিবসকে অস্বীকার করত এবং ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসে পরস্পরকে নানা ধরনের প্রশ্ন করত, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঐ সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এবং কিয়ামাত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা বর্ণনা করে তাদের দাবী খণ্ডন করছেন। তিনি বলেন ঃ 'তারা একে অপরের নিকট কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?' অর্থাৎ তারা কি কিয়ামাত সম্পর্কে একে অপরের নিকট প্রশ্ন করছে? অথচ এটা তো এক মহাসংবাদ! অর্থাৎ এটা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও খারাপ সংবাদ এবং উজ্জ্বল সুস্পষ্ট দিবালোকের মত প্রকাশমান।

اَلَّذِى هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ (যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে), এতে যে মতানৈক্যের কথা বলা হয়েছে তা এই যে, এ বিষয়ে তারা দু'টি দলে বিভক্ত রয়েছে। একটি দল এটা স্বীকার করে যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর অপর দল এটা স্বীকারই করেনা।

কিয়ামাত দিবসে বিচার করাসহ আল্লাহর ক্ষমতার উদাহরণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে ধমকের স্বরে বলছেন ঃ 'কখনই না, তাদের ধারণা অবাস্তব, অলীক, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি ঃ কখনই না, তারা অচিরেই জানবে।' এটা তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার কঠিন ধমক ও ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিস্ময়কর সৃষ্টির সূক্ষ্মতার বর্ণনা দেয়ার পর নিজের আজীমুশ্শান ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন, যার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি এসব জিনিস কোন নমুনা ছাড়াই প্রথমবার যখন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি দ্বিতীয়বারও ওগুলি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। তাই তো তিনি বলেন ঃ 'আমি কি ভূমিকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?' অর্থাৎ আমি সমস্ত সৃষ্টজীবের জন্য এই ভূমিকে কি সমতল করে বিছিয়ে দিইনি? এভাবে যে, ওটা তোমাদের সামনে বিনীত ও অনুগত রয়েছে। নড়াচড়া না করে নীরবে পড়ে রয়েছে। আর পাহাড়কে আমি এই ভূমির জন্য পেরেক বা কীলক করেছি যাতে এটা হেলেদুলে যেতে না পারে এবং ওর উপর বসবাসকারীরা যেন উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا** 'আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।' অর্থাৎ তোমরা নিজেদের প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমি তোমাদেরকে নর ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা একে অপর হতে কামবাসনা পূর্ণ করতে পার। আর এভাবেই তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২১)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا** 'আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম।' অর্থাৎ তোমাদের নিদ্রাকে আমি হট্টগোল গণ্ডগোল বন্ধ হওয়ার কারণ বানিয়েছি যাতে তোমরা আরাম ও শান্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের সারা দিনের শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এর অনুরূপ আয়াত সূরা ফুরকানে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا** 'আমি রাতকে করেছি আবরণ।' অর্থাৎ রাতের অন্ধকার ও কৃষ্ণতা জনগণের উপর ছেয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে। (সূরা শাম্স, ৯১ ঃ ৪) আরাব কবিরাও তাঁদের কবিতায় রাতকে পোশাক বা আবরণ বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমি দিবসকে জীবিকা সংগ্রহের জন্য (উপযোগী) করেছি।' অর্থাৎ রাতের বিপরীত দিনকে আমি উজ্জ্বল করেছি। দিনের বেলায় আমি অন্ধকার দূরীভূত করেছি যাতে তোমরা জীবিকা আহরণ করতে পার। (তাবারী ২৪/১৫২)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ **وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا** 'আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ।' অর্থাৎ সাতটি সুউচ্চ, সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত আকাশ তোমাদের উর্ধ্বদেশে নির্মাণ করেছি যেগুলি চমৎকার ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। সেই আকাশে তোমরা হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল

চকচকে নক্ষত্র দেখতে পাও। ওগুলির কোন কোনটি পরিভ্রমণ করে ও কোন কোনটি নিশ্চল ও স্থির থাকে।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ **وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا** ‘আর আমি সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ।’ অর্থাৎ আমি সূর্যকে উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়েছি যা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করে থাকে এবং সমস্ত জিনিসকে ঝক্‌ঝকে তকতকে করে তোলে ও সারা দুনিয়াকে আলোকময় করে দেয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ **وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجًا** ‘এবং আমি বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বারি।’ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রবাহিত বায়ু মেঘমালাকে এদিক ওদিক নিয়ে যায়। তারপর ঐ মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা ভূমিকে পরিতৃপ্ত করে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ *‘মুসিরাত’* শব্দের অর্থ হল মেঘমালা। (তাবারী ২৪/১৫৪) ইকরিমাহ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং আশ শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/১৫৩, বাগাবী ৪/৪৩৭) আল ফাররা (রহঃ) বলেন ঃ উহা হল ঐ ধরনের মেঘ যাতে বৃষ্টির কণা জমা আছে, কিন্তু উহা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়না। এর উদাহরণ স্বরূপ ঐ সমস্ত মহিলাদের কথা বলা হয়েছে যাদের মাসিক চক্র উপস্থিত হলেও স্রাব প্রবাহিত হয়না। (বাগাবী ৪/৪৩৭)

আরাবে **امْرَأَة مُعْصِرَة** ঐ নারীকে বলা হয় যার মাসিক ঋতুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু এখনো ঋতু শুরু হয়নি। অনুরূপভাবে এখানেও অর্থ এই যে, আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে কিন্তু এখনও মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়নি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَـٰلِهِۦ

আল্লাহ! তিনি বায়ু প্রেরণ করেন; ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে, অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খন্ড বিখন্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও ওটা হতে নির্গত হয় বারিধারা। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৮)

ثَجَّاجًا -এর অর্থ হল ক্রমাগত প্রবাহিত হওয়া এবং অত্যধিক বর্ষিত হওয়া। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, **ثَجَّاجًا** এর অর্থ হল প্রবাহিত হওয়া। (তাবারী ২৪/১৫৫) আশ শাওরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল অনবরত প্রবাহিত হতে থাকা। (তাবারী ২৪/১৫৫) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল প্রচুর পরিমানে। (তাবারী ২৪/১৫৫)

একটি হাদীসে রয়েছে যে, ইসতাহাযাহর মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্নকারিণী একজন সাহাবীয়া মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘তুলার পুঁটলী কাছে রাখবে।’ মহিলাটি বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার রক্ত যে অনবরত আসতেই থাকে।’ এই রিওয়ায়াতেও **ثَجّ** শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ বিরামহীনভাবে রক্ত আসতেই থাকে। সুতরাং এই আয়াতেও উদ্দেশ্য এটাই যে, মেঘ হতে প্রচুর পরিমান অনবরত বৃষ্টি বর্ষিত হতেই থাকে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا** ঐ পবিত্র ও বারাকাতময় বারি দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান। এগুলি মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর আহারের কাজে লাগে। বর্ষিত পানি খালে বিলে জমা রাখা হয়। তারপর ঐ পানি পান করা হয় এবং বাগ-বাগিচা সেই পানি পেয়ে ফুলে-ফলে, রূপে-রসে সুশোভিত হয়। আর বিভিন্ন প্রকারের রঙ, স্বাদ ও গন্ধের ফলমূল মাটি হতে উৎপন্ন হয়, যদিও ভূমির একই খণ্ডে ওগুলি পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য বিজ্ঞজন বলেন যে, এর অর্থ হল জমা বা একত্রিত। (তাবারী ২৪/১৫৬) এটা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ
وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শষ্যক্ষেত্র, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খর্জুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪)

(১৭) নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে মীমাংসা দিবস।	١٧. إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًا
(১৮) সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে,	١٨. يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
(১৯) আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।	١٩. وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا
(২০) এবং সঞ্চালিত করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা বৎ।	٢٠. وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
(২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম রয়েছে।	٢١. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

(২২) (ওটা হচ্ছে) অবাধ্য লোকদের অবস্থিতি স্থল	٢٢. لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابًا
(২৩) সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে,	٢٣. لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا
(২৪) সেখানে তারা কোন স্নিগ্ধ (বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পাবেনা। এবং না কোন পানীয়ও	٢٤. لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا
(২৫) উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত;	٢٥. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا
(২৬) এটাই সমুচিত প্রতিফল।	٢٦. جَزَآءً وِفَاقًا
(২৭) তারা কখনো হিসাবের আশংকা করতনা,	٢٧. إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا
(২৮) এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল।	٢٨. وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابًا
(২৯) সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।	٢٩. وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا
(৩০) অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি তো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব।	٣٠. فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

প্রতিফল দিবসের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ الْفَصْلِ অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে বলেন যে, ওটা বিচারের জন্য একটা নির্ধারিত দিন। ওটা পূর্বেও আসবেনা এবং পরেও আসবেনা, বরং ঠিক নির্ধারিত সময়েই আসবে। কিন্তু কখন আসবে তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কারও এর জ্ঞান নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعۡدُودٍ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১০৪)

ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'সেই দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।' প্রত্যেক উম্মাত নিজ নিজ নাবীর সাথে পৃথক পৃথক থাকবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সেদিন লোকেরা দলে দলে উপস্থিত হবে। (তাবারী ২৪/১৫৮) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল প্রত্যেক নাবীর উম্মাতগণ তাদের নাবীর সাথে দলবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হবে। ইহা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঃ

يَوۡمَ نَدۡعُواْ كُلَّ أُنَاسِۭ بِإِمَـٰمِهِمۡ

স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭১) (তাবারী ২৪/১৫৮)

يَوۡمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأۡتُونَ أَفۡوَاجًا

এই আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'উভয় শিংগার মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ। সাহাবীগণের কেহ কেহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ উহা কি চল্লিশ দিন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি বলতে পারিনা। তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন ঃ উহা কি চল্লিশ মাস? তিনি জবাব দিলেন ঃ তা আমি বলতে পারবনা। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ উহা কি চল্লিশ বছর? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি এটাও বলতে পারছিনা। তিনি বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে যেভাবে উদ্ভিদ মাটি হতে অঙ্কুরিত হয় তদ্রূপ মানুষ ভূ-পৃষ্ঠ হতে উত্থিত হতে থাকবে। মানুষের সারা দেহ পচে গলে গেলেও শুধুমাত্র একটি অংশ বাকী থাকে। তা হল কোমরের মেরুদণ্ডের অস্থি। ঐ অস্থি থেকেই কিয়ামাতের দিন মাখলূককে পুনর্গঠন করা হবে।' (ফাতহুল বারী ৫/৫৫৮)

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا 'আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।' অর্থাৎ আকাশকে খুলে দেয়া হবে এবং তাতে মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলীর অবতরণের পথ ও দরজা হয়ে যাবে।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا 'আর চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা।' যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ تَحۡسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ

তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করেছ, অথচ সেদিন ওগুলি হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৮৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ

এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত। (সূরা কারি'আ, ১০১ ঃ ৫) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, পর্বতগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা। দর্শকরা মনে করবে যে, ওটা নিশ্চয়ই একটা কিছু। আসলে কিন্তু কিছুই নয়। শেষে ওটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর ওগুলির কোন চিহ্নই দেখা যাবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡجِبَالِ فَقُلۡ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسۡفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفۡصَفًا.

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمۡتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি

ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫-১০৭) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব উম্মিলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে; (ওটা হবে) সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তন স্থল। যারা উদ্ধত, নাফরমান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী, জাহান্নামই তাদের প্রত্যাবর্তন ও অবস্থান স্থল।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।’ **اَحْقَاب** শব্দটি **حَقْب** শব্দের বহুবচন। দীর্ঘ যুগকে **حَقْب** বলা হয়। খালিদ ইব্ন মা’দান (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি এবং **اِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ** (অর্থাৎ *তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা)* (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৭) এই আয়াতটি একাত্মবাদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৬২)

ইব্ন জারীর (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বাসরীকে (রহঃ) **اَحْقَابًا** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলা হয় যে, এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ের কথা বুঝানো হয়না, বরং সাধারণভাবে বুঝতে হবে যে, জাহান্নামে অবস্থানের কোন সময়-সীমা নেই। অবশ্য তারা উল্লেখ করেন যে, **حُقْب** এর অর্থ হল সত্তর বছর এবং ঐ সত্তর বছরের প্রতিটি দিন তোমাদের হিসাব মতে (বর্তমান পৃথিবীতে) এক হাজার বছরের সমান। (তাবারী ২৪/১৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আহ্কাব কখনো শেষ হবার নয়। এক হাকব শেষ হলে অন্য হাকব শুরু হয়ে যাবে। এই আহকাবের সঠিক সময়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। তবে মানুষকে শুধু এতটুকু জানানো হয়েছে যে, আশি বছরে এক **حَقْب** হয়। এক বছরের মধ্যে রয়েছে তিনশ’ ষাট দিন এবং প্রতিটি দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ সেখানে তারা আস্বাদন করবেনা শৈত্য, না কোন পানীয়। অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে এমন ঠাণ্ডা জিনিস দেয়া হবেনা যার ফলে তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতে পারে এবং ঠাণ্ডা পানীয়ও পান করতে দেয়া হবেনা। বরং এর পরিবর্তে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি রক্ত ও পুঁজ।

حَمِيْم এমন কঠিন গরমকে বলা হয় যার পরে গরম বা উষ্ণতার আর কোন স্তর নেই। আর **غَسَّاق** বলে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্ত পুঁজ ইত্যাদিকে। এই গরমের মুকাবিলায় এমন শৈত্য দেয়া হবে যে, তা স্বয়ং যেন একটা আযাব এবং তাতে থাকবে অসহনীয় দুর্গন্ধ। সূরা ‘সাদ’ - এর মধ্যে **غَسَّاق** - এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অশেষ রাহমাতের বদৌলতে আমাদেরকে তাঁর সর্বপ্রকারের শাস্তি হতে রক্ষা করুন! আমীন!

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘এটাই উপযুক্ত প্রতিফল।’ অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে যে অন্যায় অপরাধ করেছে সেই অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির কঠোরতা নির্ভর করবে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

এখানে তাদের দুষ্কৃতি লক্ষ্যণীয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হিসাব-নিকাশের কোন ক্ষণ আসবেইনা। আল্লাহ যেসব দলীল প্রমাণ তাঁর নাবীদের উপর অবতীর্ণ করেছেন, তারা এ সব কিছুকেই একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিত। **كِذَّابًا** শব্দটি ‘মাসদার’ বা ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করা বা অস্বীকার করা।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ **وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا** ‘সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।’ অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদের সমস্ত আমল অবগত রয়েছি এবং ওগুলিকে লিখে রেখেছি। তাদের সব আমলেরই আমি

প্রতিফল প্রদান করব। ভাল কাজ হলে ভাল প্রতিফল এবং মন্দ কাজ হলে মন্দ প্রতিফল।

জাহান্নামীদেরকে বলা হবে ঃ এখন তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এরকমই এবং এর চেয়েও নিকৃষ্ট শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে।

কাতাদাহ (রহঃ) আবূ আইউব আল আজদি (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামীদের ব্যাপারে এ আয়াতের চেয়ে আরও কঠিন ও নৈরাশ্যজনক কোন আয়াত আল্লাহ তা'আলা আর নাযিল করেননি। তাদের শাস্তি সদা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। (তাবারী ২৪/১৬৯)

(৩১) এবং নিশ্চয়ই সংযমশীল লোকদের জন্যই সফলতা;	٣١. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا
(৩২) প্রাচীর বেষ্টিত বাগান ও আঙ্গুর;	٣٢. حَدَآئِقَ وَأَعْنَـٰبًا
(৩৩) এবং সম বয়স্কা যুবতীবৃন্দ;	٣٣. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا
(৩৪) এবং পূর্ণ পুতঃ পানপাত্র।	٣٤. وَكَأْسًا دِهَاقًا
(৩৫) সেখানে তারা শুনবেনা অসার ও মিথ্যা বাক্য;	٣٥. لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا
(৩৬) এটাই তোমার রবের অনুগ্রহের পূর্ণ প্রতিদান।	٣٦. جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا

আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার

পরহেযগার ও পুণ্যবানদের জন্য আল্লাহ যেসব নি'আমাত ও রাহমাত সংরক্ষণ করে রেখেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলছেন যে, এই লোকগুলি হল সফলকাম। এদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে এবং এরা জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভ করে জান্নাতে পৌঁছে গেছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ঐ সফলকাম লোকদের জন্য রয়েছে আনন্দময় জীবন যাপনের জায়গা। (তাবারী ২৪/১৭০, বাগাবী ৪/৪৩৯) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ঐ সফলকাম ব্যক্তিরা হলেন তারা যাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে। (তাবারী ২৪/১৬৯, ১৭০) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তিটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কারণ পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা حَدَائِق শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে খেজুর গাছ এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে সাজানো বাগান।

حَدَائِق বলা হয় খেজুর ইত্যাদির বাগানকে। এই পুণ্যবান ও পরহেযগার লোকেরা আয়তলোচনা, উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী অর্থাৎ হুর লাভ করবে, যারা হবে উঁচু ও স্ফীত বক্ষের অধিকারিণী এবং সমবয়স্কা। (তাবারী ২৪/১৭০) যেমন সূরা ওয়াকিআ'র তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে।

তারা পবিত্র শরাবের উপচে পড়া পেয়ালা একটির পর একটি লাভ করবে। তাতে এমন কোন নেশা হবেনা যে, অশ্লীল ও অর্থহীন কথা তাদের মুখ দিয়ে বের হবে যা অন্য কেহ শুনতে পাবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

কেহ অসার কথা বলবেনা এবং অসৎ কাজেও লিপ্ত হবেনা। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২৩) অর্থাৎ তাতে কোন অর্থহীন বাজে কথা এবং অশ্লীল ও পাপের কথা প্রকাশ পাবেনা। সেটা হল দারুস সালাম বা শান্তির ঘর, যেখানে কোন দূষণীয় বা মন্দ কথাই প্রকাশ পাবেনা।

মু'মিনদেরকে এসব নি'আমাত তাদের সৎ কর্মের বিনিময় হিসাবে আল্লাহ তা'আলা দান করবেন। এটা হল মহান আল্লাহর অশেষ করুণা ও

রাহমাত। আল্লাহ তা‘আলার এই করুণা ও অনুগ্রহ সীমাহীন, ব্যাপক ও পরিপূর্ণ, যা কখনো শেষ হবার নয়। আরাবরা বলে থাকে ঃ তিনি আমাকে ইনআম দিয়েছেন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন অনুরূপভাবে বলা হয় ঃ حَسْبِيَ ٱللَّهُ অর্থাৎ সর্বদিক দিয়ে আল্লাহই আমাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন।

(৩৭) যিনি রাব্ব আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওগুলির অন্তঃবর্তী সব কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবেনা।	٣٧. رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا
(৩৮) সেদিন রুহ্ ও মালাইকা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে।	٣٨. يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا
(৩৯) এই দিবস সুনিশ্চিত। অতএব যার অভিরুচি সে তার রবের শরণাপন্ন হোক।	٣٩. ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا
(৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলতে থাকবে ঃ হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম!	٤٠. إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرَٰبًا.

পূর্বানুমতি ছাড়া মালাইকাসহ কেহই আল্লাহর কাছে কথা বলার সাহস পাবেনা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনিই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি রাহমান বা পরম দয়াময়। তাঁর রাহমাত বা করুণা সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁর সামনে কেহ কথা বলার সাহস পাবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) আল্লাহ তা‘আলা আর এক জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৫)

রূহ দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৭৬) জিবরাঈলকে (আঃ) অন্য জায়গায়ও রূহ বলা হয়েছে। যেমন ঃ

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (২৬ ঃ ১৯৩-১৯৪) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত মালাইকা/ফেরেশতার মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত অহী বাহক, আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছেন এমন মালাক হলেন এই জিবরাঈল (আঃ)। (দুররুল মানসুর ৮/৪০০)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত (অন্যরা কথা বলবেনা)।' আল্লাহ তা'আলার এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতই ঃ

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৫) সহীহ হাদীসে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেইদিন রাসূলগণ ছাড়া কেহই কথা বলবেনা। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩০)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَقَالَ صَوَابًا 'এবং সে যথার্থ সত্যি কথা বলবে।' সর্বাধিক সত্য কথা হল ঃ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আবূ সালিহ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) উভয়ে একই মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ২৪/১৭৮)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ 'এই দিবস সুনিশ্চিত।' অর্থাৎ অবশ্যই এটা সংঘটিত হবে। 'অতএব যার অভিরুচি সে তার রবের শরণাপন্ন হোক।' অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে তার রবের নিকট ফিরে যাবার পথ তৈরী করুক, যে পথে চলে সে সোজাভাবে তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে।

বিচার দিবস অতি নিকটে

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি হতে সতর্ক করলাম।' অর্থাৎ কিয়ামাতের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করলাম। যা আসবে তাতো এসেই গেছে মনে করা উচিত। কারণ যা আসার তা আসবেই। সেই দিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে। ঐদিন নতুন, পুরাতন, ছোট, বড় এবং ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল মানুষের সামনে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا

তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩)

'আর কাফির বলবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হতাম।' অর্থাৎ দুনিয়ায় যদি আমরা মাটি রূপে থাকতাম, যদি আমাদেরকে সৃষ্টিই না করা হত এবং আমাদের কোন অস্তিত্বই না থাকত তাহলে কতই না ভাল হত! তারা সেদিন আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। নিজেদের মন্দ ও পাপ কাজগুলো সামনে থাকবে যেগুলো পবিত্র মালাইকার ন্যায়পূর্ণ হাত দ্বারা লিখিত হয়েছে।

যখন জীব-জন্তুগুলোর ফাইসালা হয়ে যাবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে, এমন কি যদি শিংবিহীন বকরীকে শিংবিশিষ্ট বকরী মেরে থাকে তাহলে তারও প্রতিশোধ নিয়ে দেয়া হবে। বিচার ফাইসালা শেষ হওয়ার পর ওদেরকে (জন্তুগুলোকে) বলা হবে ঃ তোমরা মাটি হয়ে যাও। ফলে ওরা মাটি হয়ে যাবে। তখন এই কাফির লোকও বলবে ঃ হায়, যদি আমি (এদের মত) মাটি হয়ে যেতাম! অর্থাৎ যদি আমিও জন্তু হতাম এবং এভাবে মাটি হয়ে যেতাম তাহলে কতই না ভাল হত!

শিংগার সুদীর্ঘ হাদীসেও এই বিষয়টি এসেছে এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

সূরা নাবা এর তাফসীর সমাপ্ত।

৭৯ – سورة النازعات، مَكِّيَّةٌ
সূরা ৭৯ ঃ নাযি‘আত, মাক্কী

(اَيَاتُهَا : ٤٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٢)

(আয়াত ৪৬, রুকূ ২)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرْقًا	(১) শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,
٢. وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشْطًا	(২) এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করে দেয়,
٣. وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبْحًا	(৩) এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,
٤. فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبْقًا	(৪) এবং যারা দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়,
٥. فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا	(৫) অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।
٦. يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ	(৬) সেদিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করবে,
٧. تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ	(৭) ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি।
٨. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ	(৮) কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে,
٩. أَبْصَٰرُهَا خَٰشِعَةٌ	(৯) তাদের দৃষ্টি ভীতি বিহ্বলতায় অবনমিত হবে।
١٠. يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ	(১০) তারা বলে ঃ আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই,
١١. أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا نَّخِرَةً	(১১) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?
١٢. قَالُوا۟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ	(১২) তারা বলে ঃ তা’ই যদি হয় তাহলে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন!
١٣. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ	(১৩) এটা তো এক বিকট শব্দ মাত্র;
١٤. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ	(১৪) ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে।

পাঁচটি বিষয়ের শপথ নিয়ে কিয়ামাতের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণনা

এখানে মালাইকা/ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে যাঁরা কোন কোন মানুষের রূহ কঠিনভাবে টেনে বের করেন এবং কারও কারও রূহ এমন সহজভাবে কব্‌য করেন যে, যেন একটা বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ রূপই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/১৭৮) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا সম্পর্কে ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, তারা হলেন আল্লাহর মালাইকা। (দুররুল মানসুর ৮/৪০৪) আলী (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবূ সালিহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/১৯০, কুরতুবী ১৯/১৯৩)

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে)। এর দ্বারাও মালাইকা উদ্দেশ্য। এটা মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), আবূ সালেহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ)

এবং সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি। (তাবারী ২৪/১৯০, কুরতুবী ১৯/১৯৪, দুররুল মানসুর ৮/৪০৩-৪০৫) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যে মালাইকা আল্লাহর নির্দেশক্রমে আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সর্বত্র কর্ম নির্বাহকারী।

বিচার দিবস এবং ঐ দিন মানুষের বাক্যালাপ

‘সেই দিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করবে এবং ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি’ এটা দ্বারা দু’টি শিংগাধ্বনি উদ্দেশ্য। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ** এই আয়াত দ্বারা দু’বার প্রকম্পিত হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৯১) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/১৯১, ১৯২) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম শিংগার বর্ণনা **يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَلُ** (যে দিন যমীন ও পাহাড় প্রকম্পিত হবে) এই আয়াতে রয়েছে, আর দ্বিতীয় শিংগার বর্ণনা রয়েছে নিম্নের আয়াতে ঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً

সেই দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (সূরা মুয্‌যামমিল, ৭৩ ঃ ১৪)

وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً

পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৪) (তাবারী ২৪/১৯২)

বলা হয়েছে ঃ **قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ** কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে, তাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে। কেননা তারা নিজেদের পাপ এবং আল্লাহর আযাব আজ প্রত্যক্ষ করবে।

যে সব মুশরিক পরস্পর বলাবলি করে, কাবরে যাওয়ার পরেও কি পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে? আজ তারা নিজেদের জীবনের গ্লানি ও অবমাননা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করবে।

حَافِرَة কাবরকে বলা হয়। অর্থাৎ কাবরে যাওয়ার পর দেহ পচে-গলে যাবে এবং অস্থি মাটির সাথে মিশে যাবে। এরপরেও কি পুনরুজ্জীবিত করা হবে? কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

‘তারা বলে ঃ তা’ই যদি হয় তাহলে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন! (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ১২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব বলেন যে, কুরাইশরা বলাবলি করত যে, আল্লাহ যদি সত্যি সত্যি আমাদের মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন তাহলে তো দ্বিতীয়বারের এ জীবন অপমানজনক ও ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত হবে। কুরাইশ কাফিরেরা এ সব কথা বলাবলি করত। **حَافِرَة** শব্দের অর্থ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَة** তারা যে বিষয়টিকে বিরাট ও অসম্ভব বলে মনে করছে সেটা আমার ব্যাপক ক্ষমতার আওতাধীনে খুবই সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। এটা তো শুধুমাত্র এক বিকট শব্দ। দ্বিতীয়বার সাবধান করার উদ্দেশে এর আগে কোন সংকেত দেয়া হবেনা। মানুষেরা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকানো অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা ইসরাফীলকে (আঃ) নির্দেশ দিলে তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন। তাঁর ফুৎকারের সাথে সাথেই আগের ও পরের সবাই জীবিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সামনে এক মাইদানে সমবেত হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত।'(সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

কিয়ামাতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সত্ত্বর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৭)

سَاهِرَةَ শব্দের অর্থ হল ভূ-পৃষ্ঠ ও সমতল মাইদান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ** *ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **سَاهِرَةَ** অর্থ সমগ্র পৃথিবী। (তাবারী ২৪/১৯৮) সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবূ সালিহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন **سَاهِرَةَ** অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগ। (তাবারী ২৪/১৯৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, পৃথিবীর সর্বনিম্নেও যে থাকবে তাকেও পৃথিবীর উপরিভাগে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ **سَاهِرَةَ** হল উঁচু-নীচুহীন সমতল ভূমি। (তাবারী ২৪/১৯৮, দুররুল মানসুর ৮/৪০৮) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৫–১০৭) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭) মোট কথা, সম্পূর্ণ নতুন একটি যমীন হবে, যে যমীনে কখনো কোন অন্যায়, খুনাখুনি এবং পাপাচার সংঘটিত হয়নি।

(১৫) তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?	١٥. هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ
(১৬) যখন তার রাব্ব পবিত্র 'তুওয়া' প্রান্তরে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন	١٦. إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى
(১৭) ফির'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমা লংঘন করেছে,	١٧. ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ
(১৮) এবং (তাকে) বল ঃ তুমি কি শুদ্ধাচারী হতে চাও?	١٨. فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ
(১৯) আর আমি তোমাকে তোমার রবের পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর।	١٩. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ
(২০) অতঃপর সে তাকে মহা নিদর্শন দেখালো।	٢٠. فَأَرَىٰهُ ٱلْءَايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ

(২১) কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল।	٢١. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ
(২২) অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল।	٢٢. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ
(২৩) সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল,	٢٣. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ
(২৪) আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব।	٢٤. فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ
(২৫) ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত।	٢٥. فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ
(২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।	٢٦. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ

মূসার (আঃ) ঘটনায় আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করছেন যে, তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসাকে (আঃ) ফির‘আউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং মু’জিযা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফির‘আউন ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা ও কুফরী হতে বিরত হয়নি। অবশেষে তার উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হল এবং সে ধ্বংস হয়ে গেল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তোমার বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফিরদেরও অনুরূপ অবস্থা হবে। এ

জন্যই এই ঘটনার শেষে বলেন ঃ ‘যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।’

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? ঐ সময় মূসা (আঃ) ‘তুওয়া’ নামক একটি পবিত্র প্রান্তরে ছিলেন। তুওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সূরা তা-হা’ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) আহ্বান করে বলেন ঃ ফির‘আউন হঠকারিতা, অহংকার ও সীমালংঘন করেছে। সুতরাং তুমি তার কাছে গমন করে তাকে জিজ্ঞেস কর যে, তোমার কথা শুনে সে সরল, সত্য ও পবিত্র পথে পরিচালিত হতে চায় কি না? তাকে তুমি বলবে ঃ তুমি যদি আমার কথা শ্রবণ কর ও মান্য কর তাহলে তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। আমি তোমাকে আল্লাহর ইবাদাতের এমন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করব যার ফলে তোমার হৃদয় নরম ও উজ্জ্বল হবে। তোমার অন্তরে বিনয় ও আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি হবে। আর তোমার মন হতে কঠোরতা, রূঢ়তা ও নির্মমতা বিদূরিত হয়ে যাবে।

মূসা (আঃ) ফির‘আউনের কাছে গেলেন, তাকে আল্লাহর বাণী শোনালেন, যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করলেন এবং নিজের সত্যতার স্বপক্ষে মু’জিযা দেখালেন। কিন্তু ফির‘আউনের মনে কুফরী বদ্ধমূল ছিল বলে সে মূসার (আঃ) কথা শোনা সত্ত্বেও তার ভিতরে কিংবা বাহিরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলনা। সে বারবার সত্যকে অস্বীকার করে নিজের হঠকারী স্বভাবের উপর অটল থাকল। হক ও সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হতভাগ্য ফির‘আউন ঈমান আনতে পারলনা।

ফির‘আউনের মন জানত যে, তার কাছে আল্লাহর বার্তা নিয়ে যিনি এসেছেন তিনি সত্য নাবী এবং তাঁর শিক্ষাও সত্য। কিন্তু তার মন জানলেও সে বিশ্বাস করতে পারলনা। জানা এক কথা এবং ঈমান আনয়ন করা অন্য কথা। মন যা জানে তা বিশ্বাস করাই হল ঈমান, অর্থাৎ সত্যের অনুগত হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রতি আমল করার জন্য আত্মনিয়োগ করা।

ফির'আউন সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং সত্যবিরোধী তৎপরতা চালাতে শুরু করল। সে যাদুকরদেরকে একত্রিত করে তাদের কাছে মূসাকে (আঃ) হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইল। সে স্বগোত্রকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে ঘোষণা করল ঃ 'আমিই তোমাদের বড় রাব্ব।' ফির'আউন বলেছিল ঃ

مَا عَلِمۡتُ لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرِى

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮)

'অতঃপর আল্লাহ তাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তি দেন।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন শাস্তি দেন যে, তা তার মত আল্লাহদ্রোহীদের জন্য চিরকাল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এটা তো দুনিয়ার ব্যাপার। এছাড়া আখিরাতের শাস্তি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأُتۡبِعُواْ فِى هَٰذِهِۦ لَعۡنَةً وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ بِئۡسَ ٱلرِّفۡدُ ٱلۡمَرۡفُودُ

আর আল্লাহর লা'নত তাদের সাথে সাথে রইল এই দুনিয়ায়ও এবং কিয়ামাত দিনেও। কতই না নিকৃষ্ট পুরস্কার! যা একটির পর আর একটি তাদেরকে দেয়া হবে (দুনিয়ায় ও আখিরাতে)। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৯)

وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةً يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এতে তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় যারা অন্তরে ভয় পোষণ করে।

(২৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন।	٢٧. ءَأَنتُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُۚ بَنَىٰهَا
(২৮) তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।	٢٨. رَفَعَ سَمۡكَهَا فَسَوَّىٰهَا

(২৯) এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন।	٢٩. وَأَغۡطَشَ لَيۡلَهَا وَأَخۡرَجَ ضُحَىٰهَا
(৩০) এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।	٣٠. وَٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ
(৩১) তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ,	٣١. أَخۡرَجَ مِنۡهَا مَآءَهَا وَمَرۡعَىٰهَا
(৩২) আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন;	٣٢. وَٱلۡجِبَالَ أَرۡسَىٰهَا
(৩৩) এ সবই তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলির ভোগের জন্য।	٣٣. مَتَٰعًا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার চেয়ে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা খুবই সহজ

যারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতনা তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলা যুক্তি পেশ করছেন যে, আকাশ সৃষ্টি করার চেয়ে মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ ব্যাপার। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَخَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَكۡبَرُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১)

তিনি অত্যন্ত উঁচু, প্রশস্ত ও সমতল করে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তারপর অন্ধকার রাত্রে চমকিত ও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ঐ আকাশের গায়ে স্থাপন করেছেন। তিনি অন্ধকার কৃষ্ণকায় রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। দিনকে উজ্জ্বল এবং আলোকমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। যমীনকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا** এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু অতঃপর একে অন্ধকারে রূপান্তরিত করেন। (তাবারী ২৪/২০৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ছাড়াও বিজ্ঞজনদের একটি বড় দল একে সমর্থন জানিয়েছেন। (তাবারী ২৪/২০৭, দুররুল মানসুর ৮/৪১১) **وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি আস্তে আস্তে দিনকে নিস্প্রভ করেন।

অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহকে তিনি যেখানে যেটি স্থাপন করতে চেয়েছেন সেটি সেখানে স্থাপিত হয়েছে তাদের ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا এ আয়াতাংশের ভাবার্থ হচ্ছে তিনি ঐ সকলকে স্থাপন করার পর সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদের প্রত্যেককে যেখানে যেটি করা দরকার সেখানে স্থায়ী করেছেন। তিনিই সর্বজ্ঞ, সবিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, করুণাময়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এসব কিছু তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর উপকারের জন্য ও উপভোগের জন্য (সৃষ্টি করা হয়েছে)। অর্থাৎ যমীন হতে কূপ ও ঝর্ণা বের করা, গোপনীয় খনি প্রকাশিত করা, ক্ষেতের ফসল ও গাছ-পালা জন্মানো, পাহাড়-পর্বত স্থাপন করা ইত্যাদি, এগুলির ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন যাতে তোমরা যমীন হতে পুরোপুরি লাভবান হতে পার। সবকিছুই মানুষের এবং তাদের পশুদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐসব পশুও তাদেরই উপকারের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তারা কোন পশুর গোশত আহার করে, কোন পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে এবং এই পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে থাকে। তিনি তাঁর সৃষ্টিসমূহের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, যতদিন তারা পৃথিবীতে অবস্থান করে এগুলির প্রয়োজন অনুভব করবে এবং তাদের মৃত্যু না হবে।

(৩৪) অতঃপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে,	٣٤. فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ
(৩৫) সেদিন মানুষ যা করেছে তা স্মরণ করবে,	٣٥. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ مَا سَعَىٰ
(৩৬) এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম - দর্শকদের জন্য।	٣٦. وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ
(৩৭) অনন্তর যে সীমা লংঘন করে,	٣٧. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ
(৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়,	٣٨. وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

(৩৯) জাহান্নামই হবে তার আবাস স্থল।	٣٩. فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ
(৪০) পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে,	٤٠. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ
(৪১) জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান।	٤١. فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ
(৪২) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে?	٤٢. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا
(৪৩) এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?	٤٣. فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ
(৪৪) এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট।	٤٤. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ
(৪৫) যে ওর ভয় রাখে তুমি শুধু তারই সতর্ককারী।	٤٥. إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا
(৪৬) যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি।	٤٦. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا.

বিচার দিবসের বর্ণনা এবং উহা কবে হবে তা সবার অজানা

طَامَّةُ الْكُبْرَى দ্বারা কিয়ামাতের দিন উদ্দেশ্য। (তাবারী ২৪/২১১) কেননা ঐ দিন হবে খুবই ভয়াবহ ও গোলযোগপূর্ণ দিন। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৬) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যে, সে কি করেছে। অর্থাৎ সেদিন আদম সন্তানের কাছে প্রতিভাত হবে যে, সে কি কি ভাল কাজ করেছে এবং কোন্ কোন্ খারাপ কাজ করেছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ

সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২৩) অর্থাৎ ঐ সময় উপদেশ গ্রহণে কোনই উপকার হবেনা। মানুষের সামনে জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। তারা ঐ জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখবে। পার্থিব জীবনে যারা শুধু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি, পরকালকে প্রাধান্য না দিয়ে পার্থিব চিন্তায় ও তৎপরতায় লিপ্ত ছিল, সেই দিন তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তাদের খাদ্য হবে যাককূম নামক গাছ এবং পানীয় হবে হামীম বা ফুটন্ত পানি। কিন্তু যারা আল্লাহ তা‘আলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে, তাদের ঠিকানা হবে সুখ সমৃদ্ধ জান্নাত। সেখানে তারা সর্বপ্রকারের নি‘আমাত লাভ করবে।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হে নাবী! কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে একথা তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আমি সেটা জানিনা এবং শুধু আমি কেন, আল্লাহর মাখলূকাতের মধ্যে কেহই তা জানেনা। এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে।

ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ
حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

তা হবে আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। তুমি যেন এ বিষয় সবিশেষ অবগত, এটা ভেবে তারা তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও ঃ এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭)

জিবরাঈল (আঃ) যখন মানুষের রূপ ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন তখন তিনি সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁকে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন 'জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা বেশী জানেনা।” (ফাতহুল বারী ১/১৪০)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ হে নাবী! তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। কিয়ামাতের ভয়াবহতা এবং আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে মানুষদের সাবধান করতে থাক। যারা ঐ ভয়াবহ দিনকে ভয় করে তারাই শুধু তোমাকে অনুসরণ করবে এবং লাভবান হবে। তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে বলে সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা তোমার সতর্কীকরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেনা, বরং তোমার বিরোধিতা করবে তারা সেই দিন নিকৃষ্ট ধরনের ধ্বংসাত্মক আযাবের কবলে পতিত হবে।

মানুষ যখন নিজেদের কাবর থেকে উত্থিত হয়ে হাশরের মাইদানে সমবেত হবে তখন পৃথিবীর জীবনকাল তাদের কাছে খুবই কম বলে অনুভূত হবে। তাদের মনে হবে যে, তারা যেন সকাল বেলার কিছু অংশ অথবা বিকেল বেলার কিছু অংশ পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছে।

যুহরের সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে عَشِيَّة বলা হয় এবং সূর্যোদয় থেকে নিয়ে অর্ধ দিন পর্যন্ত সময়কে ضُحَى বলা হয়। (দুররুল মানসুর ৮/৪১৩) অর্থাৎ আখিরাতের তুলনায় পৃথিবীর সুদীর্ঘ বয়সকেও অতি অল্পকাল বলে মনে হবে।

সূরা নাযি'আত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮০ ঃ আ'বাসা, মাক্কী
(আয়াত ৪২, রুকূ ১)

٨٠ – سورة عبس، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٤٢، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল,	١. عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ
(২) যেহেতু তার নিকট এক অন্ধ আগমন করেছিল।	٢. أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ
(৩) তুমি কেমন করে জানবে সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত,	٣. وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ
(৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত।	٤. أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ
(৫) পক্ষান্তরে যে পরওয়া করেনা	٥. أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ
(৬) তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ।	٦. فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ
(৭) অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।	٧. وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ
(৮) অন্যপক্ষ যে তোমার নিকট ছুটে এলো	٨. وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ
(৯) তার সেই সশংক চিত্ত,	٩. وَهُوَ يَخۡشَىٰ

(১০) তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে!	١٠. فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ
(১১) না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী;	١١. كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
(১২) যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে,	١٢. فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ
(১৩) ওটা মহিমান্বিত পত্রসমূহে (লিখিত) -	١٣. فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
(১৪) (এবং) উন্নত পূতঃ -	١٤. مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ
(১৫) লেখকদের হস্তে (সুরক্ষিত)।	١٥. بِأَيْدِى سَفَرَةٍ
(১৬) (ঐ লেখকগণ) মহৎ ও সৎ।	١٦. كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ

সাহাবীকে ভ্রুকুঞ্চন করার জন্য রাসূলকে (সাঃ) ভর্ৎসনা

একাধিক তাফসীরকার লিখেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কুরাইশ নেতাকে ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করছিলেন এবং সেদিকে গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি আশা করছিলেন যে, হয়ত আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকেও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করবেন। ঐ সময় ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) নামের অন্ধ সাহাবী তাঁর কাছে এলেন। ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রায়ই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির থাকতেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। সেদিনও তার অভ্যাসমত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে মনে ভেবেছিলেন যে, কুরাইশ নেতা হয়ত ইসলামের দা‘ওয়াত কবূল করবে তাই তিনি আবদুল্লাহর (রাঃ) প্রতি তেমন মনোযোগ দিলেননা। তাঁর প্রতি তিনি কিছুটা বিরক্তও হলেন। ফলে তাঁর কপাল কুঞ্চিত হল এবং ঐ কুরাইশের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এরপর এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে রাসূল! তোমার উন্নত মর্যাদা ও মহান চরিত্রের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, একজন অন্ধ আমার ভয়ে তোমার কাছে ছুটে এলো, ধর্ম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভের আশায়, অথচ তুমি তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অহংকারী ও উদ্ধতদের প্রতি মনোযোগী হয়ে গেলে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার কাছে এসেছিল, তোমার মুখ থেকে আল্লাহর বাণী শুনে পাপ ও অন্যায় হতে বিরত থাকার সম্ভাবনা ছিল তার অনেক বেশী। সে হয়ত ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করত। অথচ তুমি সেই অহংকারী ধনী লোকটির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলে, এ কেমনতর কথা? ওকে সৎ পথে নিয়ে আসতেই হবে এমন দায়িত্ব তো তোমার উপর নেই। ওরা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদের দুষ্কৃতির জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বড়-ছোট, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল, আযাদ-গোলাম এবং পুরুষ ও নারী সবাই সমান। তুমি সবাইকে সমান নাসীহাত করবে। হিদায়াত আল্লাহর হাতে রয়েছে। আল্লাহ যদি কেহকে সৎ পথ থেকে দূরে রাখেন তাহলে তার রহস্য তিনিই জানেন, আর যদি কেহকে সৎপথে নিয়ে আসেন সেটার রহস্যও তিনিই ভাল জানেন।

আবূ ইয়ালা (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ যখন ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ “আমাকে দীনের কথা শিক্ষা দিন”, তখন কুরাইশদের এক নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধর্মের কথা শোনাচ্ছিলেন আর জিজ্ঞেস করছিলেন ঃ “বল দেখি, আমার কথা সত্য কি-না?” সে উত্তরে বলছিল ঃ ‘না, আপনি সত্য বলেননি। এই সময় عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ আয়াতটি নাযিল হয়। (তাবারী ২৪/২১৭) ইমাম তিরমিযী

(রহঃ) এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করার কথা উল্লেখ করেননি। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/২৫০)

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ অর্থাৎ ‘না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী।’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো এই সূরা অথবা ইলমে দীন প্রচারের ব্যাপারে মানুষের মাঝে ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে সমতা রক্ষার উপদেশ, যে, দীনের দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সবাই সমান। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, تَذْكِرَةَ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে। অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং সকল কাজ-কর্মে তাঁর ফরমানকেই অগ্রাধিকার দিবে। ক্রিয়া ذَكَرَ সর্বনাম দ্বারা অহীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সূরা, এই নাসীহাত তথা সমগ্র কুরআন সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য সহীফায় সংরক্ষিত রয়েছে, যা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যা অপবিত্রতা হতে মুক্ত এবং যা কমও করা হয়না কিংবা বেশীও করা হয়না।

سَفَرَةَ অর্থ মালাইকা/ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁদের পবিত্র হাতে কুরআন রয়েছে। এটা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদের (রহঃ) উক্তি। (তাবারী ২৪/২২১, দুররুল মানসুর ৮/৪১৮)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, এখানে سَفَرَةَ দ্বারা মালাইকাকেই বুঝানো হয়েছে যাঁরা আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে অহী ইত্যাদি নিয়ে আসেন। তাঁরা মানুষের মাঝে শান্তি রক্ষাকারী দূতদেরই মত। (ফাতহুল বারী ৮/৫৬১)

তাঁদের চেহারা সুন্দর, পবিত্র ও উত্তম এবং তাঁদের চরিত্র ও কাজকর্মও পূত-পবিত্র ও উত্তম। এখান হতে এটাও জানা যায় যে, যে কুরআনের বাণী বহন করে নিয়ে আসে তার আমল-আখলাকও নিশ্চয়ই ভাল।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও তাতে ব্যুৎপত্তি

লাভ করে সে মহান ও পূতঃ পবিত্র লিপিকার মালাইকার সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বহু কষ্টে কুরআন পাঠ করে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।” (আহমাদ ৬/৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৬০, মুসলিম ১/৫৪৯, আবূ দাঊদ ২/১৪৮, তিরমিযী ৮/২১৫, নাসাঈ ৬/৫০৬, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৪২)

١٧. قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ	**(১৭) মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!**
١٨. مِنۡ أَيِّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ	**(১৮) তিনি তাকে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন?**
١٩. مِن نُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ	**(১৯) শুক্র বিন্দু হতে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,**
٢٠. ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ	**(২০) অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন;**
٢١. ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ	**(২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কাবরস্থ করেন।**
٢٢. ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ	**(২২) এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।**
٢٣. كَلَّا لَمَّا يَقۡضِ مَآ أَمَرَهُۥ	**(২৩) তিনি তাকে যে আদেশ করেছেন, সে তো তা পালন করেনি।**
٢٤. فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ	**(২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।**
٢٥. أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا	**(২৫) আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি,**

(২৬) অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্ট রূপে বিদীর্ণ করি;	٢٦. ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا
(২৭) এবং ওতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;	٢٧. فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
(২৮) দ্রাক্ষা, শাক-সবজি,	٢٨. وَعِنَبًا وَقَضْبًا
(২৯) যায়তুন, খেজুর,	٢٩. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
(৩০) বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান,	٣٠. وَحَدَآئِقَ غُلْبًا
(৩১) ফল এবং গবাদির খাদ্য,	٣١. وَفَـٰكِهَةً وَأَبًّا
(৩২) এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলির ভোগের জন্য।	٣٢. مَّتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَـٰمِكُمْ

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অস্বীকারকারীদেরকে নিন্দা জ্ঞাপন

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে যারা বিশ্বাস করেনা এখানে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) قُتِلَ الْاِنْسَانُ - এর অর্থ করেছেন ঃ মানুষের উপর লা’নত বর্ষিত হোক। তারা কতই না অকৃতজ্ঞ! আবূ মালিক বলেন যে, সাধারণভাবে প্রায় সব মানুষই অবিশ্বাসকারী। তারা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে একটি বিষয়কে অসম্ভব মনে করে থাকে। নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির স্বল্পতা সত্ত্বেও ঝট্‌ করে আল্লাহ তা‘আলার বাণীকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে বসে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে তাকে কোন্‌ জিনিস উদ্বুদ্ধ করছে? তারপর মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ কেহ কি চিন্তা করে দেখেছে যে, আল্লাহ তাকে কি ঘৃণ্য জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? তিনি কি

তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেননা? শুক্র বিন্দু বা বীর্য দ্বারা তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ বয়স, জীবিকা, আমল এবং সৎ ও অসৎ হওয়া। তারপর তাদের জন্য মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন। আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখজনও এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (দুররুল মানসুর) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অনুরূপ অন্যত্র একটি আয়াত রয়েছে ঃ

هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ৩) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এ অর্থটিকেই সঠিকতর বলেছেন। (তাবারী ২৪/২২৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ** অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কাবরস্থ করেন। আবার যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এটাকেই **بَعْث** এবং **نُشُور** বলা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২০) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

আরও দর্শন কর অস্থিপুঞ্জের দিকে, ওকে কিরূপে আমি সংযুক্ত করি; অতঃপর ওকে মাংসাবৃত করি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৯) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কোমরের মেরুদণ্ডের অস্থি ছাড়া মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটিতে খেয়ে ফেলে। জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! ওটা কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ ওটা একটা সরিষার বীজের সমপরিমাণ জিনিস, ওটা থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৪, মুসলিম ৪/২২৭০)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ** অকৃতজ্ঞ এবং নি‘আমাত অস্বীকারকারী মানুষ বলে যে, তাদের জান-মালের মধ্যে আল্লাহর যেসব হক ছিল তা তারা আদায় করেছে। কিন্তু আসলে তারা তা আদায় করেনি। মূলতঃ তারা আল্লাহর ফারায়েয আদায় করা হতে বিমুখ রয়েছে। তাই তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ** তিনি তাদেরকে যা আদেশ করেছেন তা তারা এখনো পূরা করেনি।

আমার (ইব্‌ন কাসীর) মনে হয় আল্লাহ তা‘আলার এই উক্তির ভাবার্থ এই যে, পুনরায় তিনি যখনই ইচ্ছা করবেন তখনই পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেই সময় এখনো আসেনি। অর্থাৎ এখনই তিনি তা করবেননা, বরং নির্ধারিত সময় শেষ হলে এবং বানী আদমের ভাগ্যলিখন সমাপ্ত হলেই তিনি তা করবেন। তাদের ভাগ্যে এই পৃথিবীতে আগমন এবং এখানে ভালমন্দ কাজ করা ইত্যাদি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথমে তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন দ্বিতীয়বারও সেভাবেই সৃষ্টি করবেন।

মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে অহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উযায়ের (আঃ) বলেন ঃ আমার নিকট একজন ফেরেশ্‌তা এসে আমাকে বলেন যে, কাবরসমূহ যমীনের পেট এবং যমীন মাখলূকের মাতা। সমস্ত মাখলূক সৃষ্ট হবার পর কাবরে পৌঁছে যাবে। কাবরসমূহ পূর্ণ হবার পর পৃথিবীর সিলসিলা বা ধারা পূর্ণতা লাভ করবে। ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু রয়েছে সবই মৃত্যুবরণ করবে। যমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে যমীন সেগুলি উগলে ফেলবে। কাবরে যত মৃতদেহ রয়েছে সবাইকেই বাইরে বের করে দেয়া হবে। আমরা এই আয়াতের যে তাফসীর করেছি তা এই উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহান ও পবিত্র আল্লাহই সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

বীজ অঙ্কুরসহ অন্যান্য সবকিছু মৃত্যুর পর আবার জীবিত করার উদাহরণ

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِه** মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রমাণ এর মধ্যেও নিহিত রয়েছে। হে মানুষ! শুষ্ক অনাবাদী জমি থেকে আমি যেমন সবুজ-সতেজ গাছের জন্ম দিয়েছি, সেই জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করে তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করেছি, ঠিক তেমনি পচে গলে বিকৃত হয়ে যাওয়া হাড় থেকে আমি একদিন তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, আমি আকাশ থেকে ক্রমাগত বারি বর্ষণ করে ঐ পানি জমিতে পৌঁছেয়েছি। তারপর ঐ পানির স্পর্শ পেয়ে বীজ থেকে শস্য উৎপন্ন হয়েছে। কত রকমারী শস্য, কোথাও আঙ্গুর, কোথাও আবার তরি-তরকারী উৎপন্ন হয়েছে।

حَبّ সর্বপ্রকারের দানা বা বীজকে বলা হয় **عِنَب** - এর অর্থ হল আঙ্গুর। **قَضْب** বলা হয় সেই সবুজ চারাকে যেগুলো পশুরা খায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২২৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, **قَضْب** এর অর্থ হচ্ছে পশুর খাদ্য, ঘাস, বিচালী ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা যাইতুন পয়দা করেছেন যা তরকারী হিসাবে রুটির সাথে খাওয়া হয়। তাছাড়া ওকে জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা যায় এবং তা হতে তেলও পাওয়া যায়। তিনি সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের কাঁচা-পাকা, শুকনো এবং সিক্ত খেজুর তোমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাক। সেই খেজুর দিয়ে তোমরা শিরা এবং সিরকাও তৈরী করে থাক। তাছাড়া আল্লাহ বাগান সৃষ্টি করেছেন।

غُلْبًا খেজুরের বড় বড় ফলবান বৃক্ষকেও বলা হয়। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, **حَدَائِقَ غُلْبًا** এমন বাগানকে বলা হয় যা খুবই ঘন এবং ফলে ফলে সুশোভিত। (তাবারী ২৪/২২৮, ৪২১) ইব্‌ন

আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু উৎপন্ন হয় এবং সংগ্রহ করা যায়। (তাবারী ২৪/২২৭) আর আল্লাহ তা‘আলা মেওয়া সৃষ্টি করেছেন। اَبّ বলা হয় ঘাস-পাতা ইত্যাদিকে যা পশুরা খায়, কিন্তু মানুষ খায়না। মানুষের জন্য যেমন ফল, মেওয়া তেমনি পশুর জন্য ঘাস।

‘আতা (রহঃ) বলেন যে, জমিতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তাকে اَبّ বলা হয়। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, মেওয়া ছাড়া বাকী সবকিছুকে اَبّ বলা হয়।

আবূ ওবাইদা আল কাসিম ইব্ন সাল্লাম (রহঃ) ইবরাহীম আত তায়িমী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বাকর সিদ্দীককে (রাঃ) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ কোন আকাশ আমাকে তার নীচে ছায়া দিবে? কোন্ যমীন আমাকে তার পিঠে তুলবে, যদি আমি আল্লাহর কিতাবের যে বিষয় ভাল জানিনা তা জানি বলে উক্তি করি? (বাগাবী ৪/৪৪৯) অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাফসীর ইব্ন জারীরে উমার ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ রিওয়ায়াত আছে যে, তিনি মিম্বরের উপর সূরা আবাসা পাঠ করতে শুরু করেন এবং বলেন ঃ فَاكِهَة এর অর্থ তো আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু اَبّ -এর অর্থ কি? তারপর তিনি নিজেই বলেন ঃ “হে উমার! এ কষ্ট ছাড়!” এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, اَبّ যমীন থেকে উৎপাদিত জিনিসকে বলা হয়, কিন্তু তার আকার-আকৃতি জানা যায়না। এ বর্ণনাটির ক্রমধারা সহীহ। আনাস (রাঃ) হতে একাধিক ব্যক্তি ইহা বর্ণনা করেছেন। উমার (রাঃ) জানতে চেয়েছিলেন যে, ইহা দেখতে কেমন, ইহার আকৃতি কি ধরনের এবং ইহার গুণাগুণ কেমন। কোন পাঠক যখন এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন এমনিতেই তিনি জেনে যান যে, এটি একটি বৃক্ষ যা ভূমিতে উৎপন্ন হয়।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর ভোগের জন্য। কিয়ামাত পর্যন্ত এই সিলসিলা বা ক্রমধারা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং তোমরা তা থেকে লাভবান হতে থাকবে।

(৩৩) যখন ঐ ধ্বংস ধ্বনি এসে পড়বে;	٣٣. فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ
(৩৪) সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে,	٣٤. يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
(৩৫) এবং তার মাতা, তার পিতা,	٣٥. وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ
(৩৬) তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে,	٣٦. وَصَـٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ
(৩৭) সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থান যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে।	٣٧. لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
(৩৮) সেদিন বহু আনন দীপ্তিমান হবে;	٣٨. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ
(৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল।	٣٩. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ
(৪০) এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত,	٤٠. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
(৪১) সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।	٤١. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ
(৪২) তারাই কাফির ও পাপাচারী।	٤٢. أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ.

কিয়ামাত দিবস এবং মানুষের স্বজনদের থেকে পলায়নের চেষ্টা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, صَاخة কিয়ামাতের একটি নাম। (তাবারী ২৪/২২৯) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ সম্ভবতঃ ইহা হল ঐ সময়েরই নাম যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/২৩১) বাগাবী (রহঃ) বলেন, صَاخَّةُ এর অর্থ হল বিচার দিনের প্রচন্ড বজ্র নিনাদের শব্দ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেককে খালি পায়ে, নগ্ন দেহে এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। বর্ণনা শুনে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে কি আমরা একে অপরের নগ্ন দেহ দেখতে পাব এবং তাকাবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে অমুক মহিলা! সেদিন সবাই নিজেকে নিয়ে এত উদ্বিগ্ন থাকবে যে, অন্যদের প্রতি লক্ষ্য করার কোন খেয়ালই থাকবেনা।

‘সাখ্খাত’ নাম করণের কারণ এই যে, কিয়ামাতের শিংগার আওয়াজ ও শোরগোলে কানের পর্দা ফেটে যাবে। (তাবারী ২৪/৪৪৯) সেদিন মানুষ তার নিকটাত্মীয়দেরকে দেখবে কিন্তু তাদেরকে দেখে পালিয়ে যাবে। কেহ কারও কোন কাজে আসবেনা।

সহীহ হাদীসে শাফাআত প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ বড় বড় নাবীগণের কাছে জনগণ শাফাআতের জন্য আবেদন জানাবে, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই বলবেন ঃ ‘ইয়া নাফ্সী, ইয়া নাফ্সী!’ এমনকি ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) পর্যন্ত বলবেন ঃ আজ আল্লাহ তা‘আলার কাছে নিজের প্রাণ ছাড়া অন্য কারও জন্য আমি কিছুই বলবনা। এমনকি যাঁর গর্ভ থেকে আমি ভূমিষ্ট হয়েছি সেই মা জননী মারইয়ামের (আঃ) জন্যও কিছু বলবনা। (মুসলিম ১/১৮২) মোট কথা, বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে, ছেলে তার মা-বাবার কাছ থেকে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে এবং সন্তানদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত থাকবে। অন্যের প্রতি কেহ ভ্রূক্ষেপ করবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা খালি পায়ে, নগ্ন দেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর কাছে জমায়েত হবে। এ কথা শুনে তাঁর এক স্ত্রী বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে তো অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি চোখ পড়বে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন! ঐ মহা প্রলয়ের দিন সব মানুষ এত ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ কারও থাকবেনা। (হাকিম ২/২৫১, বুখারী ৬১৬২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সবাইকে খালি পায়ে, নগ্ন দেহে এবং খতনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত করা হবে। তখন এক মহিলা জানতে চাইলেন ঃ আমরা কি তখন একজনকে অন্যজনে নগ্ন দেহে দেখতে পাব? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হে অমুক মহিলা! ঐ দিনের অবস্থাতো এমন হবে যে, লোকেরা নিজেদের বিষয় নিয়ে এত উদ্বিগ্ন থাকবে যে, অন্যের দিকে তাকানোর কোন খেয়ালই থাকবেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী ৯/২৫১, হাসান সহীহ)

বিচার দিবসে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চেহারার বর্ণনা

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ.احِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ সেখানে লোকদের দু’টি দল হবে। এক দলের চেহারা আনন্দে চমকাতে থাকবে। তাদের মন নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত থাকবে। তাদের মুখমণ্ডল সুদর্শন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তারা হবে জান্নাতী দল। আর একটি দল হবে জাহান্নামীদের। তাদের চেহারা মসিলিপ্ত, কালিমাময় ও মলিন থাকবে। (দুররুল মানসুর ৮/৪২৪)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ওরাই হল অবিশ্বাসী কাফির সম্প্রদায়। ওদের হৃদয় ছিল অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন এবং আমল ছিল শাইতানী কাজ। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

এবং তারা জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৭)

সূরা আবাসা এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮১ ঃ তাকভীর, মাক্কী ٨١ – سورة التكوير ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২৯, রুকূ ১) (اَيَاتُها : ٢٩ ، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা তাকভীর সম্পর্কে আলোচনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেহ বিচার দিবসের পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখার ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন সূরা তাকভির, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক পাঠ করে। (আহমাদ ২/২৭) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (৯/২৫২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) সূর্য যখন নিস্প্রভ হবে,	١. إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ
(২) যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে,	٢. وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ
(৩) পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে,	٣. وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ
(৪) যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে,	٤. وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ
(৫) যখন বন্য পশুগুলি একত্রীকৃত হবে;	٥. وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ
(৬) এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উপপ্লাবিত ও উদ্বেলিত করা হবে;	٦. وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ
(৭) দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে,	٧. وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ

(৮) যখন জীবন্ত প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে	٨. وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ
(৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?	٩. بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ
(১০) যখন ‘আমলনামা উন্মোচিত হবে,	١٠. وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ
(১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে,	١١. وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ
(১২) জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে,	١٢. وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
(১৩) এবং জান্নাত যখন নিকটবর্তী করা হবে,	١٣. وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
(১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি নিয়ে এসেছে।	١٤. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ

বিচার দিবসের বর্ণনা

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ এ আয়াতের তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অর্থাৎ সূর্য আলোহীন হবে। (তাবারী ২৪/২৩৭) আউফী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ অর্থাৎ সূর্যের আলো চলে যাবে। (তাবারী ২৪/২৩৮)

সহীহ বুখারীতে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে জড়িয়ে নেয়া হবে। শুধু ইমাম বুখারী একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৩)

নক্ষত্র খসে পড়ার বর্ণনা

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ *‘কুয়িরাত’* এর অর্থ হচ্ছে ডুবে যাওয়া। (তাবারী) আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন, *‘কুয়িরাত’* শব্দের অর্থ হচ্ছে গভীরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। তাকভিরের অর্থ হচ্ছে এক অংশের সাথে অন্য অংশ

জড়িত করা। অর্থাৎ ভাজ করা বা মুড়িয়ে একত্রিত করা। যেমন মাথার পাগড়ী বা কাপড় ভাজ করা। অতএব আল্লাহ বর্ণিত *‘কুয়িরাত’* শব্দের অর্থ হচ্ছে এক অংশের সাথে অন্য অংশ জড়িয়ে ফেলা বা মুড়ানো। অতঃপর ওকে ছুড়ে ফেলে দেয়া। যখন এটি করা হবে তখন আলো বিলীন হয়ে যাবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ

যখন নক্ষত্রমন্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। (সূরা ইনফিতার, ৮২ ঃ ২)

উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে। জনগণ বাজারে থাকবে এমতাবস্থায় হঠাৎ সূর্যের আলো হারিয়ে যাবে। তারপর নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়তে থাকবে। এরপর অকস্মাৎ পর্বতরাজি মাটিতে ঢলে পড়বে এবং যমীন ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করবে। মানব, দানব ও বন্য জন্তুসমূহ সবাই পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে। শাইতানের ভয়ে মানুষ এবং মানুষের ভয়ে শাইতান পালাতে থাকবে। গৃহপালিত ও বন্য পশু-পাখি সব জড় হয়ে, যে মানুষকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেত, তাদের কাছেই তারা নিরাপত্তার জন্য ছুটে আসবে। মানুষ এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে যে, তারা তাদের প্রিয় ও মূল্যবান গর্ভবতী উষ্ট্রীর খবর পর্যন্তও নিবেনা। জিনেরা বলবে ঃ আমরা যাই, খবর নিয়ে আসি, দেখি কি হচ্ছে? কিন্তু তারা দেখবে যে, সমুদ্রেও আগুন লেগে গেছে। ঐ অবস্থায়ই যমীন ফেটে যাবে এবং আকাশ ফাটতে শুরু করবে। সপ্ত যমীন ও সপ্ত আকাশের একই অবস্থা হবে। এমন অবস্থায় এক দিক থেকে গরম বাতাস প্রবাহিত হবে, যে বাতাসে সব প্রাণী মারা যাবে। (তাবারী ২৪/২৩৭)

পাহাড়, পশু-পাখি ও বন্য প্রাণীর ভয়াবহ অবস্থা

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ এর অর্থ হচ্ছে, যখন উহারা চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকে যাবে। পাহাড় নিজ জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়ে নাম নিশানাহীন হয়ে পড়বে। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ সমতল প্রান্তরে পরিণত হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ উট-উষ্ট্রীসমূহের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখবেনা।

(তাবারী ২৪/২৪০) উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ অযত্নে, অনাদরে ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/২৪০) রাবী ইব্ন খুছাইয়িম (রহঃ) বলেন ঃ কেহ ওগুলোর দুধও দোহন করবেনা এবং ওগুলোকে সাওয়ারী হিসাবেও ব্যবহার করবেনা। (তাবারী ২৪/২৪০) যাহহাক (রহঃ) বলেন, তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া হবে যে, তাদের দিকে এক নজর তাকিয়েও দেখবেনা। তাবারী ২৪/২৪০)

عِشَار শব্দটি عُشَرَاء শব্দের বহুবচন। উষ্ট্রীর মধ্যে ইহা হল সর্বোচ্চ মূল্যের উষ্ট্রী, বিশেষ করে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্টীকে عُشَرَاء বলা হয়। উদ্বেগ, ভয়-ভীতি, ত্রাস এবং হতবুদ্ধিতা এত বেশী হবে যে, অতি উত্তম ধন- সম্পদের প্রতিও কেহ ভ্রূক্ষেপ করবেনা। কিয়ামাতের সেই ভয়াবহতা হৃদয়কে প্রকম্পিত করে দিবে। মানুষ এতদূর ভীত-বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিচলিত হয়ে পড়বে যে, কিয়ামাতের এই দিনে এ অবস্থায় কারও কিছু করার কিংবা বলার মত অবস্থা থাকবেনা, যদিও তারা সবই প্রত্যক্ষ করবে।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ এবং যখন বন্য পশু একত্রিত করা হবে।’ যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا
فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৩৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সব কিছুর হাশর তাঁরই নিকটে হবে, এমনকি মাছিরও। (কুরতুবী ১৯/২২৯) আল্লাহ তা‘আলা সবারই সুবিচারপূর্ণ ফাইসালা করবেন। কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً

অর্থাৎ *এবং সমবেত বিহংগকূলকেও* (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১৯) এই আয়াতের প্রকৃত অর্থও হল এই যে, বন্য জন্তুগুলোকে সমবেত বা একত্রিত করা হবে।

সমুদ্রে অগ্নিবান

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আলী (রাঃ) এক ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ জাহান্নাম কোথায়? ইয়াহুদী উত্তরে বলে ঃ “সমুদ্রে।” আলী (রাঃ) তখন বলেন ঃ “আমার মনে হয় এ কথা সত্য।” কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

وَٱلۡبَحۡرِ ٱلۡمَسۡجُورِ

‘*শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের।* (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৬) আরও রয়েছে ঃ

وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ

‘*সমুদ্র যখন আগুনে রূপান্তরিত হবে।* (তাবারী ২৪/২৪২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা উত্তপ্ত বাতাস প্রেরণ করবেন। ঐ বাতাস সমুদ্রের পানি তোলপাড় করে ফেলবে। তারপর তা এক শিখাময় আগুনে পরিণত হবে।

سُجِّرَتْ এর অর্থ ‘শুকিয়ে দেয়া হবে’ এটাও করা হয়েছে। অর্থাৎ এক বিন্দুও পানি থাকবেনা। আবার ‘প্রবাহিত করে দেয়া হবে এবং এদিক-ওদিক প্রবাহিত হয়ে যাবে’ এ অর্থও কেহ কেহ করেছেন।

রূহসমূহের একত্রে মিলিত হওয়া

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ প্রত্যেক প্রকারের লোককে (তাদের সহচরসহ) মিলিত করা হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ

‘*(মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত।* (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২)

ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) নুমান ইব্‌ন বাশির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির হাশর হবে তাদের সাথে যারা তার মতই আমল করে। আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে ঃ

وَكُنتُمۡ أَزۡوَٰجًا ثَلَٰثَةً. فَأَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ. وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ. وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ.

এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে। ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। এবং বাম দিকের দল! কত হতভাগা বাম দিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ৭-১০) (তাবারী ২৪/২৪৬)

কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করা হবে

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ

এটা জামহুরের কিরআত। জাহিলিয়াতের যুগে জনগণ কন্যা সন্তানদেরকে অপছন্দ করত এবং তাদেরকে জীবন্ত কাবর দিত। অতএব বিচার দিবসে ঐ সমস্ত শিশু-কন্যাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তারা কি পাপ করেছিল যে জন্য তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। এটি তাদের হত্যাকারীদের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন হুশিয়ারী। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ এর অর্থ হচ্ছে ‘ঐ শিশু কন্যা প্রশ্ন করবে’। যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, ঐ কন্যার প্রশ্ন করার অর্থ হচ্ছে তাকে হত্যা করার জন্য রক্তপণ আদায় করার দাবী জানাবে। (তাবারী ২৪/২৪৬) সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর এটাও জানার বিষয় যে, অত্যাচারীতকে প্রশ্ন করা হলে অত্যাচারী স্বভাবতঃই অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হবে।

مَوْؤُودَةُ সর্ম্পকে অনেক হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উকাশার ভগ্নী জুযামাহ্ বিনতু অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেন ঃ আমি গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে জনগণকে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে, রোমক ও পারসিকরা গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে থাকে এবং তাতে তাদের সন্তানদেরকে বুকের দুধ পান করালেও সন্তানের কোন ক্ষতি হয়না। তখন জনগণ সহবাসের সময় বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটা গোপনীয়ভাবে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করারই নামান্তর। আর وَاذَا الْمَوْ ءدَةُ سُئلَتْ এর মধ্যে এরই বর্ণনা রয়েছে। (আহমাদ ৬/৪৩৪, মুসলিম ২/১০৬৬, ১০৬৭; ইব্ন মাজাহ ১/৬৪৮, আবূ দাঊদ ৩/২১১, তিরমিযী ৬/২৪৯ এবং নাসাঈ ৬/১০৬)

কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কাবর দেয়ার কাফফারা

আবদুর রাযযাক (রহঃ) তার গ্রন্থে ইসরাঈল (রহঃ) হতে, তিনি সিমাক ইব্ন হারব (রহঃ) হতে, তিনি নুমান ইব্ন বাশির (রাঃ) হতে, তিনি উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئلَتْ আয়াতের বিষয়ে বলেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কায়েস ইব্ন আসিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জাহিলিয়াতের যুগে আমি আমার কয়েকটি কন্যা সন্তানকে জীবিত প্রোথিত করেছি (এখন কি করব)?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও।” তখন কায়েস (রাঃ) বললেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো উটের মালিক (গোলামের মালিক তো আমি নই?)।” তিনি বললেন ঃ “তাহলে তুমি প্রত্যেকের বিনিময়ে একটি করে উট আল্লাহর নামে কুরবানী করে দাও।” (আবদুর রায্যাক ৩/৩৫১)

আমলনামা পেশ করা হবে

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ‘যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে।’ অর্থাৎ আমলনামা বন্টন করা হবে। যাহহাক বলেন ঃ কারও ডান হাতে দেয়া হবে এবং কারও বাম হাতে দেয়া হবে। কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যা লিখাচ্ছো সেটা কিয়ামাতের দিন একত্রিতাবস্থায় তোমাকে প্রদান করা হবে। সুতরাং মানুষ কি লিখাচ্ছে এটা তার চিন্তা করে দেখা উচিত। (তাবারী ২৪/২৪৯)

আকাশকে সরিয়ে দিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামকে কাছে নিয়ে আসা হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ আসমানকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নেয়া হবে। (তাবারী ২৪/২৪৯) সুদ্দী বলেন ঃ তারপর গুটিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হবে। জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হবে। আল্লাহর গযবে ও বানী আদমের পাপে জাহান্নামের আগুন তেজদীপ্ত হয়ে যাবে। যাহহাক (রহঃ) আবূ মালিক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন খুশাইন (রহঃ) বলেন যে, যারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে তাদের কাছে ইহা নিয়ে আসা হবে।

বিচার দিবসে সবাই জানতে পারবে কে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে

এসব কিছু হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে কি আমল করেছে তা জেনে নিবে। সব আমল তার সামনে বিদ্যমান থাকবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ
تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকাজ হতে যা করেছে ও দুস্কর্ম হতে যা করেছে তা দেখতে পাবে; তখন সে ইচ্ছা করবে - যদি তার মধ্যে এবং ঐ দুস্কর্মের

মধ্যে সুদূর ব্যবধান হত! (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩০) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন ঃ

يُنَبَّؤُاْ ٱلۡإِنسَٰنُ يَوۡمَئِذِۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩)

(১৫) কিন্তু না, আমি প্রত্যাবর্তনকারী তারকাপুঞ্জের শপথ করছি!	١٥. فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ
(১৬) যা গতিশীল ও স্থিতিবান;	١٦. ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ
(১৭) শপথ নিশার যখন ওর আবির্ভাব হয়,	١٧. وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ
(১৮) আর উষার যখন ওর আবির্ভাব হয়,	١٨. وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ
(১৯) নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী।	١٩. إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ
(২০) যে সামর্থশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন,	٢٠. ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ
(২১) যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন।	٢١. مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ
(২২) এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নয়,	٢٢. وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجۡنُونٖ
(২৩) সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে।	٢٣. وَلَقَدۡ رَءَاهُ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡمُبِينِ

(২৪) সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়।	٢٤. وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ
(২৫) এবং এটা অভিশপ্ত শাইতানের বাক্য নয়।	٢٥. وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٖ
(২৬) সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ?	٢٦. فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ
(২৭) এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ -	٢٧. إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ
(২৮) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য।	٢٨. لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ
(২৯) তোমরা ইচ্ছা করবেনা, যদি জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।	٢٩. وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ.

‘খুন্নাস’ ও ‘কুন্নাস’ এর অর্থ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার তাফসীরে আমর ইব্ন হুরাইশ (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ ‘আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে ফাজরের সালাত আদায় করেছি এবং তাঁকে ঐ সালাতে فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ – وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ – وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ এই আয়াতগুলি পাঠ করতে শুনেছি।’ (মুসলিম ১/৩৩৬, নাসাঈ ৬/৫০৭)

এখানে নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে যেগুলি দিনের বেলায় পিছনে সরে যায় অর্থাৎ লুকিয়ে যায় এবং রাতের বেলায় আত্মপ্রকাশ করে।

وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَس এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ ঘন অন্ধকার। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, যখন ইহা শুরু হয়। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, যখন মানুষকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে। (তাবারী ২৪/২৫৬) আতিয়্যািও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২৫৬) আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, إِذَا عَسْعَس এর অর্থ হল যখন ইহা অতিক্রান্ত হয়। (তাবারী ২৪/২৫৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২৫৬) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার পুত্র আবদুর রাহমানও (রহঃ) অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। (তাবারী ২৪/২৫৬)

আমার মতে اِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ হবে ঃ যখন ওর আবির্ভাব হয়। যদিও اِدْبَار পিছনে সরে যাওয়া অর্থেও এটাকে ব্যবহার করা শুদ্ধ। কিন্তু এখানে এ শব্দকে اِقْبَال এর অর্থে ব্যবহার করাই হবে বেশী যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা যেন রাত্রি এবং ওর অন্ধকারের শপথ করেছেন যখন ওটা এগিয়ে আসে বা যখন ওটা আবির্ভূত হয়। আর তিনি শপথ করেছেন ঊষার এবং ওর আলোকের যখন ওটা আবির্ভূত হয় বা যখন ওর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন ঃ

وَٱلضُّحَىٰ. وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ.

শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে ফেলে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১-২) আর এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنًا

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে করেছেন বিশ্রামকাল। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৬) এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। সবগুলিরই ভাবার্থ একই। তবে হ্যাঁ, এ শব্দের একটা অর্থ পশ্চাদপসরণও রয়েছে। উসূলের পণ্ডিতগণ বলেন যে, এ শব্দটি সামনে অগ্রসর হওয়া এবং পিছনে সরে আসা এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এরই প্রেক্ষিতে উভয় অর্থই যথার্থ হতে পারে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ সকালের শপথ যখন ওর আবির্ভাব হয়। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ যখন সকাল প্রকাশিত হয়। (তাবারী ২৪/২৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যখন সকাল আলোকিত হয় এবং এগিয়ে আসে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ দিনের আলো, যখন তা এগিয়ে আসে এবং প্রকাশিত হয়।

জিবরাঈল (আঃ) কুরআনের বাণীসহ অবতরণ করতেন

এই শপথের পর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ এই কুরআন এক বুযুর্গ, অভিজাত, পবিত্র ও সুদর্শন মালাক/ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে প্রেরিত। এই মালাক সামর্থশালী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আশ শা’বী (রহঃ) মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এরূপ বলেছেন। (কুরতুবী ১৯/২৪০, দুররুল মানসুর ৮/৪৩৩) যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ. ذُو مِرَّةٍ

তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন। (জিবরাঈল আঃ)। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৫-৬)

ঐ মালাক আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। বহু সংখ্যক মালাইকা তাঁর অনুগত রয়েছেন। আকাশে তাঁর নেতৃত্ব রয়েছে। তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর কথা মান্য করার জন্য বহু সংখ্যক মালাইকা রয়েছেন। আল্লাহর বাণী তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বড়ই বিশ্বাস ভাজন। মানুষের মধ্যে যিনি রাসূল হিসাবে মনোনীত হয়েছেন তিনিও পূত পবিত্র। এ কারণেই এরপর বলা হয়েছে ঃ তোমাদের সাথী (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উন্মাদ বা পাগল নন। শা'বি (রহঃ), মাইমুন ইব্‌ন মিহরান (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, এখানে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। (তাবারী ২৪/২৫৯, দুররুল মানসুর ৮/৪৩৪) এটা বাতহার (মাক্কার এক উপত্যকার) ঘটনা। ওটাই ছিল জিবরাঈলকে (আঃ) আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম দর্শন। নিম্নের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা তারই বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ. ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ. وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ

তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন; সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৫-১০) এ আয়াতগুলির তাফসীর সূরা নাজমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই সূরা মি'রাজের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এখানে জিবরাঈলকে (আঃ) শুধু প্রথমবার দেখার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার দেখার কথা নিম্নের আয়াতগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ. عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ. إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ

নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ১৩-১৬) এখানে দ্বিতীয়বার দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন **وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ** নিশ্চয়ই সে তাকে দিগন্তে দেখেছে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছেন, যিনি আল্লাহর কাছ থেকে বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ জিবরাঈলকে (আঃ) যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সেই আকৃতিতেই দেখতে পেয়েছেন এবং তার ছয় শতটি ডানা রয়েছে। এই আয়াতগুলি শুধুই সূরা নাজ্‌ম -এ'ই উল্লেখ করা হয়েছে যা 'সূরা ইসরা' এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) কোন বানোয়াট কথা বলেননি

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন সেই বিষয়ে অতিরঞ্জিত করে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা কোন কিছু বর্ণনা করেননা। কেহ কেহ 'দানীন' শব্দটিকে 'দা'দ' 'হিসাবে তিলাওয়াত করেন যার অর্থ হচ্ছে তিনি কষ্টদায়ক ব্যক্তি নন, বরং তিনি সবাইকে সঠিক খবর পৌছে দেন। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, 'জানীন' এবং 'দানীন' শব্দ দু'টির একই অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ তিনি মিথ্যাবাদী নন, আর না দুষ্ট প্রকৃতির অথবা পাপী। (তাবারী ২৪/২৬১)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, কুরআন ছিল সবার দৃষ্টির অগোচরে, যা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হয় এবং তিনি এর কোন কিছুই মানুষের কাছে গোপন রাখেননি, বরং তিনি ইহা মানুষের কাছে প্রচার করেছেন এবং যারা এ বিষয়ে জানতে চেয়েছে তাদেরকে উত্তমভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/২৬১) ইকরিমাহ

(রহঃ) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ‘দানীন’ তিলাওয়াত করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/২৬০, ২৬১; দুররুল মানসুর ৮/৪৩৫)

কুরআন শাইতানের কোন বাণী নয়, বরং বিশ্ববাসীর প্রতি বার্তা

এই কুরআন অভিশপ্ত শাইতানের বাণী নয়। শাইতান এটা ধারণ করতে পারেনা। এটা তার দাবী বা চাহিদার বস্তুও নয় এবং সে এর যোগ্যও নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ. وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيعُونَ. إِنَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّمۡعِ لَمَعۡزُولُونَ

শাইতানরা ইহাসহ (কুরআন) অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা। তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২১০-২১২) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ** সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ? অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা, বাস্তবতা ও অলৌকিকতা প্রকাশিত হওয়ার পরও তোমরা এটাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করছ কেন? তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কোথায় গেল?

আবূ বাকর সিদ্দিকীর (রাঃ) কাছে বানু হানীফা গোত্রের লোকেরা মুসলিম হয়ে হাযির হলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ “যে মুসাইলামা নাবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছে এবং যাকে তোমরা আজ পর্যন্ত মানতে রয়েছ, তার মনগড়া কথাগুলো শুনাও তো?” তারা তা শুনালে দেখা গেল যে, তা অত্যন্ত বাজে শব্দে ফালতু বকবকানি ছাড়া কিছুই নয়। আবূ বাকর (রাঃ) তখন তাদেরকে বললেন ঃ “তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে? বাজে বকবকানিকে তোমরা আল্লাহর বাণী বলে মান্য করছ? এ ধরনের অর্থহীন ও লালিত্যহীন কথন কি আল্লাহর বাণী হতে পারে? এটা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর কিতাব থেকে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে কোথায় পলায়ন করছ?

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ** এটা তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ এবং নাসীহাত স্বরূপ। হিদায়াত প্রত্যাশী প্রত্যেক মানুষের উচিত এই কুরআনের উপর আমল করা। এই কুরআন সঠিক পথ-প্রদর্শক এবং মুক্তির সনদ। এই বাণী ছাড়া অন্য কোন বাণীতে মুক্তি বা পথনির্দেশ নেই। তোমরা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারনা এবং যাকে ইচ্ছা গুমরাহ্ বা পথভ্রষ্টও করতে পারনা। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি সারা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছাই সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে।

সুলাইমান ইব্‌ন মূসা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, **لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ** এই আয়াত শুনে আবূ জাহল বলে ঃ তাহলে তো হিদায়াত ও গুমরাহী আমাদের আয়ত্ত্বাধীন ব্যাপার, আমরা চাইলে সরল-সোজা পথে চলব এবং না চাইলে সরল পথে চলবনা! তার এ কথার জবাবে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ.

তোমরা ইচ্ছা করবেনা, যদি জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। (তাবারী ২৪/২৬৪)

সূরা তাকভীর -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮২ ঃ ইনফিতার, মাক্কী ٨٢ – سورة الانفطار، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৯, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা ইনফিতার এর বৈশিষ্ট্য

জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুআ'য (রাঃ) ইশার সালাতে ইমামতি করেন এবং তাতে তিনি লম্বা কিরআত করেন। (তখন তাঁর বিরুদ্ধে এটার অভিযোগ করা হলে) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ "হে মুআ'য (রাঃ)! তুমি তো বড়ই ক্ষতিকর কাজ করেছ। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى – وَالضُّحَى এবং اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ এই সূরাগুলি পাঠ করছনা কেন? (নাসাঈ ৬/৫০৮) এই হাদীসের মূল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৩২, মুসলিম ১/৩৩৯) তবে হ্যাঁ, اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ এর বর্ণনা শুধু সুনান নাসাঈতে রয়েছে। আর ঐ হাদীসটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যাতে রয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি কামনা করে যে, কিয়ামাতকে সে যেন স্বচক্ষে দেখছে, সে যেন اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ, اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এবং اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ এই সূরাগুলি পাঠ করে।" (তিরমিযী ৯/২৫২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে,	١. إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ
(২) যখন নক্ষত্রমন্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,	٢. وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ
(৩) যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হবে,	٣. وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ

(৪) এবং যখন কাবরসমূহ সমুত্থিত হবে;	٤. وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
(৫) যখন প্রত্যেকে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে পরিত্যাগ করেছে তা পরিজ্ঞাত হবে।	٥. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
(৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রাব্ব (আল্লাহ) হতে প্রতারিত করল?	٦. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ
(৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন,	٧. ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ
(৮) যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন।	٨. فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ
(৯) না, কখনই না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করে থাক;	٩. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ
(১০) অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ;	١٠. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـٰفِظِينَ
(১১) সম্মানিত লেখকবর্গ;	١١. كِرَامًا كَـٰتِبِينَ
(১২) তারা অবগত হয় যা তোমরা কর।	١٢. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

বিচার দিবসে কি ঘটবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ

ওর সাথে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ১৮)

'আর নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।' লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির সমুদ্র পরস্পর একাকার হয়ে যাবে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ সমুদ্রের এক অংশ অপর অংশের উপর বিস্ফোরিত হবে। (তাবারী ২৪/২৬৭) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমুদ্রের এক অংশকে অপর অংশের উপর বিস্ফোরিত করবেন এবং উহার সমস্ত পানি শুকিয়ে যাবে। (তাবারী ২৪/২৬৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ উহার মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। (তাবারী ২৪/২১৭) بُعْثِرَتْ এর ব্যাখ্যায় সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ কাবরসমূহ ফেটে যাবে এবং ওতে শায়িত লোকেরাও উত্থিত হবে। তারপর সব মানুষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব আমল সম্পর্কে অবহিত হবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন ঃ হে মানুষ! কিসে তোমাদেরকে রাব্ব হতে প্রতারিত করল?' আল্লাহ তা'আলা যে, এ কথার জবাব চান বা শিক্ষা দিচ্ছেন তা নয়। কেহ কেহ এ কথাও বলেন যে, বরং আল্লাহ তা'আলা জবাব দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ তাদেরকে গাফিল করে ফেলেছে' এ অর্থ বর্ণনা করা ভুল। সঠিক অর্থ হল ঃ হে আদম সন্তান! নিজেদের সম্মানিত রবের প্রতি তোমরা এতটা উদাসীন হয়ে পড়লে কেন? কোন্ জিনিস তোমাদেরকে তাঁর অবাধ্যতায় উদ্বুদ্ধ করেছে? কেনই বা তোমরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছ? এটা তো মোটেই সমীচীন হয়নি। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ হে আদম-সন্তান! কোন জিনিস তোমাকে আমার সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে? হে আদম সন্তান! তুমি আমার রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছ? (তুহফাতুল আশরাফ ৭/৭০)

কালবী (রহঃ) এবং মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আসওয়াদ ইব্ন শুরায়েকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এই দুর্বৃত্ত নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আঘাত করেছিল। তৎক্ষণাৎ তার উপর আল্লাহর আযাব না আসায় সে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। (বাগাবী ৪/৪৫৫, মুরসাল)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তৎপর সুবিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ কিসে তোমাকে তোমার মহান রাব্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করেছে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং মধ্যম ধরনের আকার-আকৃতি প্রদান করেছেন ও সুন্দর চেহারা দিয়ে সুদর্শন করেছেন?

বিশর ইব্ন জাহ্হাশ্ আল ফারাশী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং ওর উপর তাঁর একটি আঙ্গুল রেখে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এই রকম জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর ঠিকঠাক করেছি, এরপর সঠিক আকার-আকৃতি দিয়েছি। অতঃপর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে চলাফিরা করতে শিখিয়েছি। পরিশেষে তোমার ঠিকানা হবে মাটির গর্ভে। অথচ তুমি তো বড়ই বড়াই করছ, আমার পথে দান করা হতে বিরত থেকেছ। তারপর যখন কণ্ঠনালীতে নিঃশ্বাস এসে পৌঁছেছে তখন বলেছ ঃ এখন আমি সাদাকাহ বা দান-খাইরাত করছি। কিন্তু এখন আর দান-খাইরাত করার সময় কোথায়? (আহমাদ ৪/২১০, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৩)

এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সেই আকৃতিতেই গঠন করেছেন। অর্থাৎ পিতা, মাতা, মামা, চাচার চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে গঠন করেছেন। (তাবারী ২৪/২৭০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তোমার উট আছে কি? লোকটি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ উটগুলো কি রঙ এর? লোকটি জবাব দিলেন ঃ লাল রংয়ের। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ উটগুলোর মধ্যে সাদা-কালো রঙ বিশিষ্ট কোন উট আছে কি? লোকটি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লাল রঙ বিশিষ্ট নর-মাদী উটের মধ্যে এই রংয়ের উট কিভাবে জন্ম নিল? লোকটি বললেন ঃ সম্ভবতঃ উর্ধ্বতন বংশধারায় কোন শিরা সে টেনে নিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে বললেন ঃ তোমার সন্তানের কালো রং হওয়ার পিছনেও এ ধরনের কোন কারণ থেকে থাকবে। (ফাতহুল বারী ৯/৩৫১, মুসলিম ২/১১৩৭)

আদম সন্তানদের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে সতর্কী করণ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ মহান ও অনুগ্রহশীল আল্লাহর অবাধ্যতায় তোমাদেরকে কিয়ামাতের প্রতি অবিশ্বাসই শুধু উদ্বুদ্ধ করেছে। কিয়ামাত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা তোমাদের মন কিছুতেই বিশ্বাস করছেনা। এ কারণেই তোমরা এ রকম বেপরোয়া মনোভাব ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছ। তোমাদের অবশ্যই এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে ঃ

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ; সম্মানিত লেখকবর্গ; তারা অবগত হয় যা তোমরা কর। (সূরা ইনফিতার, ৮২ ঃ ১০-১২) তাঁদের সম্পর্কে তোমাদের সচেতন হওয়া দরকার। তাঁরা তোমাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করছেন ও সংরক্ষণ করছেন। পাপ, অন্যায় বা মন্দ কাজ করার ব্যাপারে তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

١٣. إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ	**(১৩) সৎ আমলকারীগণ তো থাকবে পরম সুখ সম্পদে;**
١٤. وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ	**(১৪) এবং দুস্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে;**
١٥. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ	**(১৫) তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবিষ্ট হবে;**
١٦. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ	**(১৬) তারা ওটা হতে অন্তর্হিত হতে পারবেনা।**
١٧. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ	**(১৭) কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি জান?**
١٨. ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ	**(১৮) আবার বলি ঃ কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি অবগত আছ?**
١٩. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ.	**(১৯) সেদিন একের অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ থাকবেনা; এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।**

মু’মিন ও কাফিরদের কর্মফলের প্রতিদান

এখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঐ বান্দাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর অনুগত, বাধ্যগত এবং যারা পাপকাজ হতে দূরে থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তাদেরকে ‘আবরার’ বলা হয়েছে এই কারণে যে, তারা মাতা-পিতার অনুগত ছিল এবং সন্তানদের সাথে ভাল ব্যবহার করত।’

পাপাচারীরা থাকবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে। হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান লাভ করার দিন তথা কিয়ামাতের দিন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এক ঘন্টা বা মুহূর্তের জন্যও তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেয়া হবেনা। তারা মৃত্যু বরণও করবেনা এবং শান্তিও পাবেনা। ক্ষণিকের জন্যও তারা শাস্তি হতে দূরে থাকবেনা।

এরপর কিয়ামাতের বিভীষিকা প্রকাশের জন্য দুই দুইবার আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ** ঐ দিন কেমন তা তোমাদেরকে কোন জিনিস জানিয়েছে? তারপর তিনি নিজেই বলেন ঃ **يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا** কেহ কারও কোন উপকার করতে পারবেনা এবং শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেয়ার ক্ষমতা রাখবেনা। তবে হ্যাঁ, কারও জন্য সুপারিশের অনুমতি যদি স্বয়ং আল্লাহ কেহকে প্রদান করেন তাহলে সেটা আলাদা কথা।

অতঃপর আল্লাহ বলেন **يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا** তখন কেহ কারও উপকারে আসবেনা, যে যে অবস্থায় থাকবে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে কেহ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেনা, যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তার উপর খুশি হবেন এবং তার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়ার ইচ্ছা করবেন। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। তা হল এই যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘হে বানু হাশিম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর। (জেনে রেখ যে,) আমি (কিয়ামাতের দিন) তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার কোনই অধিকার রাখবনা। (মুসলিম ১/১৯২)

সূরা শুআ’রার তাফসীরের শেষাংশে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এরপর এখানে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, সেই দিন কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৬) আরো বলেন ঃ **مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ** অর্থাৎ ‘যিনি কর্মফল দিবসের মালিক।’ আর এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৬) এ অর্থ নিম্ন আয়াতেও প্রকাশ পাচ্ছে ঃ

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

যিনি বিচার দিনের মালিক। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৪)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এসব আয়াতের আসল বক্তব্য হল এই যে, সেই দিন মালিকানা ও সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র কাহহার ও রাহমানুর রাহীম আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। অবশ্য এখনো তিনিই সর্বময় ক্ষমতা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী বটে, কিন্তু সেই দিন বাহ্যিকভাবেও অন্য কেহই কোন হুকুমাত ও কর্তৃত্বের চেষ্টাও করবেনা। বরং সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।

সূরা ইনফিতার এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৩ ঃ মুতাফফিফীন, মাক্কী ٨٣ – سورة المطففين، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩৬, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ٣٦، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়,	١. وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ
(২) যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে।	٢. ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ
(৩) এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়।	٣. وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ
(৪) তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে,	٤. أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ
(৫) সেই মহান দিবসে;	٥. لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ
(৬) যে দিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে জগতসমূহের রবের সম্মুখে!	٦. يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

মাপে ও ওযনে কম দেয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ

সুনান নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহয় বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় মাদীনায় আগমন করেন সে সময় মাদীনাবাসীরা মাপে দেয়া/নেয়ার ব্যাপারে খুবই নিকৃষ্ট ধরনের আচরণ করত। এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হলে তারা মাপ ও ওযন ঠিক করে নেয়। (নাসাঈ ৬/৫০৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/৭৪৮)

تَطْفِيْف এর অর্থ হল মাপে অথবা ওযনে কম দেয়া। অর্থাৎ অন্যদের নিকট হতে নেয়ার সময় বেশী নেয়া, আর অন্যদেরকে দেয়ার সময় কম দেয়া। এ জন্যই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। তারা নিজেদের প্রাপ্য নেয়ার সময় পুরাপুরি নেয়, এমনকি বেশীও নেয়। অথচ অন্যদের প্রাপ্য দেয়ার সময় কম করে দেয়।

মাপ ও ওযনকে ঠিক করার হুকুম কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতগুলিতেও রয়েছে ঃ

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا

মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩৫) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا

আর আদান-প্রদান, পরিমান-ওযন সঠিকভাবে করবে, আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব/কর্তব্য) অর্পণ করিনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫২) তিনি আরো বলেন ঃ

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ

ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং মিযানে কম করনা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৯)

ওযনে কম দানকারীকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন

শুআইবের (আঃ) কাওমকে আল্লাহ তা'আলা এই মাপের কারণেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। এখানেও আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করছেন যে, জনগণের প্রাপ্য যারা নষ্ট করছে তারা কি কিয়ামাতের দিনকে ভয় করেনা, যেদিন সেই মহান সত্ত্বার সামনে তাদের দাঁড়াতে হবে, যে সত্ত্বার কাছে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কিছুই গোপন নেই? সেই দিন খুবই বিভীষিকাময়, আশংকাপূর্ণ, ভয়াবহ এবং উদ্বেগজনক দিন হবে। সেই দিন এসব ক্ষতিসাধনকারী লোক জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলা গণগণে আগুনে প্রবেশ করবে। সেই দিন সমস্ত মানুষ নগ্ন পায়ে, নগ্ন দেহে খাৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তারা যেখানে দাঁড়াবে সে জায়গা হবে সংকীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, নানা বিপদ-বিভীষিকাময় আপদে পরিপূর্ণ। সেখানে এমন সব বালা-মুসীবাত নাযিল হবে যে, মন অতিশয় বিচলিত ও ভয়কাতর হয়ে পড়বে। হুঁশ-জ্ঞান সব লোপ পেয়ে যাবে।

ইমাম মালিক (রহঃ) না'ফি (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যেদিন সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের রবের নিকট দাঁড়াবে সেই দিন তাদের কেহ কেহ তার ঘামে তার কর্ণদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি মালিক (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আউন (রহঃ) মারফত নাফী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) দু'টি ভিন্ন ধারা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ((ফাতহুল বারী ৮/৫৬৫, মুসলিম ৪/২১৯৫, ২১৯৬)

মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ কিন্দী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সূর্য বান্দাদের এত নিকটে থাকবে যে, ওর দূরত্ব হবে এক মাইল বা দুই মাইল। ঐ সময় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ হবে। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। কারও পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত ঘাম পৌঁছবে, আবার কারও

কারও ঘাম তার লাগামের মত হয়ে যাবে (অর্থাৎ ঘাম তার নাক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে)।

আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সূর্য এত নিকটে আসবে যে, ওটা মাত্র এক অথবা দুই মাইল উপরে থাকবে। ওর তাপ এত তীব্র ও প্রচণ্ড হবে যে, ওর তাপে মানুষের ঘাম তাদের পাপ অনুপাতে ঢেকে ফেলবে। ঘাম কারও পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে, কারও পৌঁছবে হাটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত। আবার কারও ঘাম তার ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (আহমাদ ৬/৩, মুসলিম ২৮৬৪,তিরমিযী ৭/৮৯)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষ আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেহ কোন কথা বলবেনা। সৎ আমলকারী এবং পাপী সবাইকে ঘামের লাগাম ঘিরে রাখবে। (তাবারী ২৪/২৮১) ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, তারা একশ' বছর দাঁড়িয়ে থাকবে। (তাবারী ২৪/২৮০)

সুনান আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং ইব্ন মাজাহয় আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত শুরু করতেন তখন দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ এবং দশবার আসতাগফিরুল্লাহ বলতেন। তারপর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ.

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রিয্ক দিন এবং আমাকে নিরাপদে রাখুন। অতঃপর তিনি কিয়ামাত দিবসে দাঁড়ানোর জায়গার সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (হাদীস নং ১/৪৮৬, ৩/২৯৯ ও ১৪৩১)

(৭) না, না, কখনই না; পাপাচারীদের 'আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকে;	٧. كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ

(৮) সিজ্জীন কি তা কি তুমি জান?	٨. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ
(৯) ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক।	٩. كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ
(১০) সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের	١٠. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
(১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,	١١. ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ
(১২) আর সীমা লংঘনকারী মহাপাপী ব্যতীত কেহই ওকে মিথ্যা বলতে পারেনা।	١٢. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
(১৩) তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে ঃ এটা তো পূরাকালীন কাহিনী।	١٣. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
(১৪) না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচা রূপে জমে গেছে।	١٤. كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
(১৫) না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের সাক্ষাত হতে অন্ত রীণ থাকবে;	١٥. كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

(১৬) অনন্তর নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে;	١٦. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ
(১৭) অতঃপর বলা হবে ঃ এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে।	١٧. ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

পাপাচারীদের আমল এবং তাদের পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, পাপাচারী ও মন্দ লোকদের ঠিকানা হল সিজ্জীন। এ শব্দটি فِعِّيل - এর অনুরূপ ওযনে سِجْن থেকে নেয়া হয়েছে। سِجْن শব্দের আভিধানিক অর্থ হল সংকীর্ণতা।

বর্ণিত আছে যে, এই জায়গাটি সাত যমীনের তলদেশে অবস্থিত। বারা ইব্‌ন আযিবের (রাঃ) সুদীর্ঘ হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের রূহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা (মালাইকা/ফেরেশতাগণকে) বলে থাকেন ঃ তোমরা তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে নাও। আর এই সিজ্জীন সাত যমীনের নীচে অবস্থিত। (তাবারানী ২৩৮, হাকিম ১/৩৭) বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন হল সপ্তম যমীনের নীচে। সপ্তম যমীনের মধ্যবর্তী কেন্দ্র সবচেয়ে সংকীর্ণ। কেননা কাফিরদের প্রত্যাবর্তনের জায়গা সেই জাহান্নাম সবচেয়ে নীচে অবস্থিত। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ثُمَّ رَدَدْنَـٰهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ (٦) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু'মিন এবং সৎকর্ম পরায়ণ। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৫-৬) মোট কথা সিজ্জীন হল একটা অতি সংকীর্ণ এবং নীচু জায়গা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا

এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১৩)

كِتَابٌ مَّرْقُوْبٌ ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক, এটা সিজ্জীনের একটি বর্ণনা মাত্র, এটা হল তাদের জন্য পরিণতি যা লিখিত রয়েছে। অর্থাৎ পরিণামে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদের এই পরিণাম লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এতে এখন আর কম-বেশী কিছু করা হবেনা। (দুররুল মানসুর ৮/৪৪৪) বলা হচ্ছে ঃ তাদের পরিণাম যে সিজ্জীনে হবে এটা আমার কিতাবে পূর্বেই লিখে দেয়া হয়েছে। এই লিখাকে যারা অবিশ্বাস করবে সেদিন তাদের মন্দ পরিণাম হবে। তারা জাহান্নামের অবমাননাকর শাস্তির সম্মুখীন হবে। মোট কথা, তাদের ধ্বংস ও সর্বনাশ সাধিত হবে। **وَيْلٌ** শব্দের অর্থ হল সর্বনাশ, ধ্বংস এবং মন্দ পরিণাম। যেমন বলা হয় ঃ ধ্বংস ও মন্দ পরিণাম অমুকের জন্য। আর যেমন মুসনাদ ও সুনানের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ঐ ব্যক্তির জন্য মন্দ পরিণাম যে মানুষকে হাস্য-কৌতুকের জন্য মিথ্যা কথা বলে থাকে; তার জন্য মন্দ পরিণাম, তার জন্য মন্দ পরিনাম। (নাসাঈ ৬/৫০৯) এরপর ঐ অবিশ্বাসী পাপী কাফিরদের সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ** এরা এমন লোক যারা আখিরাতের শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্বীকার করে। বিবেক বুদ্ধির বিপরীত বলে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারকে বিশ্বাস করতনা। যেমন বলা হয়েছে ঃ কিয়ামাতকে মিথ্যা মনে করা ঐ সব লোকেরই কাজ যারা নিজেদের কাজে সীমা ছাড়িয়ে যায়, হারাম কাজ করতে থাকে অথবা বৈধ কাজে সীমা অতিক্রম করে। যেমন পাপীরা নিজেদের কথায় মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, গালাগালি করে ইত্যাদি। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন, যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এগুলি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হতে সংকলন ও সংযোজন করা হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছেন? উত্তরে তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৪) আরও বলেন ঃ

وَقَالُوٓاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

তারা বলে ঃ এগুলি তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫) আল্লাহ তা‘আলা জবাবে বলেন ঃ প্রকৃত ঘটনা তাদের কথা ও ধারণার অনুরূপ নয়। বরং এ কুরআন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কালাম। এটা আল্লাহর অহী যা তিনি তাঁর বান্দাদের উপর নাযিল করেছেন। তবে হ্যাঁ, তাদের অন্তরের উপর তাদের মন্দ কাজসমূহ পর্দা স্থাপন করে দিয়েছে। পাপ এবং অন্যায়ের আধিক্যের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে। কাফিরদের অন্তরের উপর **رِيْن** হয়। ঈমানদারদের অন্তরে **غِيْم** হয় এবং তারা হয় আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা।

জামে তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, সুনান ইব্‌ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘বান্দা যখন পাপ করে তখন তার মনে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। যদি তাওবাহ করে তাহলে ঐ দাগ মুছে যায়। আর যদি ক্রমাগত পাপে লিপ্ত থাকে তা হলে ঐ কালো দাগ বিস্তার লাভ করে। (তাবারী ২৪/২৮৭, তিরমিযী ৯/২৫৩, নাসাঈ ৬/৫০৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন **كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ** কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে একটি জায়গায় রাখা হবে, সেই জায়গার নাম ‘সিজ্জিন’। তাদেরকে তাদের রাব্ব বা সৃষ্টিকর্তা থেকে আড়াল করে রাখা হবে। আবূ আবদুল্লাহ আশ শাফিঈ (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয় যে, মু’মিন ব্যক্তিরা ঐ দিন আল্লাহকে দেখতে পাবেন।

ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

অতঃপর বলা হবে ঃ এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে। (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ১৭)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ কাফিরেরা শুধু আল্লাহর দীদার লাভ থেকেই বঞ্চিত হবেনা, বরং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অর্থাৎ তাদেরকে ধমক, ঘৃণা, তিরস্কার ও ক্রোধের স্বরে বলা হবে ঃ এটাই ঐ জায়গা যা তোমরা অস্বীকার করতে।

(১৮) অবশ্যই পুন্যবানদের ‘আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে,	١٨. كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ
(১৯) ইল্লিয়্যীন কি তা কি তুমি জান?	١٩. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ
(২০) (তা হচ্ছে) লিখিত পুস্তক।	٢٠. كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ
(২১) আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তরা ওটা প্রত্যক্ষ করবে।	٢١. يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ
(২২) সৎ আমলকারী তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে।	٢٢. إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ
(২৩) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।	٢٣. عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ
(২৪) তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে,	٢٤. تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ
(২৫) তাদেরকে মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে,	٢٥. يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ
(২৬) ওর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর থাকে যদি কারও কোন আকাংখা বা কামনা, তাহলে তারা এরই কামনা করুক।	٢٦. خِتَـٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَـٰفِسُونَ
(২৭) ওর মিশ্রণ হবে তাসনীমের	٢٧. وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ
(২৮) এটি একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করে।	٢٨. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ

সৎ আমলকারীদের আমলনামা এবং তাদের উত্তম প্রতিদান প্রসঙ্গ

পাপীদের পরিণাম অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়ার পর এবার সৎ আমলকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ সৎ আমলকারীদের ঠিকানা হবে ইল্লিয়্যীন যা সিজ্জীনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কা‘বকে (রাঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই সিজ্জীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরে কা‘ব (রাঃ) বলেন যে, সপ্তম যমীনকে সিজ্জীন বলা হয়। সেখানে কাফিরদের রূহ অবস্থান করছে। ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ সপ্তম আসমানকে ইল্লিয়্যীন বলা হয় সেখানে মু’মিনদের রূহ অবস্থান করছে। (তাবারী ২৪/২৯১) আলী ইব্ন আবী তালহা বলেন যে, كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল জান্নাত। (তাবারী ২৪/২৯২)

অন্য লোকেরা বলেন ঃ এটা সিদরাতুল মুনতাহার কাছে রয়েছে। (তাবারী ২৪/২৯২) প্রকাশ থাকে যে, এ শব্দটি عُلُوٌّ শব্দ হতে গৃহীত হয়েছে। عُلُوٌّ শব্দের অর্থ হল উঁচু। যে জিনিস যত উঁচু এবং বুলন্দ হবে তার প্রশস্ততা এবং প্রসারতাও ততো বেশী হবে। এ কারণেই তার বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে ঃ তোমরা এর বিশেষত্ব সম্পর্কে অবগত নও কি? তারপর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ মু'মিনরা যে ইল্লিয়্যীনে থাকবে এটা নিশ্চিত ব্যাপার, কিতাবে তা লিখিত হয়েছে। ইল্লিয়্যীনের কাছে আকাশের সকল বিশিষ্ট মালাইকা গমন করে থাকেন। তারপর বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন এই সৎ আমলকারীরা চিরস্থায়ী নি'আমাত রয়েছে এমন বাগানসমূহে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তা'আলার রাহমাতসমূহ তাদের উপর বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হবে। মু'মিন বান্দারা পালংকে বসে থাকবে এবং নিজেদের সাম্রাজ্য ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যক্ষ করবে। তাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার এসব নি'আমাত অফুরন্ত। তারা নিজেদের আরামালয়ে সম্মানিত উচ্চাসনে বসে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করে ধন্য হবে। এটা কাফির মুশরিকদের সাথে কৃত আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইল্লিয়্যীনবাসীদের প্রতি সব সময় আল্লাহর দীদারের অনুমতি থাকবে।

কেহ তাদের চেহারার প্রতি তাকালে এক দৃষ্টিতেই তাদের পরিতৃপ্তি, আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সজীবতা, মর্যাদার অনুভূতি, বৈশিষ্ট্য এবং আরাম আয়েশের পরিচয় পেয়ে যাবে এবং তাদের গৌরবময় মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবহিত হবে এবং অনুধাবন করবে যে, তারা সুখ সাগরে ডুবে আছে। তাদের মধ্যে জান্নাতী শারাব পরিবেশনের পর্ব চলতে থাকবে। رَحِيْقٍ হল জান্নাতের এক প্রকারের শারাব। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২৯৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, خِتَامُهُ مِسْكٌ এর অর্থ হচ্ছে ওর মিশ্রণ হবে মিসক বা কস্তুরী। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শারাবকে

পবিত্র করবেন এবং মিসকের মোহর লাগিয়ে দিবেন। (তাবারী ২৪/২৯৭) এই অর্থও হতে পারে যে, সেই শরাবের সর্বশেষ মিশ্রণ হবে মিশ্‌ক অর্থাৎ তাতে কোন প্রকার দুর্গন্ধ নেই, এবং মিসকের সুগন্ধি থাকবে ।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। অর্থাৎ প্রতিযোগিতাকারীদের সেই দিকে সর্বাত্মক মনোযোগ দেয়া উচিত। যেমন অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَٰمِلُونَ

এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ এখানে যে মদের কথা বলা হয়েছে তাতে মিশ্রিত রয়েছে তাসনিম নামক উপাদান, যা একমাত্র জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হবে, যার স্বাদ অপূর্ব এবং যা পৃথিবীর কোন পানীয়ের সাথে তুলনা করার নয়। আবূ সালিহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩০১) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করবে তারাই শুধু ঐ মিশ্রণ জাতীয় পানীয় যখন ইচ্ছা তখন পান করতে পারবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মাসরুক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩০০, ৩০১)

(২৯) অপরাধীরা মু'মিনদেরকে উপহাস করত,	٢٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ

(৩০) এবং তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়ে যেত তখন,	٣٠. وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
(৩১) এবং যখন তাদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত তখন.	٣١. وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ
(৩২) এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত ঃ এরাই তো পথভ্রষ্ট।	٣٢. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ
(৩৩) তাদেরকে তো এদের সংরক্ষক রূপে পাঠানো হয়নি!	٣٣. وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ
(৩৪) আজ তাই মু'মিনগণ উপহাস করছে কাফিরদেরকে,	٣٤. فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
(৩৫) সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করে।	٣٥. عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ
(৩৬) কাফিরেরা তাদের কৃত কর্মের ফল পেলো তো?	٣٦. هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ.

মু'মিনদের প্রতি পাপীদের বিদ্রুপাত্মক আচরণ ও ব্যঙ্গাত্মক উক্তি

আল্লাহ তা'আলা পাপীদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে তো তারা খুব বাহাদুরী দেখায়, মু'মিনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, চলাফিরার সময় তিরস্কার ভর্ৎসনা করে, ব্যঙ্গাত্মক উক্তি করে এবং আরও নানা প্রকার অবমাননাকর উক্তি করে নিজেদের দলের লোকদের কাছে গিয়ে তারা আপত্তিজনক নানা কথা বানিয়ে বলে, যা খুশী তাই করে বেড়ায়, কুফরীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিমদেরকে নানা রকম কষ্ট দেয়। মুসলিমরা তাদের কথায় কান না দেয়ায় তারা মুসলিমদেরকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ তাদেরকে মু'মিনদের জন্য পাহারাদার করে পাঠানো হয়নি। কাজেই কাফিরদের এসব বলার কোনই প্রয়োজন নেই। কাফিরদের কি হয়েছে যে, তারা মু'মিনদের পিছনে লেগে থাকে এবং ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা বলে বেড়ায়? যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ. فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ. إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলিসনা। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমার ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি তো দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৮-১১১) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন মু'মিনগণ কাফিরদেরকে উপহাস করবে ও সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করবে।

এটা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ মু'মিনরাই ছিল সুপথ প্রাপ্ত, এরা পথভ্রষ্ট ছিলনা, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে পথভ্রষ্ট। অথচ তোমরা এদেরকে পথভ্রষ্ট বলতে। প্রকৃত পক্ষে এ মু'মিনগণ ছিল আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত। এ জন্যই আজ আল্লাহর দীদার এদের চোখের সামনে রয়েছে, এরা আজ আল্লাহর মেহমান এবং তাঁর দেয়া মর্যাদাসিক্ত উচ্চাসনে সমাসীন।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ এসব কাফির দুনিয়ার এই মুসলিমদের সাথে যে সব দুর্ব্যবহার করেছে, আজ কি তারা তাদের সেই সব ব্যবহারের পুরোপুরি প্রতিফল পায়নি? অবশ্যই পেয়েছে। তাদের পরিহাসের পরিবর্তে আজ তারা পরিহাস লাভ করেছে। এ কাফিরেরা যে সব মুসলিমকে মর্যাদাহীন বলত, আল্লাহ আজ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন।

সূরা মুতাফফিফীন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৪ ঃ ইনশিকাক, মাক্কী ٨٤ – سورة الانشقاق ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২৫, রুকূ ১) (اٰيَاتُهَا : ٢٥ ، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

এ সূরায় (নং ৮৪) সাজদাহর আয়াত পাঠ

ইমাম মালিকের (রহঃ) মুআত্তা হাদীস গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জনগণকে সালাত আদায় করান এবং ঐ সালাতে তিনি اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এ সূরাটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (সাজদাহর আয়াতে সালাতের মধ্যেই) সাজদাহ করেন। সালাত শেষে

তিনি জনগণকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে সালাতের মধ্যে সাজদাহ করেছেন। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতেও বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ১/৪০৬ এবং ৬/৫১০)

আবূ রাফে (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) সাথে ইশার সালাত আদায় করেছি। তিনি সালাতে اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ সূরাটি পাঠ করেন এবং (সাজদাহর আয়াতে) সাজদাহ করেন। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আমি আবূল কাসেমের (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে (সালাত আদায় করেছি এবং তার সাজদাহর সাথে) সাজদাহ করেছি। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পর্যন্ত) এই স্থলে সাজদাহ করতেই থাকব। (ফাতহুল বারী ১/২৯২) সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ এবং اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ এই সূরাদ্বয়ে সাজদাহ করেছি।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,	١. إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ
(২) এবং ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে,	٢. وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ
(৩) এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে,	٣. وَإِذَا ٱلۡأَرۡضُ مُدَّتۡ
(৪) এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্য গর্ভ হয়ে যাবে,	٤. وَأَلۡقَتۡ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتۡ

(৫) এবং তার রবের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে।	٥. وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ
(৬) হে মানবসকল! তোমরা তোমাদের আমাল অনুযায়ী তোমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে, আর এটাতো অবশ্যম্ভাবি।	٦. يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ
(৭) অতঃপর যাকে ডান হাতে তার কর্মলিপি প্রদত্ত হবে	٧. فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ
(৮) তার হিসাব-নিকাশ তো সহজভাবে গৃহীত হবে,	٨. فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا
(৯) এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে যাবে।	٩. وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا
(১০) এবং যাকে তার কর্মলিপি তার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে দেয়া হবে	١٠. وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ
(১১) ফলে অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে,	١١. فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا

(১২) এবং জ্বলন্ত আগুনে সে প্রবেশ করবে।	١٢. وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا
(১৩) সে তার স্বজনদের মধ্যে তো সহর্ষে ছিল,	١٣. إِنَّهُۥ كَانَ فِيٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا
(১৪) যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবেনা।	١٤. إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ
(১৫) হ্যাঁ, (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে) নিশ্চয়ই তার রাব্ব তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।	١٥. بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا

আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যমীনকে প্রসারিত করা হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে যাবে, ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালনের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকবে এবং ফেটে যাওয়ার আদেশ পাওয়া মাত্র ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তার করণীয়ই হল আল্লাহর আদেশ পালন। কেননা এটা ঐ আল্লাহর আদেশ যা কেহ ঠেকাতে পারেনা, যিনি সবারই উপর বিজয়ী, সবকিছুই যাঁর সামনে অসহায় ও বাধ্য।

যমীনকে যখন সম্প্রসারিত করে দেয়া হবে। অর্থাৎ যমীনকে প্রসারিত করা হবে, বিছিয়ে দেয়া হবে এবং প্রশস্ত করা হবে।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে অর্থাৎ যমীন তার অভ্যন্তরভাগ থেকে সকল মৃতকে উঠিয়ে ফেলবে এবং এভাবে ও গর্ভশূন্য হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৩১০) সেও রবের ফরমানের অপেক্ষায় থাকবে, তার জন্য এটাই করণীয়ও বটে।

প্রতিটি আমলেরই অবশ্যই প্রতিদান দেয়া হবে

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের নিকট না পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাক, পরে তোমরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রবের প্রতি অগ্রসর হতে থাকবে, আমল করতে থাকবে, অবশেষে একদিন তাঁর সাথে মিলিত হবে এবং তার সম্মুখে দাঁড়াবে। তখন তোমরা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কার্যাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যতদিন ইচ্ছা জীবন যাপন করুন, অবশেষে একদিন আপনার মৃত্যু অনিবার্য। যা কিছুর প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি করার করুন, একদিন তা থেকে বিচ্ছেদ অবধারিত। যা ইচ্ছা আমল করুন, একদিন তার (মৃত্যুর) সাথে সাক্ষাৎ হবে। (মুসনাদ তায়ালিসী ২৪২) مُلَاقِيْهِ শব্দের সর্বনাম দ্বারা রাব্ব বা প্রতিপালককে বুঝানো হয়েছে বলে কেহ কেহ মন্তব্য করেছেন। তখন অর্থ হবে ঃ তোমার সাথে তোমার রবের সাক্ষাৎ হবেই। তিনি তোমাকে তোমার সকল আমলের পারিশ্রমিক দিবেন। তোমার সকল প্রচেষ্টার প্রতিফল তোমাকে প্রদান করবেন। এ উভয় কথাই পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তুমি যে কাজই করে থাকনা কেন তা নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, তা ভাল কাজই হোক অথবা মন্দ কাজই হোক। (তাবারী ২৪/৩১২)

কিয়ামাত দিবসে আমলনামা দেয়ার বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। অর্থাৎ তার ছোট খাটো পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর খুটিনাটিভাবে যার আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। সে শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবেনা।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ '(কিয়ামাতের দিন) যার হিসাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।' আয়িশা (রাঃ) এ কথা শুনে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কি এ কথা বলেননি যে, অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে তার হিসাব হবে সহজতর? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেটা তো হিসাবের জন্য দৃশ্যতঃ পেশ করা মাত্র (যথার্থ হিসাব নয়)। কিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তির হিসাব যাচাই করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।' (আহমাদ ৬/৪৭, ফাতহুল বারী ৮/৫৬৬, মুসলিম ৪/২২০৪, তিরমিযী ৯/২৫৬, নাসাঈ ৬/৫১০ এবং তাবারী ২৪/৩১৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا অর্থাৎ সে জান্নাতে অবস্থানরত তার পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে যাবে। কাতাদাহ (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তারা *'মাসরুর'* শব্দের অর্থ করেছেন আল্লাহ তাদেরকে যা দান করেছেন সেই জন্য তারা আনন্দিত ও উল্লসিত। (তাবারী ২৪/৩১৫) আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ তাকে তার পিছনে বাকা করানো বাম হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে। তখন সে নিজেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করবে। সে তো পৃথিবীতে তার লোকদের সাথে আমোদ ফুর্তিতে সময় নষ্ট করেছে। পরবর্তী সময়ের পরিণতির কথা সে কখনো মনে করেনি, তার সম্মুখে (পরবর্তী জীবনে) কি অপেক্ষা করছে সেই বিষয়ে মনে ভয় পোষন করেনি। দুনিয়ার আনন্দ আখিরাতে তার সীমাহীন দুঃখ-ক্লেশ বয়ে আনবে। إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ সে তো মনে করত যে, তাকে আর কখনো আল্লাহর সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত হতে হবেনা। মৃত্যুর পর আবার তাকে জীবিত করা হবে এ কথা সে মনে করতনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩১৭) আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথমবার তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় বারও সেভাবেই সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে পাপ ও সৎ কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। তিনি তাদের

প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তারা যা কিছু করছে সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

(১৬) আমি শপথ করি অস্তরাগের	١٦. فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ
(১৭) এবং রাতের, আর ওটা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,	١٧. وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ
(১৮) এবং শপথ চন্দ্রের যখন ওটা পরিপূর্ণ হয়,	١٨. وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ
(১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে,	١٩. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ
(২০) সুতরাং তাদের কি হল যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনা?	٢٠. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
(২১) এবং তাদের নিকট কুরআন পঠিত হলে তারা সাজদাহ করেনা? [সাজদাহ]	٢١. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩
(২২) পরন্তু কাফিরেরাই অসত্যারোপ করে,	٢٢. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ
(২৩) অথচ তারা (মনে মনে) যা পোষণ করে আল্লাহ তা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।	٢٣. وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ

(২৪) সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর।	٢٤. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
(২৫) যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٢٥. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ

মানুষের জীবন-পথের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে আল্লাহর শপথ

সূর্যাস্তকালীন আকাশের লালিমাকে শাফাক বলা হয়। পশ্চিমাকাশের প্রান্তে এ লালিমার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), শাদদাদ ইব্ন আউস (রাঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), বাকর ইব্ন আবদিল্লাহ মাযানী (রহঃ), বুকায়ের ইব্ন আশাজ (রহঃ), মালিক (রহঃ), ইব্ন আবী যি’ব (রহঃ) এবং আবদুল আযীম ইব্ন আবী সালামা মা’জিশূন (রহঃ) বলেন, ঐ লালিমাকেই শাফাক বলা হয়। (কুরতুবী ১৯/২৭৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, শাফাক হল শুভ্রতা। (আবদুর রায্যাক ৩/৩৫৮) মুজাহিদ বলেছেন, তবে কিনারা বা প্রান্তের লালিমাকে শাফাক বলা হয়, তা সেটা সূর্যোদয়ের পূর্বেই হোক অথবা সূর্যোদয়ের পরেই হোক। (তাবারী ২৪/৩১৮) খলীল ইব্ন আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, ইশার সময় পর্যন্ত এ লালিমা অবশিষ্ট থাকে। জাওহারী (রহঃ) বলেন যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে লালিমা বা আলোক অবশিষ্ট থাকে ওটাকে শাফাক বলা হয়। এটা সন্ধ্যার পর থেকে ইশার সালাতের সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। (কুরতুবী ১৯/২৭৫) ইকরিমাহও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে ‘*সাফাক*’

হল মাগরিব এবং ইশার মধ্যবর্তী সময়। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, মাগরিবের সময় থেকে ইশার সময় পর্যন্ত এটা বাকী থাকে।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাগরিবের সময় শাফাক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে।' (মুসলিম ১/৪২৬) অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত মাগরিবের সালাত আদায় করা যেতে পারে।' উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণ করে যে, 'শাফাক' হল ঐ সময় যে সর্ম্পকে যাওহারী (রহঃ) এবং খলীল (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন وَمَا وَسَقَ এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু একত্রিত হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ইহা হল তারকারাশি এবং পালিত পশুর একত্রিত হওয়া। (তাবারী ২৪/৩২০) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, রাতের অন্ধকার নেমে আসার ফলে তাড়িত হয়ে যা কিছু নিজ স্থলে ফিরে আসে। (তাবারী ২৪/৩২১) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন চাঁদ বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণতা লাভ করে। (তাবারী ২৪/৩২১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যখন চাঁদ তার কক্ষপথে পূর্ণ পরিভ্রমন শেষ করে। (তাবারী ২৪/৩২২)

অবিশ্বাসীদের শাস্তিদানের সুসংবাদ ও মু'মিনদের জন্য আল্লাহর অবারিত দান

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনেনা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামাত দিবসের প্রতি? আর কুরআন শুনে বিনীত হৃদয়ে, সম্ভ্রমে ও আশা-আকাংখার সাথে সাজদায় অবনত হতে কে তাদেরকে বিরত রাখে? বরং এই কাফিরেরা তো উল্টা অবিশ্বাস করে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং সত্য ও হকের বিরোধিতা করে। তারা হঠকারিতা এবং মন্দের মধ্যে ডুবে আছে। তারা মনের কথা গোপন রাখলেও আল্লাহ তা'আলা সেই সব ভালভাবেই জানেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি কাফিরদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

তারপর বলেন ঃ সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে উত্তম পুরস্কারের যোগ্য তারাই যারা ঈমান এনে সৎ কাজ করে। অর্থাৎ যারা মনে প্রাণে দীনের দা'ওয়াতকে কবূল করেছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের কথায় ও কাজে তা প্রতিফলিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যা কখনও শেষ হবার নয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা কখনও কমিয়ে দেয়া হবেনা। (তাবারী ২৪/৩২৭) মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, উহা কখনও পরিমাপ করে দেয়া হবেনা। (তাবারী ২৪/৩২৭) তাদের এ বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই প্রতিদানের কোন শেষ নেই কিংবা কমতিও করা হবেনা। যেমনটি অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ওটা হবে অফুরন্ত দান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮)

সূরা ইনশিকাক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৫ ঃ বুরূজ, মাক্কী

(আয়াত ২২, রুকূ ১)

٨٥ – سورة البروج' مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ٢٢' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ রাশিচক্র সমন্বিত আকাশের,	١. وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ
(২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,	٢. وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ
(৩) শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের।	٣. وَشَاهِدٍ وَمَشۡهُودٍ
(৪) ধ্বংস হয়েছিল কুন্ডের অধিপতিরা	٤. قُتِلَ أَصۡحَـٰبُ ٱلۡأُخۡدُودِ
(৫) ইন্ধনপূর্ণ যে কুন্ডে ছিল আগুন।	٥. ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلۡوَقُودِ
(৬) যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল;	٦. إِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُودٌ
(৭) এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করেছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল	٧. وَهُمۡ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ شُهُودٌ
(৮) তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই (অপরাধের) কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।	٨. وَمَا نَقَمُواْ مِنۡهُمۡ إِلَّآ أَن يُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ

(৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর, আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।	٩. ٱلَّذِى لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيدٌ
(১০) যারা বিশ্বাসী নর নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবাহ করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের যন্ত্রণা ও দহন যন্ত্রণা (নির্ধারিত) রয়েছে।	١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوبُواْ فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ ٱلۡحَرِيقِ

বুরূজ শব্দের অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই সূরায় আকাশ ও '*বুরুজ*' এর শপথ করেছেন। *বুরুজ* হল বড় বড় নক্ষত্রসমূহ। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬১) ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, *বুরুজ* হল আকাশের তারকাসমূহ। (কুরতুবী ১৯/২০০) মিনহাল ইব্ন আমর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ উত্তম কারুকার্য সম্পন্ন আকাশ। (কুরতুবী ১৯/২৮৩) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ সূর্য ও চন্দ্রের মনযিলসমূহ। এই মনযিলের সংখ্যা বারো। প্রতি মনযিলে সূর্য এক মাস চলাচল করে এবং চন্দ্র ঐ মনযিলসমূহের প্রত্যেকটিতে দু'দিন ও এক তৃতীয়াংশ দিন চলাচল

করে। এতে আটাশ দিন হয়। আর দু'রাত পর্যন্ত চন্দ্র গোপন থাকে, আত্মপ্রকাশ করেনা। (তাবারী ২৪/৩৩২)

প্রতিশ্রুত দিনের বর্ণনা

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ يَوْمِ مَوْعُوْد দ্বারা কিয়ামাতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। شَاهِد হল জুমু‘আর দিন। যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায় সেগুলির মধ্যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ দিন হল এই জুমু‘আর দিন। এই দিনের মধ্যে এক ঘন্টা সময় এমন রয়েছে যে, ঐ সময়ে বান্দা যে কল্যাণ প্রার্থনা করে আল্লাহ তা কবূল করেন। আর কেহ অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা থেকে পরিত্রাণ করেন। আর مَشْهُوْد হল আরাফার দিন। (তাবারী ২৪/৩৩২, ইব্‌ন খুযাইমাহ ৩/১১৬) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান ইব্‌ন আলী (রাঃ) হাসান বাসরী (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, আয়াতে উল্লেখিত شَاهِد ‘*শাহিদ*’ শব্দ দ্বারা বিচার দিবসকে বুঝানো হয়েছে। বাগাবী (রহঃ) বলেন যে, বেশীর ভাগ লোকই মাশহুদ (مَشْهُوْد) বলতে জুমু‘আর দিন এবং শাহিদ (شَاهِد) বলতে আরাফার দিনকে মনে করতেন। (বাগাবী ৪/৪৬৬)

কাফির কর্তৃক মুসলিমদেরকে অগ্নিকুন্ডে শাস্তিদানের ঘটনা

এই শপথসমূহের পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ‘ধ্বংস করা হয় অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিদেরকে।’ এরা ছিল একদল কাফির যারা ঈমানদারদেরকে পরাজিত করে তাঁদেরকে ধর্ম হতে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃতি জানালে ঐ কাফিরেরা মাটিতে গর্ত খনন করে তার মধ্যে কাঠ রেখে আগুন জ্বালিয়ে দেয় তারপর ঈমানদারদেরকে বলে ঃ এখনো তোমাদের এ ধর্মত্যাগ কর। ঈমানদার লোকেরা এতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন ঐ কাফিরেরা তাঁদেরকে ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়। এটাকেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ কাফিরেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। ওরা ইন্ধনপূর্ণ প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঈমানদারদেরকে জ্বলে পুড়ে মৃত্যুবরণের দৃশ্য দেখছিল ও আনন্দে আত্মহারা হচ্ছিল। এ শত্রুতা এবং শাস্তির কারণ শুধু এটাই ছিল যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বশক্তিমান। তাঁর আশ্রয়ে আশ্রিত লোকেরা কখনো ধ্বংস হয়না, ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। যদি তিনি কখনো নিজের বিশেষ বান্দাদেরকে কাফিরদের দ্বারা কষ্ট দিয়েও থাকেন, সেটাও বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য এবং তার রহস্য কারও জানা না'ও থাকতে পারে। কিন্তু সেটা একটা প্রচ্ছন্ন ও বিশেষ অন্তর্নিহিত রাহমাত ও ফাযীলাতের ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তিনি যমীন, আসমান এবং সমগ্র মাখলুকাতের মালিক এবং তিনি সকল জিনিসের প্রতি নযর রাখছেন। তাঁর দৃষ্টিসীমা থেকে কোন জিনিসই গোপন নেই।

বিস্ময়কর বালক, যাদুকর ও সাধকের বর্ণনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুহায়েব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্বকালে এক বাদশাহ ছিল। তার দরবারে ছিল এক যাদুকর। সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাদশাহকে বলে ঃ আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটা ছেলে দিন যাকে আমি ভালভাবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।

বাদশাহ একটি মেধাবী বালককে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য যাদুকরের নিকট পাঠায়। বালকটি তার শিক্ষাগুরুর বাড়ী যাওয়ার পথে এক সাধকের আস্তানার পাশ দিয়ে যেত। সাধকও ঐ আস্তানায় বসে কখনো ইবাদাত করতেন, আবার কখনো জনগণের উদ্দেশে ওয়াজ নাসীহাত করতেন।

বালকটিও পথের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদাতের পদ্ধতি দেখত, কখনো ওয়ায নাসীহাত শুনত। এ কারণে যাদুকরের কাছেও সে মার খেত এবং বাড়ীতে বাপ মায়ের কাছেও মার খেত। কারণ যাদুকরের কাছে যেমন দেরীতে পৌঁছত, তেমনি বাড়ীতেও দেরী করে ফিরত। একদিন সে সাধকের কাছে তার এ দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করল। সাধক তাকে বলে দিলেন ঃ যাদুকর দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, মা দেরী করে বাড়ী থেকে আসতে দিয়েছেন, কাজ ছিল। আবার মায়ের কাছে গিয়ে বলবে যে, যাদুকর দেরী করে ছুটি দিয়েছে।

এমনিভাবে এ বালক একদিকে যাদু বিদ্যা এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগল। একদিন সে দেখল যে, তার চলার পথে এক বিরাট ভয়ংকর জানোয়ার পথ আগলে বসে আছে। পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বালকটি মনে মনে চিন্তা করল যে, একটা বেশ সুযোগ পাওয়া গেছে। দেখা যাক, আল্লাহর কাছে সাধকের ধর্ম অধিক পছন্দনীয় নাকি যাদুকরের ধর্ম অধিক পছন্দনীয়। এটা চিন্তা করে সে একটা পাথর তুলে জানোয়ারটির প্রতি এই বলে নিক্ষেপ করল ঃ হে আল্লাহ আপনার কাছে যদি যাদুকরের ধর্মের চেয়ে সাধকের ধর্ম অধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে এ পাথরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে ফেলুন যাতে জনসাধারণ এর অপকার থেকে রক্ষা পেয়ে পথ চলতে পারে। পাথর নিক্ষেপের আঘাতে জানোয়ারটি মরে গেল। সুতরাং লোক চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেল। আল্লাহ প্রেমিক সাধক বালকটির ঐ খবর শুনতে পেয়ে শিষ্যকে বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস! তুমি আমার চেয়ে উত্তম; আমার মনে হচ্ছে, এবার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সে সব পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমার সম্বন্ধে কারও কাছে কিছু প্রকাশ করবেনা।

অতঃপর বালকটির কাছে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসতে শুরু করল। তার দু'আর বারাকাতে জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লাগল। কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতে থাকল এবং এছাড়া আরও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল হতে লাগল। বাদশাহর এক অন্ধ মন্ত্রী এ খবর শুনে বহু মূল্যবান উপহার উপঢৌকনসহ বালকটির নিকট হাজির হয়ে বললেন ঃ যদি তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পার তাহলে এসবই তোমাকে আমি দিয়ে দিব।

বালকটি এ কথা শুনে বলল ঃ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি আমার নেই। একমাত্র আমার রাব্ব আল্লাহই তা পারেন। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন তাহলে আমি তাঁর নিকট দু'আ করতে পারি। মন্ত্রী অঙ্গীকার করলে বালক তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল। এতে মন্ত্রী তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

অতঃপর মন্ত্রী বাদশাহর দরবারে গিয়ে যথারীতি কাজ করতে শুরু করলেন। তার চক্ষু ভাল হয়ে গেছে দেখে বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার দৃষ্টিশক্তি কে দিল? মন্ত্রী উত্তরে বললেন ঃ আমার প্রভু। বাদশাহ বলল ঃ হ্যাঁ, অর্থাৎ আমিই। মন্ত্রী বললেন ঃ না, আপনি নন। বরং আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ কথা শুনে বাদশাহ বলল ঃ তাহলে আমি ছাড়াও আপনার কোন প্রভু আছেন কি? মন্ত্রী জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আমার এবং আপনার উভয়েরই প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ। বাদশাহ তখন মন্ত্রীকে নানা প্রকার উৎপীড়ন এবং শাস্তি দিতে শুরু করল এবং জিজ্ঞেস করল ঃ এ শিক্ষা আপনাকে কে দিয়েছে? মন্ত্রী তখন ঐ বালকের কথা বলে ফেললেন এবং জানালেন যে, তিনি তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাদশাহ তখন বালকটিকে ডেকে পাঠিয়ে বলল ঃ তুমি তো দেখছি যাদুবিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেছ যে, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছ এবং দুরারোগ্য রোগীদের আরোগ্য দান করছ? বালকটি উত্তরে বলল ঃ এটা ভুল কথা। আমি কেহকেও সুস্থ করতে পারিনা, যাদুও পারেনা; সুস্থতা দান একমাত্র আল্লাহই করে থাকেন। বাদশাহ বলল ঃ অর্থাৎ আমি, কারণ সবকিছুই তো আমিই করে থাকি। বালক বলল ঃ না, না, এটা কখনই নয়। বাদশাহ বলল ঃ তাহলে কি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে প্রভু বলে স্বীকার কর? বালক উত্তরে বলল ঃ হ্যাঁ, আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ ছাড়া কেহ নয়। বাদশাহ তখন বালককেও নানা প্রকার শাস্তি দিতে শুরু করল। বালকটি অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত সাধকের নাম বলে দিল। অতঃপর সাধককে সামনে নিয়ে আসা হলে বাদশাহ তাকে বলল ঃ তুমি এ ধর্মত্যাগ কর। সাধক অস্বীকার করলেন। তখন বাদশাহ তাঁকে করাত দ্বারা ফেড়ে দু'টুকরা করে দিল। তার যে মন্ত্রী অন্ধ ছিল তাকেও ধর্ম ত্যাগ না

করার জন্য দুই টুকরা করে ফেলল। এরপর বাদশাহ বালকটিকে বলল ঃ তুমি সাধকের প্রদর্শিত ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ কর। বালক অস্বীকৃতি জানাল। বাদশাহ তখন তার কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দিল ঃ এ বালককে তোমরা অমুক পাহাড়ের চূড়ার উপর নিয়ে যাও, অতঃপর তাকে সাধকের প্রদর্শিত ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে দিতে বল। যদি মেনে নেয় তাহলে তো ভাল কথা, অন্যথায় তাকে সেখান হতে গড়িয়ে নীচে ফেলে দাও। সৈন্যরা বাদশাহর নির্দেশমত বালকটিকে পর্বত চূড়ায় নিয়ে গেল এবং তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলল। বালক অস্বীকার করলে তারা তাকে ঐ পর্বত চূড়া হতে ফেলে দিতে উদ্যত হল। তখন বালক আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল ঃ হে আল্লাহ! যেভাবেই হোক আপনি আমাকে রক্ষা করুণ! এ প্রার্থনার সাথে সাথেই পাহাড় কেঁপে উঠল এবং ঐ সৈন্যরা গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। বালকটিকে আল্লাহ রক্ষা করলেন। সে তখন আনন্দিত চিত্তে ঐ যালিম বাদশাহর নিকট পৌঁছল। বাদশাহ বিস্মিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ ব্যাপার কি? আমার সৈন্যরা কোথায়? বালকটি জবাবে বলল ঃ আমার আল্লাহ আমাকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। বাদশাহ তখন অন্য কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে বলল ঃ নৌকায় বসিয়ে তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাও, যদি সে পূর্ব ধর্মে ফিরে না আসে তাহলে তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে এসো। সৈন্যরা বালককে নিয়ে চলল এবং সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নৌকা হতে ফেলে দিতে উদ্যত হল। বালক সেখানেও মহান আল্লাহর নিকট ঐ একই প্রার্থনা জানাল। সাথে সাথে সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ উঠল এবং সমস্ত সৈন্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। বালক নিরাপদে তীরে উঠল।

অতঃপর সে বাদশাহর দরবারে হাজির হলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি এখানে কিভাবে এলে, আর আমার সৈন্যদেরই বা খবর কি? বালকটি বলল ঃ আমার আল্লাহ আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর কবল হতে রক্ষা করেছেন। হে বাদশাহ! আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, আমাকে হত্যা করতে পারবেননা। তবে হ্যাঁ, আমি যে পদ্ধতি বলি সেভাবে চেষ্টা করলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বাদশাহ বলল ঃ কি করতে হবে? বালক উত্তরে বলল ঃ সকল মানুষকে একটি মাইদানে সমবেত করুন। তারপর একটি গাছের গুঁড়ির সাথে আমাকে শক্ত করে বেধে ফেলুন। অতঃপর আমার তুণ হতে একটি তীর বের করে আমার প্রতি সেই তীর নিক্ষেপ করার সময় নিম্নের বাক্যটি পাঠ করুন ঃ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامَ অর্থাৎ আল্লাহর নামে (এই তীর নিক্ষেপ করছি), যিনি এই বালকের রাব্ব। তাহলে সেই তীর আমার দেহে বিদ্ধ হবে এবং আমি মারা যাব।

বাদশাহ তাই করল। তীর বালকের কপালের এক পাশে বিদ্ধ হল। তীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বালকটি তার হাত চাপা দিল ও শাহাদাত বরণ করল। সে শহীদ হওয়ার সাথে সমবেত জনতা বালকটির ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করল। সবাই সমবেত কণ্ঠে ধ্বণি তুলল ঃ আমরা এই বালকের রবের উপর ঈমান আনলাম। এ অবস্থা দেখে বাদশাহর সভাষদবর্গ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বাদশাহকে বলল ঃ আমরা তো এই বালকের ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলামনা, সব মানুষই তার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করল! আমরা তার ধর্মের প্রসার লাভের আশংকায় তাকে হত্যা করলাম, অথচ হিতে বিপরীত ঘটল। আমরা যা আশংকা করছিলাম তাই ঘটে গেল। সবাই যে মুসলিম হয়ে গেল! এখন কি করা যায়?

বাদশাহ তখন তার অনুচরবর্গকে নির্দেশ দিল ঃ প্রতিটি রাস্তার মোড়ে বড় বড় খন্দক খনন কর এবং ওগুলোতে জ্বালানী কাঠ ভর্তি করে আগুন জ্বালিয়ে দাও। যারা ধর্ম ত্যাগ করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে এই ধর্মে বিশ্বাসী সকলকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। বাদশাহর এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হল। মুসলিমদের সবাই অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। একজন নারী দুধের শিশু কোলে নিয়ে একটি খন্দকের প্রতি ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ ঐ অবলা শিশুর মুখে ভাষা ফুটে উঠল। সে বলল ঃ মা! কি করছেন? আপনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং ধৈর্যের সাথে নিশ্চিন্তে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এ হাদীসটি মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমের শেষ দিকেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। সুনান নাসাঈতেও কিছুটা সংক্ষেপে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। (আহমাদ ৬/১৬, মুসলিম ৪/২২৯৯)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই হাদীসটি তার গ্রন্থের শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে এই ঘটনাটি

লিপিবদ্ধ করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) তার সিরাত গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তবে তার বর্ণিত উপস্থাপনা কিছুটা ভিন্নতর। এরপর ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, বালকটি হত্যা করার পর নাজরানের অধিবাসীরা ঐ বালকটির ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করে। সে সময় সেখানে খৃষ্টান ধর্ম প্রচলিত ছিল।

নাজরানের অধিবাসীরা সবাই মুসলিম হয়ে গেল এবং ঈসার (আঃ) সত্য দীনে বিশ্বাস স্থাপন করল। ঐ সময় ঈসার (আঃ) ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো নাবী হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করেননি। কিছুকাল পর তাদের মধ্যে বিদ‘আতের প্রসার ঘটে এবং সত্য দীনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। নাজরানের খৃষ্ট ধর্ম প্রসারের এটাও ছিল একটা কারণ। এক সময় যু নুওয়াস নামক এক ইয়াহুদী একদল সৈন্য নিয়ে সেই খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের উপর জয়যুক্ত হয়। সে তখন নাজরানবাসী খৃষ্টানদের বলে ঃ তোমরা ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা তখন মৃত্যুর শাস্তি গ্রহণ করতে সম্মত হল, কিন্তু ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হলনা। যুনুওয়াস তখন খন্দক খনন করে ওর মধ্যে কাষ্ঠ ভরে দিল, অতঃপর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারপর তাদেরকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল এবং অন্যদেরকে সে তরবারীর আঘাতে হত্যা করে। ঐ নরপিশাচ প্রায় বিশ হাজার লোককে হত্যা করল।

قُتِلَ اَصْحَابُ الاُخْدُوْدِ এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। যু নুওয়াসের নাম ছিল যারআহ এবং তার শাসনামলে তাকে ইউসুফও বলা হত। তার পিতার নাম ছিল বায়ান আসআদ আবী কারীব। সে তুব্বা ছিল। সে মাদীনায় যুদ্ধ করে এবং কা‘বাঘরের উপর গিলাফ উঠায়। ইব্ন হিশাম বলেন, তার সাথে দুইজন ইয়াহুদী আলেম ছিলেন। ইয়ামানবাসী তাঁদের হাতে ইয়াহুদী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। যু নুওয়াস একদিনেই বিশ হাজার মু’মিনকে হত্যা করেছিল। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন লোক রক্ষা পেয়েছিলেন যাঁর নাম ছিল দাউস যু ছা’লাবান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে রোমে পালিয়ে যান। তাঁরও পশ্চাদ্বাবন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি সরাসরি রোমক সম্রাট কায়সারের নিকট পৌঁছেন। তিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র লিখেন। দাউস সেখান হতে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ামানে আসেন। এ সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিল আরবাত ও আবরাহা। ইয়াহুদীরা পরাজিত হয় এবং ইয়ামান ইয়াহুদীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। যু নুওয়াস পালিয়ে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে মারা যায়। তারপর দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ইয়ামানে খৃষ্টান শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর সাইফ ইব্ন যী ইয়াযান হিমইয়ারী পারস্যের বাদশাহর নিকট থেকে প্রায় সাতশ’ সহায়কবাহিনী নিয়ে ইয়ামানের উপর আক্রমণ চালান এবং জয়লাভ করেন। অতঃপর ইয়ামানে হিমারীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কিছু বর্ণনা সূরা ‘ফীল’ এর তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

পরিখা খননকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপরের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে **فَتَنُوْا** শব্দের অর্থ হল ঃ জ্বালিয়ে দেয়া। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন আবযাও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৩৪৩, ৩৪৪) এখানে বলা হচ্ছে ঃ **ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ** ঐ সব লোক যারা মুসলিম নারী-পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা যদি তাওবাহ না করে অর্থাৎ দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয়, নিজেদের কৃতকর্মে লজ্জিত না হয় তাহলে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। জ্বলে পুড়ে কষ্ট পাওয়ার শাস্তি নিশ্চিত। এতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের যথাযথ শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ, মেহেরবানী ও দয়ার অবস্থা দেখুন যে, যে দুষ্কৃতিকারী, পাপী ও হঠকারীরা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তিনি তাদেরকেও তাওবাহ করতে বলছেন এবং তাদের প্রতি ক্ষমা, মাগফিরাত ও রাহমাত প্রদানের অঙ্গীকার করছেন।

(১১) যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্যই আছে জান্নাত, যার নিম্নে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত; এটাই সুমহান, সফলকাম।	١١. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبِيرُ
(১২) তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন।	١٢. إِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
(১৩) তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,	١٣. إِنَّهُۥ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيدُ
(১৪) এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,	١٤. وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ
(১৫) আরশের অধিপতি মহিমময়,	١٥. ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ
(১৬) তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই করে থাকেন,	١٦. فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ
(১৭) তোমার নিকট কি পৌঁছেছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত -	١٧. هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡجُنُودِ
(১৮) ফির‘আউন ও ছামূদের?	١٨. فِرۡعَوۡنَ وَثَمُودَ
(১৯) তবু কাফিরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত,	١٩. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكۡذِيبٖ

(২০) এবং আল্লাহ তাদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।	٢٠. وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطُۢ
(২১) এটা কুরআন,	٢١. بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ
(২২) সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।	٢٢. فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ.

সৎ আমলকারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন উত্তম প্রতিদান এবং কাফিরদের জন্য কঠিনতম শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা নিজ শত্রুদের পরিণাম বর্ণনা করার পর তাঁর বন্ধুদের পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। তার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে। তাদের মত সফলতা আর কে লাভ করতে পারে? এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তাঁর যে সব শত্রু তাঁর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয় তাদেরকে তিনি ব্যাপক শক্তির সাথে পাকড়াও করবেন, যে পাকড়াও থেকে মুক্তির কোন পথ তারা খুঁজে পাবেনা। তিনি বড়ই শক্তিশালী। তিনি যা চান তাই করেন। যা কিছু করার তাঁর ইচ্ছা হয় এক নিমেষের মধ্যে তা করে ফেলেন। তার কুদরাত বা শক্তি এমনই যে, তিনি মানুষকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তারপর মৃত্যুমুখে পতিত করার পর পুনরায় জীবিত করবেন। পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তাঁকে কেহ বাধা দিতে পারবেনা, তাঁর সামনেও কেহ আসতে পারবেনা।

তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন। তবে শর্ত হল যে, তাদেরকে তাঁর কাছে বিনীতভাবে তাওবাহ করতে হবে। যত বড় পাপ বা অন্যায় হোক না কেন তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, *‘আল ওয়াদুদ’* এর অর্থ হল, তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। (তাবারী ২৪/৩৪৬) স্বীয় বান্দাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত

স্নেহশীল। তিনি আরশের মালিক, সেই আরশ সারা মাখলুকাত অপেক্ষা উচ্চতর এবং সকল মাখলুক তথা সৃষ্টির উপরে অবস্থিত।

مَجِيْد শব্দের দু'টি কিরআত রয়েছে। একটি কিরআতে 'মীম' এর উপর যবর দিয়ে অর্থাৎ **مَجِيْد** এবং অপর কিরআতের 'মীম' এর উপর পেশ দিয়ে অর্থাৎ **مُجِيْد** রয়েছে। **مَجِيْد** উচ্চারণ করলে তাতে আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে। আর **مُجِيْد** উচ্চারণ করলে প্রকাশ পাবে আরশের গুণ বৈশিষ্ট্য। উভয় কিরআতই নির্ভুল ও বিশুদ্ধ।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যে কোন কাজ যখন ইচ্ছা করতে পারেন, করার ক্ষমতা রাখেন। শ্রেষ্ঠত্ব, সুবিচার এবং নৈপুণ্যের ভিত্তিতে কেহ তাঁকে বাধা দেয়ার বা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা রাখেনা।

আবূ বাকর (রাঃ) যে রোগে মৃত্যুবরণ করেন ঐ রোগের সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'কোন চিকিৎসক আপনার চিকিৎসা করেছেন কি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, করেছেন।' জনগণ তখন তাঁকে বললেন ঃ 'চিকিৎসক আপনাকে (রোগের ব্যাপারে) কি বলেছেন?' তিনি জবাব দিলেন ঃ 'চিকিৎসক বলেছেন ঃ **اِنِّىْ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ** অর্থাৎ 'আমি যা ইচ্ছা করি তা'ই করে থাকি।' (কুরতুবী ১৯/২৯৭)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ** (হে নাবী)! তোমার নিকট কি ফির'আউন ও সামুদের সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? এমন কেহ ছিলনা যে, সেই শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে, তাদেরকে সাহায্য করতে পারে বা শাস্তি প্রত্যাহার করাতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও খুবই কঠিন। যখন তিনি কোন পাপী, অত্যাচারী, দুষ্কৃতিকারী ও দুর্বৃত্তকে পাকড়াও করেন তখন অত্যন্ত ভয়াবহভাবেই পাকড়াও করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তবু কাফিরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত। অর্থাৎ তারা সন্দেহ, কুফরী এবং হঠকারিতায় রত রয়েছে। আর আল্লাহ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বিজয়ী ও শক্তিমান। তারা তাঁর নিকট হতে কোথাও আত্মগোপন করতে পারেনা। অথবা তাঁকে পরাজিত করতে পারেনা। কুরআনুল কারীম সম্মান ও কারামাত সম্পন্ন। তা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কুরআন হ্রাস বৃদ্ধি হতে মুক্ত। এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হবেনা।

সূরা বুরূজ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৬ ঃ তারিক, মাক্কী

(আয়াত ১৭, রুকূ ১)

٨٦ – سورة الطارق ' مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ١٧ ' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা 'তারিক' এর গুরুত্ব

সুনান নাসাঈতে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুআয (রাঃ) মাগরিবের সালাতে সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসা পাঠ করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ "হে মুআয! তুমিতো (জনগণকে) ফিতনায় ফেলবে? **وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا–وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ** এবং এ ধরনের (ছোট ছোট) সূরা পাঠ করাই কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলনা?" (নাসাঈ ৬/৫১২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার;	١. وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ
(২) তুমি কী জান রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কি?	٢. وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ

(৩) ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র!	٣. ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ
(৪) প্রত্যেক জীবের উপরই সংরক্ষক রয়েছে।	٤. إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
(৫) সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।	٥. فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ
(৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে,	٦. خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ
(৭) এটা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে।	٧. يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ
(৮) নিশ্চয়ই তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান।	٨. إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ
(৯) যেদিন গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশিত হবে	٩. يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ
(১০) সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না।	١٠. فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

আল্লাহর বিভিন্ন অভূতপূর্ব সৃষ্টির শপথ গ্রহণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশ এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র রাজির শপথ করছেন। طَارِق এর তাফসীর করা হয়েছে চমকিত তারকা বা নক্ষত্র।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিজ্ঞেস করেন ঃ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ তুমি কি জান রাতে যা আর্বির্ভুত হয় তা কি? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

আরও বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেন ঃ النَّجْمُ الثَّاقِبُ *ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র!* কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তারকাকে 'তারিক' নামকরণ করার কারণ হল এই যে, উহাকে শুধু রাতে দেখা যায় এবং দিনের বেলা লুকায়িত থাকে। (তাবারী ২৪/৩৫১) তার এ মতামত প্রকাশের সমর্থনে একটি সহীহ হাদীসও পাওয়া যায় যে, যেখানে বলা হয়েছে *'তারুক'* অর্থাৎ সে তার পরিবারের কাছে রাত্রিবেলা আগমন করত। (ফাতহুল বারী ৯/২৫১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) *'শাকিব'* (ثَاقِبُ) শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রজ্জ্বলিত হওয়া'। (তাবারী ২৪/৩৫২) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, উহা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং শাইতানকে দগ্ধ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ প্রত্যেক লোকের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একজন হিফাযাতকারী নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ

মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১১)

মানুষকে সৃষ্টি করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম

এরপর মানুষের দুর্বলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মানুষের এটা চিন্তা করা উচিত যে, তাকে কি জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের সৃষ্টির মূল কি? এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে কিয়ামাতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি কেন পুনরুত্থানে সক্ষম হবেননা? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনি সৃষ্টি অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

মানুষ সবেগে স্খলিত পানি অর্থাৎ নারী-পুরুষের বীর্য দ্বারা আল্লাহর অনুমতি নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে। এই বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে এবং নারীর বক্ষদেশ হতে স্খলিত হয়। নারীদের এই বীর্য হলুদ রঙের এবং পাতলা হয়ে থাকে। উভয়ের বীর্যের সংমিশ্রণে শিশুর জন্ম হয়। (দুররুল মানসুর ৮/৪৭৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান)। এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হল ঃ বের হওয়া পানি বা বীর্যকে তিনি ওর জায়গায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। এটা মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) প্রভৃতি গুরুজনের উক্তি। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তাকে পুনরায় সৃষ্টি করে আখিরাতের দিকে প্রত্যাবৃত্ত করতেও তিনি ক্ষমতাবান। এটা যাহহাকের (রহঃ) উক্তি। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। কেননা দলীল হিসাবে এটা কুরআনুল হাকীমের মধ্যে কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে।

বিচার দিবসে মানুষের পক্ষে কেহকে সাহায্য করার অনুমতি থাকবেনা

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন গোপন বিষয়সমূহ খুলে যাবে, রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং লুকায়িত সবকিছুই বের হয়ে যাবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক গাদ্দার-বিশ্বাসঘাতকের পিছনে তার বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা প্রোথিত করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে ঃ 'এই ব্যক্তি হল অমুকের পুত্র অমুক গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসাৎকারী।' (বুখারী ৬১৭৭, মুসলিম ৩/১৩৫৯)

সেই দিন মানুষ নিজেও কোন শক্তি লাভ করবেনা এবং তার সাহায্যের জন্য অন্য কেহ এগিয়েও আসবেনা। অর্থাৎ নিজেকে নিজেও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং অন্য কেহও তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেনা।

١١. وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ	(১১) শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি,
١٢. وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ	(১২) এবং শপথ যমীনের যা বিদীর্ণ হয়,
١٣. إِنَّهُۥ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌ	(১৩) নিশ্চয়ই আল কুরআন মীমাংসাকারী বাণী,
١٤. وَمَا هُوَ بِٱلۡهَزۡلِ	(১৪) এবং এটা নিরর্থক নয়।
١٥. إِنَّهُمۡ يَكِيدُونَ كَيۡدًا	(১৫) তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,
١٦. وَأَكِيدُ كَيۡدًا	(১৬) আর আমিও ভীষণ কৌশল করি।
١٧. فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًۢا.	(১৭) অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।

আল কুরআনের সত্যতা এবং একে অমান্যকারীর শাস্তির প্রতিশ্রুতি

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ رَجْع শব্দের অর্থ হল বৃষ্টি। (তাবারী ২৪/৩৬০) অন্যত্র তিনি বলেছেন যে, বৃষ্টি রয়েছে যে মেঘে সেই মেঘ। এই বাদলের মাধ্যমে প্রতিবছর বান্দাদের রিয্কের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, যে রিয্ক ছাড়া ওরা এবং ওদের পশুগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হত। (তাবারী ২৪/৩৬০) সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহের এদিক ওদিক প্রত্যাবর্তন অর্থেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যমীন চৌচির হয়ে যাবে যেমনভাবে গাছপালা উৎপাদিত হওয়ার সময় ভূমির

অবস্থা হয়। (তাবারী ২৪/৩৬১) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। (দুররুল মানসুর ৮/৪৭৭) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ নিশ্চয়ই আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী। ন্যায় বিচারের কথা এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিরর্থক ও বাজে কথা সম্বলিত কোন কিস্‌সা-কাহিনী এটা নয়। কাফিরেরা এই কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে। নানা রকম ধোঁকা এবং প্রতারণার মাধ্যমে লোকদেরকে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا হে নাবী! তুমি এই কাফিরদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও, তাদের ব্যাপারে ত্বরা করনা, একটু অপেক্ষা কর, তারপর দেখবে যে, অচিরেই তারা নিকৃষ্টতম আযাবের শিকার হবে। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪)

সূরা তারিক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৭ ঃ ‘আলা, মাক্কী

٧٨ – سورة الأعلى ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৯, রুকূ ১)

(اَيَاتها : ١٩ ، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা আল-‘আলা’র মর্যাদা

এ সূরাটি যে মাক্কী সূরা তার প্রমাণ এই যে, বারা’ ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে যারা সর্ব প্রথম আমাদের নিকট (মাদীনায়) আসেন তাঁরা হলেন মুসআ’ব ইব্ন উমায়ের (রাঃ) এবং ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ)। তাঁরা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে শুরু করেন। অতঃপর বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ) এবং সা’দ (রাঃ) আগমন করেন। তারপর উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বিশজন সাহাবী সমভিব্যাহারে আমাদের কাছে আসেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসেন। আমি মাদীনাবাসীকে অন্য কোন ব্যাপারে এত বেশী খুশী হতে দেখিনি যতটা খুশী তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে হয়েছিলেন। ছোট ছোট শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকরা পর্যন্ত আনন্দে কোলাহল শুরু করে বলতে থাকেন যে, আমাদের কাছে যিনি এসেছেন তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বেই আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى সূরাটি, এ ধরনের অন্যান্য সূরাগুলির সাথে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/৫৬৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ‘যকে (রাঃ) বলেন ঃ কেন তুমি সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى এই সূরাগুলি পড়না? (ফাতহুল বারী ২/২৩৪, মুসলিম ১/৩৪০) মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় ঈদের সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى এবং هَلْ اَتَكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ এ সূরা দু’টি পাঠ

করতেন। যদি ঘটনাক্রমে একই দিনে জুমু‘আ ও ঈদের সালাত আদায় করতে হত তাহলে তিনি উভয় সালাতেই এই সূরা দু’টি পড়তেন। (আহমাদ ৪/২৭১) এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইব্ন মাজাহয়ও বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদ আহমাদে উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বি্তরের সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى, قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَفِرُوْنَ এবং فُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ এই সূরাগুলি পাঠ করতেন। অন্য একটি বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, فُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং فُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এই সূরা দু’টিও পড়তেন। (আহমাদ ৫/১২৩, ১/২৯৯, ৬/২২৭)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	١. سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى
(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন,	٢. ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ
(৩) এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন,	٣. وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ
(৪) এবং যিনি তৃণাদী উৎপন্ন করেছেন,	٤. وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ
(৫) পরে ওকে বিশুস্ক বিমলিন করেছেন,	٥. فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ

(৬) অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি বিস্মৃত হবেনা	٦. سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ
(৭) আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তদ্ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন,	٧. إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ
(৮) আমি তোমার জন্য কল্যাণের পথকে সহজ করে দিব।	٨. وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرَىٰ
(৯) অতএব উপদেশ যদি ফলপ্রসু হয় তাহলে উপদেশ প্রদান কর।	٩. فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ
(১০) যারা ভয় করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।	١٠. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ
(১১) আর ওটা উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা।	١١. وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡأَشۡقَى
(১২) সে ভীষণ অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করবে।	١٢. ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ
(১৩) অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেওনা।	١٣. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ

আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার আদেশ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন তখন

তিনি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলতেন। (আহমাদ ১/২৩২, আবূ দাউদ ৮৮৩) ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইব্‌ন ইসহাক আল হামদানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) যখনই سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন তখন বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আমার রবের জন্য যিনি মহান। যখন তিনি لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১) পাঠ করতেন এবং أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৪০) পর্যন্ত পৌঁছতেন তখন বলতেন ঃ নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আপনার। (তাবারী ২৪/৩৬৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন তখন বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আমার রবের যিনি মহান! (তাবারী ২৪/৩৬৮)

আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি জীবের জন্য পরিমিত করে সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যিনি সমস্ত মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকে সুন্দর ও উন্নত আকৃতি দান করেছেন। যিনি মানুষকে সৌভাগ্যের পথ-নির্দেশ করেছেন। যিনি পশুদের চারণভূমিতে তৃণ ও সবুজ ঘাসের ব্যবস্থা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৬৯) যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ

মূসা বলল ঃ আমার রাব্ব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫০) যেমন সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্ট জীবের ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করেছেন। সেই সময় তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।” (মুসলিম ৪/২০৪৪)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى পরে ওকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, উহা শুকিয়ে ফেলা এবং রং পরিবর্তন করা। (তাবারী ২৪/৩৬৯) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৬৯, ৩৭০)

রাসূল (সাঃ) অহীর কোন কিছুই ভুলে যাননি

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى হে মুহাম্মাদ! তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি স্বয়ং আল্লাহ কোন আয়াত ভুলিয়ে দিতে চান তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ অর্থই পছন্দ করেন এবং তাতে এ আয়াতের অর্থ হবে ঃ যে কুরআন আমি তোমাকে পড়াচ্ছি তা ভুলে যেওনা। তবে হ্যাঁ, আমি যে অংশ মানসুখ করে দেই সেটা ভিন্ন কথা।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى আল্লাহর কাছে তাঁর বান্দাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত আমল বা কাজ এবং আকীদা বা বিশ্বাস সবই সুস্পষ্ট। হে নাবী! আমি তোমার উপর ভাল কাজ, ভাল কথা, শারীয়াতের হুকুম-আহকাম সহজ করে দিব। এতে কোন প্রকার সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য থাকবেনা। থাকবেনা কোন প্রকার বক্রতা।

মানুষদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য আল্লাহর তা‘আলার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى তুমি এমন জায়গায় উপদেশ দাও যেখানে উপদেশ হয় ফলপ্রসূ। এতে বুঝা যায় যে, অযোগ্য

অবুঝদেরকে শিক্ষাদান করা উচিত নয়। যেমন আমীরুল মু'মিনীন আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'যদি তোমরা কারও সাথে এমন কথা বল যা তার জন্য বোধগম্য নয়, তাহলে তোমাদের কল্যাণকর কথা তার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে। তাতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। বরং মানুষের সাথে তোমরা তাদের বোধগম্য বিষয়ে কথা বল, যাতে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে না পারে।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى** এই কুরআন থেকে তারাই নাসীহাত বা উপদেশ লাভ করবে যাদের অন্তরে আল্লাহ ভীতি রয়েছে এবং যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ভয় মনে পোষণ করে। পক্ষান্তরে যারা হতভাগ্য তারা এ কুরআন থেকে কোন শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবেনা। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। যেখানে কোনরূপ আরাম-আয়েশ ও শান্তি-সুখ নেই, বরং আছে চিরস্থায়ী আযাব ও নানা প্রকার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আসল জাহান্নামী তারা না মৃত্যুবরণ করবে, আর না শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে। তবে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করার ইচ্ছা রাখেন তারা জাহান্নামের আগুনে পতিত হবার সাথে সাথেই পুড়ে মারা যাবে। তারপর সুপারিশকারী লোকেরা গিয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে এনে 'জীবনদানকারী ঝর্ণায়' ফেলে দিবেন। তাদের উপর জান্নাতের ঐ ঝর্ণাধারা হতে পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তারা সজীব হয়ে উঠবে যেভাবে বন্যায় নিক্ষেপিত বস্তুর (আবর্জনা স্তূপের) মাঝে বীজ গজিয়ে ওঠে।" তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা দেখনা যে, ঐ উদ্ভিদ প্রথমে সবুজ হয়, তারপর হলদে হয় এবং শেষে পূর্ণ সজীবতা লাভ করে থাকে?" তখন সাহাবীগণের কোন একজন বললেন ঃ "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলি এমনভাবে বললেন যেন তিনি জঙ্গলেই ছিলেন।" (আহমাদ ৩/৫)

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে কুরআন কারীমে বলেন ঃ

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬) এই অর্থ সম্বলিত আরও অনেক আয়াত রয়েছে। ইমাম আহমাদও (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে তারা সেখানে মরবেওনা এবং বাঁচবেওনা। সেখানে একদল লোক থাকবে যাদেরকে তাদের পাপের কারণে, অথবা বলেছেন তাদের খারাবীর কারণে আগুনে দগ্ধ করা হবে। ফলে দগ্ধ হতে হতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং একটি কয়লা খন্ডে পরিণত হবে। অতঃপর তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং একের পর এক দলকে জান্নাতের ঝর্ণার নিকট সমবেত করা হবে। অতঃপর বলা হবে ঃ ওহে জান্নাতীগণ! তাদের উপর (ঝর্ণার পানি) ঢেলে দাও। প্রবাহিত পানির দুই তীরের ভিজা মাটিতে বীজ বপন করলে যেমন চারা গাছ জন্মে, অনুরূপভাবে তারাও পুনরায় সজীব সতেজ হয়ে উঠবে।' তখন এক ব্যক্তি বলে উঠে ঃ মনে হচ্ছে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও মরু-ভূমির জংগলে বসবাস করেছেন। ইমাম মুসলিমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৩/১১, মুসলিম ১/১৭২)

١٤. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ	**(১৪) নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।**
١٥. وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ	**(১৫) এবং স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।**
١٦. بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا	**(১৬) কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাক,**
١٧. وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ	**(১৭) অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর।**
١٨. إِنَّ هَـٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ	**(১৮) নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (বিদ্যমান) আছে।**

ٱلْأُولَىٰ	
١٧. صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ.	**(১৯) (বিশেষতঃ) ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।**

আল্লাহর বান্দার কামিয়াবী হওয়ার দিক নির্দেশনা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ যে ব্যক্তি চরিত্রহীনতা হতে নিজেকে পবিত্র করে নিয়েছে এবং রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে সেই হুকুম আহকামের পুরোপুরি তাবেদারী করেছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করেছে শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে, সে মুক্তি ও সাফল্য লাভ করেছে।

মাদীনাবাসী ফিৎরা’ আদায় করা এবং পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম কোন সাদাকার কথা জানতেননা। উমার ইব্‌ন আবদুল আযীযও (রহঃ) লোকদেরকে ফিৎরা’ আদায়ের আদেশ করতেন এবং এ আয়াত পাঠ করে শুনাতেন।

আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলতেন ঃ ‘যদি তোমাদের মধ্যে কেহ সালাত আদায় করার ইচ্ছা করে এবং এই অবস্থায় কোন ভিক্ষুক এসে পড়ে তাহলে যেন সে তাকে কিছু দান করে।’ অতঃপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَ ذَكَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى এই আয়াত দু’টি পাঠ করতেন। (তাবারী ২৪/৩৭৪)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতদ্বয়ের ভাবার্থ হল ঃ যে নিজের সম্পদকে পবিত্র করেছে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করেছে (সে সফলকাম হয়েছে)। (তাবারী ২৪/৩৭৪)

পরকালের তুলনায় ইহকালের জীবন নিতান্তই মূল্যহীন

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অর্থাৎ তোমরা আখিরাতের উপর পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। দুনিয়া তো হল ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর অমর্যাদাকর। পক্ষান্তরে, আখিরাতের জীবন হল চিরস্থায়ী ও মর্যাদাময়। কোন বুদ্ধিমান লোক অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং মর্যাদাহীনকে মর্যাদাসম্পন্নের উপর প্রাধান্য দিতে পারেনা। দুনিয়ার জীবনের জন্য আখিরাতের জীবনের প্রস্তুতি পরিত্যাগ করতে পারেনা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবেসেছে সে আখিরাতে কষ্ট পাবে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবেসেছে সে দুনিয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। হে জনমণ্ডলী! যা চিরস্থায়ী থাকবে তাকে অস্থায়ীর উপর প্রাধান্য দাও।’ (আহমাদ ৪/৪১২)

ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসাকে (আঃ) সহীফা প্রদান করা হয়েছিল

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى এটা তো পূর্ববর্তী ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসার (আঃ) সহীফাসমূহে রয়েছে। এ আয়াতটি সূরা নাজম এর নিম্ন আয়াতের অনুরূপ ঃ

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ. وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ. ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ

তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? ওটা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা। আর এই যে, মানুষ তা’ই পায় যা সে করে; আর এই যে, তার কাজ অচিরেই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। আর এই যে, সব কিছুর সমাপ্তি তো তোমার রবের নিকট। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৩৬-৪২)

আবার কারও কারও মতে قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى হতে وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى পর্যন্ত আয়াতগুলিতে এর বর্ণনা রয়েছে। প্রথম উক্তিটিই বেশী সবল। এটাকেই হাসান (রহঃ) পছন্দ করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা আ'লা এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৮ ঃ গাশিয়াহ, মাক্কী

(আয়াত ২৬, রুকূ ১)

٨٨ – سورة الغاشية‘ مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ٢٦‘ رُكُوْعَاتُهَا : ١)

জুমু'আর সালাতে সূরা 'আলা এবং গাসিয়া পাঠ করা

নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাতে এবং জুমু'আর দিনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং غَاشِيَة পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তখন তারা বিনীতভাবে কাকুতি মিনতি করতে থাকবে, কিন্তু তা তাদের কোনই কাজে আসবেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ তারা হবে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ইমাম মালিকের (রহঃ) মুআত্তা হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, জুমু'আর সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম রাক'আতে সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা هَلْ اَتَكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করতেন। (মুআত্তা ১/১১১, আবূ দাঊদ ১/৬৭০, নাসাঈ ৩/১১২, মুসলিম ২/৫৯৮, ইব্ন মাজাহ ১/৩৫৫)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ	(১) তোমার কাছে কি সমাচ্ছন্নকারী সংবাদ পৌঁছেছে?
٢. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ	(২) সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে;
٣. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	(৩) কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে;
٤. تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً	(৪) তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে;
٥. تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ	(৫) তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে,
٦. لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ	(৬) তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই
٧. لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ	(৭) যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা।

বিচার দিবসে জাহান্নামীদের প্রতি আচরণ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদের (রহঃ) মতে গাশিয়াহ হল কিয়ামাতের একটি নাম, কারণ এটা সবার উপর আসবে, সবাইকে ঘিরে ধরবে এবং ঢেকে ফেলবে। (তাবারী ২৪/৩৮১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ *সেইদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কেহ কেহ হবে

নিগৃহীত/অপদস্থ। (তাবারী ২৪/৩৮২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা বিনীত-বিগলিত চিত্তে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে চাইবে। কিন্তু তখন তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হবেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** তারা হবে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ও পরিশ্রান্ত। তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা বড় বড় কাজ করেছিল, আমলের জন্য কষ্ট করেছিল, কিন্তু আজ তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে।

আবূ ইমরান জাওফী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) এক রাহিবের (খৃষ্টান পাদ্রীর) আশ্রমের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ঐ রাহিবকে ডাক দেন। খৃষ্টান সাধক তাঁর কাছে হাজির হলে তিনি সাধককে দেখে কেঁদে ফেলেন। সাধক তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার কিতাবে উল্লেখিত তাঁর **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ‘عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** এই উক্তি আমার স্মরণে এসেছে এবং ওটাই আমাকে কাঁদিয়েছে। (আবদুর রায্যাক ২/২৯৯, হাকিম ২/৫২২) এর ভাবার্থ হল ঃ ইবাদাত, রিয়াযাত করছে, অথচ শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** দ্বারা খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭০) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ দুনিয়ায় তারা পাপের কাজ করছে এবং আখিরাতে তারা শাস্তি এবং প্রহারের কষ্ট ভোগ করবে।

تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে) আয়াত সম্বন্ধে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, উহা হল প্রচন্ড তাপমাত্রা সম্বলিত গরম। অতঃপর বলা হয়েছে যে, **تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ** ঐ তাপের পরিমান বা মাত্রা এত প্রচন্ড হবে যে সবকিছু গলিত করে ফেলবে, যেরূপ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৮৩) **لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ** এ আয়াতে **ضَرِيعٍ** সম্পর্কে আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, উহা হল জাহান্নামের একটি গাছ। (তাবারী ২৪/৩৮৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবুল যাওজা (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, উহা হল *'আশ শিবরিক'* জাতীয় এক ধরনের গাছ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, কুরাইশরা ঐ গাছকে বসন্তকালে বলত *'আশ-শাবরাক'* এবং গ্রীস্মকালে বলত *'আদ-দারী'*। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, উহা এক ধরনের কাটাযুক্ত গাছ যা মাটির সাথে ছড়িয়ে থাকে। (তাবারী ২৪/৩৮৪) ইমাম বুখারীও (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, *'আদ-দারী'* গাছটিকেই *'আশ শিবরিক'* বলা হয়। হিজায এলাকার লোকেরা, ঐ গাছটি যখন শুকিয়ে যায় তখন 'আদ-দারী' বলে এবং ওটি অত্যন্ত বিষাক্তযুক্ত। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭০) মা'মারও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৮৪) সাঈদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইহা অত্যন্ত বাজে, বিস্বাদ ও তিক্তময় খাবার। (তাবারী ২৪/৩৮৪) অতঃপর বলা হয়েছে **لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ** । এতে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবেনা এবং কষ্টও দূর হবেনা। সেখানে **ضَرِيْع** ছাড়া অন্য কোন খাদ্য মিলবেনা। এটা হবে আগুনের বৃক্ষ, জাহান্নামের পাথর। এতে বিষাক্ত কন্টক বিশিষ্ট ফল ধরে থাকবে। এটা হবে দুর্গন্ধময় খাদ্য ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট আহার্য। এটা খাওয়ায় দেহও পুষ্ট হবেনা, ক্ষুধাও নিবৃত্ত হবেনা এবং অবস্থারও কোন পরিবর্তন হবেনা।

(৮) বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল	٨. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
(৯) নিজেদের কর্ম সাফল্যে পরিতৃপ্ত,	٩. لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ
(১০) সমুন্নত কাননে অবস্থিতি হবে	١٠. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
(১১) সেখানে তারা অবান্তর বাক্য শুনবেনা।	١١. لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً

(১২) সেখানে আছে প্রবহমান ঝর্ণাধারা	١٢. فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ
(১৩) তন্মধ্যে রয়েছে সমুচ্চ আসনসমূহ;	١٣. فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ
(১৪) এবং সুরক্ষিত পান পাত্রসমূহ,	١٤. وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ
(১৫) ও সারি সারি তাকিয়াসমূহ,	١٥. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ
(১৬) এবং সম্প্রসারিত গালিচাসমূহ।	١٦. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

বিচার দিবসে জান্নাতীদের বর্ণনা

এর পূর্বে পাপী, দুষ্কৃতিকারী এবং মন্দ লোকদের বর্ণনা এবং তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের পরিণাম ও পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, সেইদিন এমন বহু চেহারা দেখা যাবে যাদের চেহারা থেকে তৃপ্তি ও আনন্দ উল্লাসের নিদর্শন প্রকাশ পাবে। তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময় দেখে খুশী হবে। জান্নাতের উঁচু উঁচু অট্টালিকায় তারা অবস্থান করবে। সেখানে কোন প্রকারের বাজে কথা ও অশ্লীল আলাপ থাকবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَٰمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবেনা এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬২)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ২৫-২৬) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

সেখানে নেই কোন অসার পাপবাক্য। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২৩)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ।' এখানে শুধুমাত্র একটি ঝর্ণার কথা বুঝানো হয়নি। বরং ঝর্ণাসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ মিশ্কের পাহাড় এবং মিশকের টিলা হতে প্রবাহিত হবে। (ইব্ন হিব্বান ২৬২২)

সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা। অর্থাৎ জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে উঁচু উঁচু পালঙ্ক রয়েছে এবং ঐ সব পালঙ্কে উঁচু উঁচু আরামদায়ক বিছানা তোষকসমূহ রয়েছে। সেই বিছানার পাশে আয়াতলোচনা সুন্দরী হুরগণ বসে থাকবে। এ সব বিছানাগুলি উঁচু উঁচু গদিবিশিষ্ট হলেও যখনই আল্লাহর বন্ধুরা ওগুলিতে বসতে ইচ্ছা করবে তখন ওগুলি নুইয়ে পড়বে। রকমারী সুরা থাকবে, যে রকম সুরা যতটুকু পরিমাণ ইচ্ছা করবে পান করতে পারবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন '*নামারিক*' হল বালিশ। (তাবারী ২৪/৩৮৭) ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), শাউরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। পরবর্তী আয়াতের '*আজ-জারাবী*' সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, উহা হল কার্পেট। যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। আর '*মাবছুছা*' অর্থ হল এখানে ওখানে অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় বিছিয়ে রাখা যাতে যে ইচ্ছা করবে সে ওতে (কার্পেটে) উপবেশন করতে পারে।

(১৭) তাহলে কি তারা উষ্ট্র পালের দিকে লক্ষ্য করেনা যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে?	١٧. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
(১৮) এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমুচ্চ করা	١٨. وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ

হয়েছে?	رُفِعَتۡ
(১৯) এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটা স্থাপন করা হয়েছে?	١٩. وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ
(২০) এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?	٢٠. وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ
(২১) অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র।	٢١. فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ
(২২) তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।	٢٢. لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ
(২৩) কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে,	٢٣. إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ
(২৪) আল্লাহ তাকে কঠোর দন্ডে দন্ডিত করবেন।	٢٤. فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَكۡبَرَ
(২৫) নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।	٢٥. إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ
(২৬) অতঃপর আমারই উপর তাদের হিসাব-নিকাশ (গ্রহণের ভার)।	٢٦. ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم.

আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করার জন্য তাঁর সৃষ্ট আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বতের দিকে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাঁর সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এবং অনুভব করে যে, ঐ সব থেকে স্রষ্টার কি অপরিসীম ক্ষমতাই না প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর কুদরাত, তাঁর ক্ষমতা প্রতিটি জিনিস কিভাবে প্রকাশ করছে! তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ তাহলে কি তারা দৃষ্টিপাত করেনা উটের দিকে যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

উটের প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, ওকে অদ্ভুতভাবে এবং শক্তি ও সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এই জন্তু অতি নম্র ও সহজভাবে বোঝা বহন করে এবং অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে চলাফিরা করে। মানুষ ওর গোশত আহার করে, ওর পশম তাদের কাজে লাগে, তারা ওর দুধ পান করে এবং ওর দ্বারা তারা আরো নানাভাবে উপকৃত হয়। সর্বাগ্রে উটের কথা বলার কারণ এই যে, আরাবের লোকেরা সাধারণতঃ উটের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়ে থাকে। উট আরাববাসীদের নিকট সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রাণী।

কাযী শুরাইহ্ (রহঃ) বলতেন ঃ চল, গিয়ে দেখি উটের সৃষ্টি নৈপুণ্য কিরূপ এবং আকাশের উচ্চতা যমীন হতে কিরূপ! যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَلَمۡ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بَنَيۡنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٖ

তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই? (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৬)

এরপর বলা হচ্ছে ঃ আর তারা কি দৃষ্টিপাত করেনা পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে আমি ওটাকে স্থাপন করেছি? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে এমনভাবে মাটির বুকে প্রোথিত করে দিয়েছেন, যাতে যমীন নড়াচড়া করতে না পারে। আর পর্বতও যেন অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম না হয়। তারপর পৃথিবীতে যেসব উপকারী কল্যাণকর জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেদিকেও মানুষের দৃষ্টিপাত করা উচিত। আর যমীনের দিকে তাকালে

তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা কিভাবে ওটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন! মোট কথা এখানে এমন সব জিনিসের কথা বলা হয়েছে যেগুলি কুরআনের প্রথম ও প্রধান সম্বোধন স্থল আরাববাসীদের চোখের সামনে সব সময় থাকে। একজন বেদুঈন যখন তার উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়ে তখন তার পায়ের তলায় থাকে যমীন, মাথার উপর থাকে আসমান, পাহাড় থাকে তার চোখের সামনে, সে নিজের উটের পিঠে আরোহীরূপে থাকে। এ সব কিছুতে স্রষ্টার সীমাহীন কুদরত, শিল্প নৈপুণ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আরো প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টা ও রাব্ব একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কেহ নেই যার কাছে নত হওয়া যায়, অনুনয় বিনয় করা যায়। আমরা যাঁকে বিপদের সময় স্মরণ করি, যাঁর নাম যিক্র করি, যাঁর কাছে মাথা নত করি তিনি একমাত্র স্রষ্টা ও রাব্ব আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেহ নেই।

‘যিমাম ইব্ন শালাবাহ’ এর বিবরণ

যিমাম ইব্ন শালাবাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলি এ রকম শপথ দিয়েই করেছিলেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার প্রশ্ন করা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমরা মনে মনে কামনা করতাম যে, যদি বাইরে থেকে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন করতেন তাহলে তাঁর মুখের জবাব আমরাও শুনতে পেতাম (আর এটা আমাদের জন্য খুব খুশীর বিষয় হত)! আকস্মিকভাবে একদিন এক দূরাগত বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার দূত আমাদের কাছে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন এ কথা নাকি আপনি বলেছেন?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘সে সত্য কথাই বলেছে।’ লোকটি প্রশ্ন করল ঃ ‘আচ্ছা, বলুন তো, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ ‘আল্লাহ।’ লোকটি বলল ঃ ‘যমীন সৃষ্টি করেছেন কে?’ তিনি উত্তর দিলেন ঃ ‘আল্লাহ।’ সে প্রশ্ন করল ঃ ‘এই পাহাড়গুলি কে স্থাপন করেছেন এবং তাতে যা কিছু করার তা করেছেন তিনি কে? তিনি জবাব দিলেন ঃ ‘আল্লাহ।’ লোকটি তখন বলল ঃ ‘আসমান-যমীন যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলি যিনি স্থাপন করেছেন তাঁর শপথ। ঐ আল্লাহই কি আপনাকে তাঁর রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ’ লোকটি প্রশ্ন করল ঃ ‘আপনার দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফারয (এটা কি সত্য)?’ তিনি জবাবে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ’, সে সত্য কথাই বলেছে।’ লোকটি বলল ঃ ‘যে আল্লাহ আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! ঐ আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি জবাব দিলেন ‘হ্যাঁ’। লোকটি বলল ঃ ‘আপনার দূত এ কথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত রয়েছে। (এ কথাও কি সত্য)?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, সে সত্যই বলেছে।’ লোকটি বলল ঃ ‘যে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! তিনিই কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি জবাবে বললেন ‘হ্যাঁ।’ লোকটি বলল ঃ ‘আপনার দূত আমাদেরকে এ খবরও দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন হাজ্জ পালন করে (এটাও কি সত্য?)’ তিনি জবাব দিলেন ঃ ‘হ্যাঁ, সে সত্য কথা বলেছে।’ অতঃপর লোকটি যেতে লাগল। যাওয়ার পথে সে বলল ঃ ‘যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি এগুলির কমও আমল করবনা, বেশিও করবনা।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘লোকটি যদি (অন্তর থেকে) সত্য কথা বলে থাকে তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (আহমাদ ৩/১৪৩) এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) ছাড়াও ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ৬৩, মুসলিম ১/৪১, আবূ দাউদ ৪৮৬, ইমাম তিরমিযী ৬১৯, নাসাঈ ২৪০১-০২, ইব্ন মাজাহ ১৪০২)

রাসূলের (সাঃ) দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ হে নাবী! তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো শুধু একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি মানুষের কাছে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা তাদের কাছে পৌঁছে দাও। যেমন অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব তো আমার। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৪০) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ‘তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।’ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তুমি তাদের উপর জোর জবরদস্তিকারী নও। (তাবারী ২৪/৩৯০) অর্থাৎ তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল তুমি তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করতে পারবেনা। (তাবারী ২৪/৩৯০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যখন তারা এটা বলবে তখন তারা তাদের জান-মাল আমা হতে রক্ষা করতে পারবে, ইসলামের হক ব্যতীত (যেমন ইসলাম গ্রহণের পরেও কেহকে হত্যা করলে কিসাস বা প্রতিশোধ হিসাবে তাকে হত্যা করা হবে)। তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলার উপর থাকবে।’ অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

‘অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।’ অনুরূপভাবে এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) কিতাবুল ঈমানে এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তাদের সুনান গ্রন্থের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৩/৩৩০, ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫২-৫৩, তিরমিযী ৯/২৬৫, নাসাঈ ৬/৫১৪)

সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ । তবে কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে সে আল্লাহর নির্ধারিত রোকনসমূহ অনুসরণ করা হতে দূরে সরে যায় এবং সত্য ধর্ম ইসলামকে মনে প্রাণে অর্থাৎ কথায় ও কাজে অস্বীকার করে। এরই অনুরূপ অন্য একটি আয়াত রয়েছে ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ.

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩১-৩২) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘ আল্লাহ তাকে দিবেন মহাশাস্তি।’

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ। আমি তাদের কাছ থেকে হিসাব নিকাশ গ্রহণ করব এবং বিনিময় প্রদান করব। সৎ কাজের জন্য পুরস্কার দিব এবং পাপের জন্য দিব শাস্তি।

সূরা গা'শিয়াহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৮৯ ঃ ফাজ্‌র, মাক্কী

٨٩ – سورة الفجر ' مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩০, রুকূ ১)

(اَيَاتُهَا : ٣٠ ' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সালাতে সূরা ফাজর তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গ

সুনান নাসাঈতে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুআয (রাঃ) সালাত আদায় করাচ্ছিলেন, একটি লোক এসে ঐ সালাতে শামিল হয়। মুআয (রাঃ) সালাতে কিরআত লম্বা করেন। তখন ঐ আগন্তক জামা'আত ছেড়ে দিয়ে মাসজিদের এক কোণে গিয়ে একাকী সালাত আদায় করে চলে যায়। মুআয (রাঃ) এ ঘটনা জেনে ফেলেন এবং বলেন যে, ঐ ব্যক্তি মুনাফিক। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে অভিযোগের আকারে এ ঘটনা বিবৃত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ঐ লোকটিকে ডেকে নিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এ ছাড়া কি করব? আমি তাঁর পিছনে সালাত শুরু করেছিলাম, আর তিনি শুরু করেছিলেন লম্বা সূরা। তখন আমি জামাআত ছেড়ে দিয়ে মাসজিদের এক কোণে একাকী সালাত আদায় করে নিয়েছিলাম। অতঃপর মাসজিদ হতে বের হয়ে এসে আমার উষ্ট্রীকে খাবার দিয়েছিলাম। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযকে (রাঃ) বলেন ঃ হে মুআয! তুমি তো জনগণকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপকারী। তুমি কি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى, وَالشَّمْسِ وَ ضُحَهَا, وَالْفَجْرِ এবং وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى এই সূরাগুলি পাঠ করতে পারনা? (নাসাঈ ৬/৫৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) শপথ উষার,	١. وَٱلۡفَجۡرِ

(২) শপথ দশ রাতের,	٢. وَلَيَالٍ عَشۡرٖ
(৩) শপথ জোড় ও বেজোড়ের,	٣. وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ
(৪) এবং শপথ রাতের, যখন ওটা গত হতে থাকে।	٤. وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ
(৫) নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ জ্ঞানবান ব্যক্তি জন্য।	٥. هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ
(৬) তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছেন 'আদ বংশের -	٦. أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
(৭) ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?	٧. إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ
(৮) যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি?	٨. ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِي ٱلۡبِلَٰدِ
(৯) এবং সামুদের প্রতি, যারা উপত্যকার পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?	٩. وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ
(১০) এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফির'আউনের প্রতি -	١٠. وَفِرۡعَوۡنَ ذِي ٱلۡأَوۡتَادِ

(১১) যারা নগরসমূহে উদ্ধতাচরণ করেছিল।	١١. ٱلَّذِينَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ
(১২) অতঃপর সেখানে তারা বহু বিপ্লব (সংঘটিত) করেছিল।	١٢. فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلۡفَسَادَ
(১৩) সুতরাং তোমার রাব্ব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।	١٣. فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ
(১৪) নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব সবই দেখেন ও সময়ের প্রতীক্ষায় থাকেন।	١٤. إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ

ফাজর শব্দের ব্যাখ্যা

এটা সর্বজন বিদিত যে, ফাজরের অর্থ হল সকাল বেলা। আলী (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) এটা উক্তি। (তাবারী ২৪/৩৯৫, বাগাবী ৪/৪৮১) মাসরুক (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বিশেষভাবে ঈদুল আযহার সকালবেলাকে বুঝানো হয়েছে। আর ওটা হল দশ রাত্রির সমাপ্তি। (কুরতুবী ২০/৩৯)

দশ রাতের দ্বারা যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে, যেমন এ কথা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন যুবায়ের (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং পূর্ব ও পর যুগীয় আরো বহু বিজ্ঞজন বলেছেন। (তাবারী ২৪/৩৯৬) সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ রূপে বর্ণিত আছে ঃ ‘আল্লাহর কাছে কোন ইবাদাতই এই দশ দিনের ইবাদাত হতে উত্তম নয়।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ ‘আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজের জান-মাল নিয়ে বেরিয়েছে, তারপর ওগুলির কিছুই নিয়ে ফিরেনি (তার কথা স্বতন্ত্র)।’ (ফাতহুল বারী ২/৫৩০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে *‘বিত্‌র’* হল আরাফাতের দিন, কারণ ইহা হল মাসের নবম দিন। আর *‘আশ শাফী’* হল কুরবানীর দিন, কারণ ইহা মাসের দশম দিন। (এ হাদীসটি সহীহ নয়) এ বিষয়ে আরও মতামত পাওয়া যায়। তাই এখানে উল্লেখ করা হলনা।

রাতের শপথের ব্যাখ্যা

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ শপথ রাতের যখন তা গত হতে থাকে। আবার এ অর্থও করা হয়েছে যে, রাত্রি যখন আসতে থাকে। এটাই অধিক সমীচীন বলে মনে হয়। এ উক্তিটি وَالْفَجْرِ এর সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। ফাজর বলা হয় যখন রাত্রি শেষ হয়ে যায় এবং দিনের আগমন ঘটে ঐ সময়কে। কাজেই এখানে দিনের বিদায় ও রাতের আগমন অর্থ হওয়াই যুক্তিসংগত। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ. وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ

শপথ রাতের যখন ওর আবির্ভাব হয়, আর ঊষার যখন ওর আবির্ভাব হয়। (সূরা তাকউইর, ৮১ ঃ ১৭-১৮)

حِجْرٌ এর অর্থ হচ্ছে আকল বা বিবেক। হিজর বলা হয় প্রতিরোধ বা বিরতকরণকে। বিবেক ও ভ্রান্তি, মিথ্যা ও মন্দ থেকে বিরত রাখে বলে ওকে আকল বা বিবেক বলা হয়। حِجْرُ الْبَيْت এ কারণেই বলা হয় যে, কা’বাতুল্লাহর যিয়ারাতকারীদেরকে শামী দেয়াল থেকে এই حِجْرٌ বিরত রাখে। এ থেকেই হিজরে ইয়ামামাহ শব্দ গৃহীত হয়েছে। এ কারণেই আরাবের লোকেরা বলে থাকে حَجَرَ الحَاكِمُ عَلَى فُلاَنٍ অর্থাৎ শাসনকর্তা অমুককে বিরত রেখেছেন। যখন কোন লোককে বাদশাহ বাড়াবাড়ি করতে বিরত রাখেন তখন আরাবরা এ কথা বলে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا

যেদিন তারা মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা এবং তারা বলবে ঃ কোনো বাধা যদি তা আটকে রাখত! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২২) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য। কোথাও ইবাদাত বন্দেগীর শপথ, কোথাও ইবাদাতের সময়ের শপথ, যেমন হাজ্জ, সালাত ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার সৎ আমলকারী বান্দারা তাঁর নৈকট্য লাভ করার জন্য সচেষ্ট থাকে এবং তাঁর সামনে নিজেদের হীনতা প্রকাশ করে অনুনয় বিনয় করতে থাকে।

'আদ জাতি ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা

সৎ আমলকারী বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের বিনয় ও ইবাদাত বন্দেগীর কথা উল্লেখ করেছেন, সাথে সাথে বিদ্রোহী, হঠকারী, পাপী ও দুর্বৃত্তদেরও বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, হে নাবী! তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব স্তম্ভসদৃশ 'আদ জাতির সাথে কি করে ছিলেন? কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? তারা ছিল হঠকারী এবং অহংকারী। তারা আল্লাহর নাফরমানী করত, রাসূলকে অবিশ্বাস করত এবং নিজেদেরকে নানা প্রকারের পাপকাজে নিমজ্জিত রাখত।

এখানে প্রথম 'আদ (আ'দে উলা) এর কথা বলা হয়েছে। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, তারা 'আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন আউস ইব্ন সাম ইব্ন নূহের (আঃ) বংশধর ছিল। (তাবারী ২৪/৪০৪) তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হূদ (আঃ) আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যকার ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বাকি সব বেঈমানকে ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কুরআনে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যাতে বিশ্বাসীগণ এ বর্ণনা পাঠ করে শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ
وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ.
فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ

আর 'আদ' সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে; তখন যদি তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খর্জুর কান্ডের ন্যায়। তুমি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬-৮)

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (ইরাম গোত্রের প্রতি–যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের) তাদের অতিরিক্ত পরিচয় প্রদানের জন্য এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে **ذَاتِ الْعِمَادِ** বলার কারণ এই যে, তারা দৃঢ় ও সুউচ্চ স্তম্ভ বিশিষ্ট গৃহে বসবাস করত। সমসাময়িক যুগের লোকদের তুলনায় তারা ছিল অধিক শক্তিশালী এবং দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। এ কারণেই হূদ (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى ٱلْخَلْقِ
بَصْۜطَةً ۖ فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ
أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً

আর ‘আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৫) আর এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘যার সমতুল্য (প্রাসাদ) কোন দেশে নির্মিত হয়নি।’ তারা খুবই দীর্ঘ দেহ ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিল। সেই যুগে তাদের মত দৈহিক শক্তির অধিকারী আর কেহ ছিলনা।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন *‘ইরাম’* হল একটি প্রাচীন জাতি যাদের উপস্থিতি ছিল ‘আদ’ জাতির পূর্বে। কাতাদাহ ইব্‌ন দীআমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, *‘ইরাম’* হল ‘আদ’ জাতির গৃহসমূহ। দ্বিতীয় অভিমতটিই উত্তম এবং শক্তিশালী বলে মনে হয়। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন, তারা পাহাড়ের উপর বড় বড় পিলার (স্তম্ভ বা খুটি) নির্মাণ করেছিল, যা তাদের পূর্বে অন্য কেহ করেনি। (তাবারী ২৪/৪০৬) অবশ্য কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই মতামত ব্যক্ত করেন যে, এর অর্থ হল এই যে, আদ জাতির সম-সাময়িক সময়ে তাদের মত অন্য কোন গোত্র সৃষ্টি করা হয়নি। (তাবারী ২৪/৪০৬) দ্বিতীয় অভিমতটি অধিক যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং তার সাথে অন্যান্যরা যা বলেছেন তা যুক্তির দিক থেকে দুর্বল। কারণ তাহলে আল্লাহ তা‘আলা বলতেন ‘তাদের মত করে যমীনে আর কেহকে তৈরী করা হয়নি।’ কিন্তু তিনি বলেছেন, তাদের মত যমীনে আর কেহকে সৃষ্টি করা হয়নি।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ** । এই ছামূদ জাতি পাহাড়ের পাথর কেটে নিজেদের গৃহ নির্মাণ করত। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ

তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করেছ। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১৪৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা পাহাড়ের পাথর কেটে বিভিন্ন নক্সা করে ঘর-বাড়ী তৈরী করত। (তাবারী ২৪/৪০৮) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪০৮)

ফির‘আউনের বর্ণনা

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আর (তুমি কি দেখনি যে, তোমার রাব্ব কি করেছিলেন) কীলক ওয়ালা ফির‘আউনের সঙ্গে। **اَوْتَاد** এর অর্থ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বাহিনী বা দল বলে উল্লেখ করেছেন যারা ফির‘আউনের কার্যাবলীর বাস্তবায়ন সুদৃঢ় করত। (তাবারী ২৪/৪০৯) এমনও বর্ণিত আছে যে, ফির‘আউনের ক্রোধের সময় তারা লোকদের হাতে পায়ে পেরেক মেরে ঝুলিয়ে রাখত।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ** যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল। অর্থাৎ যারা নগরসমূহে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার পরে অধিক মাত্রায় উপদ্রব করেছিল। যারা মানুষকে খুবই নিকৃষ্ট মনে করত এবং নানাভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন করত। মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ফির‘আউন লোকদেরকে পেরেকে গেঁথে শাস্তি প্রদান করত। (তাবারী ২৪/৪০৯) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) একই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪০৯) আল্লাহ তা‘আলা তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের প্রতি শাস্তির বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন উপায় অবাধ্য দুস্কৃতিকারীদের ছিলনা।

তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ** হে নাবী! অতঃপর তোমার রাব্ব তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। অর্থাৎ তাদের প্রতি অবশেষে এমন শাস্তি এসেছে যে, তা টলানো যায়নি। ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ সবই পর্যবেক্ষণ করছেন

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই দেখেন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (তাবারী ২৪/৪১১) তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেন যে, কে কি করে। এই পার্থিব জগতে ও পরকালে তিনি তাদের ঐ আমলের উপর ভিত্তি করে

প্রতিদান দিবেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি প্রত্যেককে ভাল মন্দের বিনিময় প্রদান করবেন। সমস্ত মানুষ অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যাবে এবং সবাই এককভাবে বিচারের জন্য দাঁড়াবে। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা সবারই প্রতি সুবিচার করবেন। তিনি সর্বপ্রকার অত্যাচার হতে মুক্ত ও পবিত্র।

(১৫) মানুষ তো এরূপ যে, তার রাব্ব যখন তাকে পরীক্ষা করেন, পরে তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ-সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে ঃ আমার রাব্ব আমাকে সম্মানিত করেছেন।	١٥. فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ
(১৬) এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তার রিয্ক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে ঃ আমার রাব্ব আমাকে হীন করেছেন।	١٦. وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ
(১৭) না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমদেরকে সম্মান করনা।	١٧. كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ
(১৮) এবং তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা,	١٨. وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
(১৯) এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণ রূপে আহার করে থাক,	١٩. وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلاً لَّمًّا
(২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবেসে থাক,	٢٠. وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبًّا جَمًّا

সম্পদশালী, নিঃস্ব হওয়া কিংবা সম্মান-প্রতিপত্তি সবই পরীক্ষাস্বরূপ

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যে সব লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশস্ততা পেয়ে মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মান করেছেন, তারা ভুল মনে করে। বরং এটা তাদের প্রতি একটা পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيَحۡسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٖ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمۡ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ بَل لَّا يَشۡعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫-৫৬)

আবার যখন তাদেরকে তাদের রাব্ব পরীক্ষা করেন এবং তাদের রিয্ক সংকুচিত করে দেন তখন তারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে হীন করেছেন। অথচ এসবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর পরীক্ষা। এ কারণেই كَلَّا দ্বারা উপরোক্ত উভয় ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। এটা প্রকৃত ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ যার ধন-সম্পদে প্রশস্ততা দান করেছেন তার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং যার ধন সম্পদ সংকুচিত করে দিয়েছেন তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। বরং উভয় দলকেই তিনি প্রদান করেন অথবা স্থগিত রাখেন। এই উভয় অবস্থায় সঠিক কাজ করে যাওয়াই তার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র

উপায়। ধনী হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দরিদ্র হয়ে ধৈর্য ধারণ করাই বরং আল্লাহর প্রেমিকের পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা উভয় অবস্থায়ই তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন।

শাইতানের প্ররোচনায় মানুষ সম্পদের অপব্যবহার করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ অতঃপর ইয়াতীমদেরকে সম্মান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুনান আবূ দাঊদে সাহল ইব্‌ন সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি এবং ইয়াতীমদের লালন পালনকারী এভাবে জান্নাতে থাকব। (আবূ দাঊদ ৫/৩৫৬, মুসলিম ২৯৮৩) ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলিকে মিলিত করে ইশারা করলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান ও আদর যত্ন করছনা এবং অভাব গ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে থাক আর তোমরা ধন-দৌলতের প্রতি অতিমাত্রায় ভালবাসা রাখ (কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়)।

(২১) এটা সংগত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে,	٢١. كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا
(২২) এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে	٢٢. وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
(২৩) সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন	٢٣. وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۚ

মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে?	يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ
(২৪) সে বলবে ঃ হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!	٢٤. يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى
(২৫) সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারবেনা,	٢٥. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ
(২৬) এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করতে পারবেনা।	٢٦. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ
(২৭) বলা হবে ঃ হে প্রশান্ত চিত্ত!	٢٧. يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ
(২৮) তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে,	٢٨. ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
(২৯) অতঃপর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,	٢٩. فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى
(৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।	٣٠. وَٱدْخُلِى جَنَّتِى.

বিচার দিবসে ফাইসালা হবে পার্থিব জীবনের ভাল-মন্দ আমলের উপর

এখানে কিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا নিশ্চয়ই সেদিন যমীনকে নিচু করে দেয়া হবে, উচু নিচু যমীন সব সমান করে দেয়া হবে। সমগ্র যমীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। পাহাড় পবর্তকে মাটির সাথে সমতল করে দেয়া হবে। সকল সৃষ্ট জীব কাবর থেকে বেরিয়ে আসবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের বিচারের জন্য এগিয়ে আসবেন। ইহা হবে যখন সকল আদম সন্তানের নেতা মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করা হবে। এর পূর্বে সমস্ত মাখলুক বড় বড় নাবীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সুপারিশের আবেদন জানাবে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবেন। তারপর তারা মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশের আবেদন জানাবেন। তিনি বলবেন ঃ হ্যাঁ, আমি ইহা করব।' নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তখন তাঁকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। (আহমাদ ১/২৮২) এটাই প্রথম সুপারিশ। এ আবেদন মাকামে মাহমুদ হতে জানানো হবে। এ বিষয়ে সূরা ইসরায় আলোচিত হয়েছে । অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যাত ফাইসালার জন্য এগিয়ে আসবেন। তিনি কিভাবে আসবেন সেটা তিনিই ভাল জানেন। মালাইকা/ফেরেশতারাও তাঁর সামনে কাতারবন্দী হয়ে হাযির হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জাহান্নামকেও কাছে নিয়ে আসা হবে।

ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ (রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সেদিন জাহান্নামকে কাছে নিয়ে আসা হবে এবং ওর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার মালাইকা থাকবে। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবে।' ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী (রাঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/২১৮৪, তিরমিযী ৭/২৯৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ সেদিন মানুষ তার নতুন পুরাতন সকল আমল বা কার্যাবলী স্মরণ করতে থাকবে। মন্দ আমলের জন্য অনুশোচনা করবে, ভাল কাজ না করা বা কম করার কারণে দুঃখ/আফসোস করবে। পাপ কাজের জন্য লজ্জিত হবে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমরাহ (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কোন বান্দা যদি জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সাজদায় পড়ে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ আনুগত্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেয় তবুও সে কিয়ামাতের দিন তার সকল সৎ আমলকে তুচ্ছ ও সামান্য মনে করবে। তার একান্ত ইচ্ছা হবে যে, যদি সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আরও অনেক সৎ আমল সঞ্চয় করতে পারত।' (আহমাদ ৪/১৮৫)

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ সেই দিন আল্লাহর দেয়া আযাবের মত আযাব আর কেহ দিতে পারবেনা। তিনি তাঁর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে যে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করবেন ঐরূপ শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধনও কেহ করতে পারেনা। মালাইকা আল্লাহর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের শিকল এবং বেড়ী পরিধান করাবেন।

পাপী ও অন্যায়কারীদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা এখন মু'মিনদের অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করছেন। যে সব রূহ তৃপ্ত, শান্ত, পবিত্র এবং সত্যের সহচর, মৃত্যুর সময়ে এবং কাবর হতে উঠার সময় তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের রবের কাছে, জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে ফিরে চল। এই রূহ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও এর প্রতি সন্তুষ্ট। এই রূহকে এত দেয়া হবে যে, সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। তাকে বলা হবে ঃ তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। وَادْخُلِي جَنَّتِي 'আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' এই বাক্যটি তখন বলা হয় যখন বান্দা মৃত্যুবরণ করে এবং আরও বলা হবে বিচার দিবসে। বান্দার যখন জান

কবজ করা হয় এবং কাবরে উত্থিত (সাওয়াল জবাবের জন্য) করা হয় তখন মালাইকা মু'মিনদেরকে এই সুসংবাদ দিয়ে থাকেন।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ... يَاَيَّتُهَا النَّفْــسُ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তখন বলে ওঠেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কি সুন্দর বাণী এটা।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ '(হে আবূ বাকর (রাঃ)!) আপনাকেও এ কথাই বলা হবে।' (দুররুল মানসুর ৮/৫১৩)

সূরা ফাজর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯০ ঃ বালাদ, মাক্কী

(আয়াত ২০, রুকূ ১)

٩٠ – سورة البلد، مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ٢٠، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) শপথ করছি এই নগরের,	١. لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ
(২) আর তুমি এই নগরের বৈধ অধিকারী হবে।	٢. وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ
(৩) শপথ জন্মদাতার এবং যা সে জন্ম দিয়েছে তার।	٣. وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ

(৪) অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ক্লেশের মধ্যে।	٤. لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ
(৫) সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেহ ক্ষমতাবান হবেনা?	٥. أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أَحَدٞ
(৬) সে বলে ঃ আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি।	٦. يَقُولُ أَهۡلَكۡتُ مَالٗا لُّبَدًا
(৭) সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেহই দেখছেনা?	٧. أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ
(৮) আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি চক্ষু যুগল?	٨. أَلَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ عَيۡنَيۡنِ
(৯) তার জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়?	٩. وَلِسَانٗا وَشَفَتَيۡنِ
(১০) এবং আমি কি তাকে দু'টি পথই দেখাইনি?	١٠. وَهَدَيۡنَٰهُ ٱلنَّجۡدَيۡنِ

মানব সন্তানকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এখানে নিরাপত্তাপূর্ণ শান্তির শহর মাক্কা মুআয্যমার শপথ করছেন। শাবিব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ এর অর্থ হচ্ছে 'মাক্কা নগরী' এবং وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ। এর অর্থ হচ্ছে 'হে মুহাম্মাদ! এই শহরে যুদ্ধ করা তোমার জন্য অনুমোদন দেয়া হল। (কুরতুবী ২০/৬০, দুররুল মানসুর ৮/৫১৮) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়াহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ),

সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী ২০/৬০, দুররুল মানসুর ৮/৫১৮) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা শুধু ঘন্টা খানেকের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কায় যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (দুররুল মানসুর ৮/৫১৮) উপরোক্ত মনীষীগণ যে সব বক্তব্য রেখেছেন তারই অনুমোদন পাওয়া যায় সবার কাছে গ্রহণীয় একটি সহীহ হাদীসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দিন থেকে এই শহরকে (মাক্কা) পবিত্র করেছেন। অতএব আল্লাহর অনুমোদন ক্রমে এ শহরটি বিচার দিবস পর্যন্ত পবিত্র থাকবে। এর গাছ, এর লতাপাতা এবং ঘাসসমূহ কখনো কর্তন করবেনা। একমাত্র এক ঘন্টার জন্য এখানে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আজকেই আবার এর পবিত্রতা বহাল করা হয়েছে যেমনটি গতকাল ছিল। অতএব এখানে যারা উপস্থিত আছ তারা তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে দিবে, যারা এখানে উপস্থিত নেই। (ফাতহুল বারী ৪/৫৬)

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এখানে (মাক্কায়) যুদ্ধ-বিগ্রহের বৈধতা সম্বন্ধে কেহ আমার যুদ্ধকে যুক্তি হিসাবে পেশ করলে তাকে বলে দিতে হবে ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অনুমতি দিয়েছেন, তোমাদের জন্য দেননি।' (ফাতহুল বারী ১/২৩৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ। মুজাহিদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুফিয়ান শাওরী (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), খুসাইফ (রহঃ), শুরাহবিল ইব্‌ন সা'দ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, জন্মদাতা বলতে আদমকে (আঃ) এবং মানব জাতি হল আদম সন্তান। (কুরতুবী ২০/৬১, দুররুল মানসুর ৮/৫১৯, তাবারী ২৪/৪৩২) এই উক্তিটিই উত্তম বলে অনুভূত হচ্ছে। কেননা এর পূর্বে মাক্কাভূমির শপথ করা হয়েছে যা সমস্ত যমীন ও বস্তিসমূহের জননী। অতঃপর মাক্কার অধিবাসীদের শপথ করা হয়েছে অর্থাৎ মানুষের মূল বা শিকড় আদম (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের শপথ করা হয়েছে। আবূ ইমরান (রহঃ) বলেন যে, এখানে ইবরাহীম (আঃ)

এবং তাঁর সন্তানদের কথা বলা হয়েছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, এখানে সাধারণভাবে সকল পিতা এবং সকল সন্তানের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২৪/৪৩৩)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ক্লেশের মধ্য দিয়ে। ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) এবং যুরাইজ (রহঃ) 'আতা (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে কাবাদ (كَبَدٍ) শব্দ সম্পর্কে বলেন যে, মানুষকে কষ্টকর পরিস্থিতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে তা কি তোমরা লক্ষ্য করনা? অতঃপর তিনি তার জন্মের সময়ের যন্ত্রনা, বয়ঃবৃদ্ধির সাথে দাঁত গজানো ইত্যাদি উল্লেখ করেন। (তাবারী ২৪/৪৩৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫) মা সন্তানকে দুধ পান করানোয় এবং লালন-পালন করায়ও কঠিন কষ্ট স্বীকার করেছে। কাতাদাহ' (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কঠিন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল ঃ কঠিন অবস্থায় এবং দীর্ঘ সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/৫২০)

আল্লাহর রাহমাত ও নি'আমাতরাজী দ্বারা মানুষ পরিব্যাপ্ত

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ তারা কি মনে করে যে, তাদের উপর কেহ ক্ষমতাবান হবেনা? এর ভাবার্থে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, তারা ধারণা করে যে, তাদের ধন-সম্পদ নিতে কেহ সক্ষম নয়? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তারা কি মনে করে যে, তাদের উপর কারও কর্তৃত্ব নেই? তারা কি জিজ্ঞাসিত হবেনা যে, তারা কোথা থেকে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে? ((তাবারী ২৪/৪৩৬) নিঃসন্দেহে তাদের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব রয়েছে এবং আল্লাহ তাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا

لُّبَدًا আদম-সন্তানরা বলে বেড়ায় ঃ আমরা বহু ধন-সম্পদ খরচ করে ফেলেছি। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আদম সন্তান বলে বেড়ায় যে, সে অনেক সম্পদ ব্যয় করেছে। (তাবারী ২৪/৪৩৬) আল্লাহ বলেন ঃ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ তারা কি মনে করে যে, তাদেরকে কেহ দেখছেনা? অর্থাৎ তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য মনে করে?

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ আমি কি মানুষকে দেখার জন্য দু'টি চক্ষু প্রদান করিনি? মনের কথা প্রকাশ করার জন্য কি আমি তাদেরকে জিহ্বা দিইনি? কথা বলার জন্য, পানাহারের জন্য, চেহারা ও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কি আমি তাদেরকে দু'টি ওষ্ঠ প্রদান করিনি?

ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতাও আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ আমি তাদেরকে ভাল মন্দ দু'টি পথই দেখিয়েছি।

সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) আসিম (রহঃ) হতে, তিনি যির্‌র (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতে বর্ণিত পথ দু'টি হচ্ছে ভাল পথ ও খারাপ পথ। (তাবারী ৪৩৭) একই কথা বলেছেন আলী (রাঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ ওয়াইল (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা। (তাবারী ২৪/৪৩৭-৩৮, দুররুল মানসুর ৮/৫২১-২২) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ২-৩)

(১১) কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করলনা।	١١. فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ
(১২) তুমি কি জান, গিরি সংকট কি?	١٢. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ
(১৩) এটা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান।	١٣. فَكُّ رَقَبَةٍ
(১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের সময় আহার্য দান	١٤. أَوْ إِطْعَـٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ
(১৫) পিতৃহীন আত্মীয়কে,	١٥. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
(১৬) অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে।	١٦. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
(১৭) অতঃপর অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদের এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারনের ও দয়া দাক্ষিণ্যের।	١٧. ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ
(১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী।	١٨. أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ

(১৯) যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই হতভাগ্য।	١٩. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا هُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ
(২০) তাদের উপরই অবরুদ্ধ রয়েছে প্রচন্ড আগুন।	٢٠. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ.

সঠিক পথে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ অর্থাৎ ওরা মুক্তি ও কল্যাণের পথে চলেনি কেন? তারপর মানুষকে সর্তক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা কি জান আকাবা’ কি? কোন গোলামকে মুক্ত করা অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি কোন মু’মিন গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ তা‘আলা ঐ গোলামের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করে থাকেন। এমন কি, হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা এবং লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থান।’

আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ) এ হাদীসটি শোনার পর এ হাদীসের বর্ণনাকারী সাঈদ ইব্ন মারজানাকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ “আপনি কি স্বয়ং আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) মুখে এ হাদীসটি শুনেছেন?” তিনি উত্তরে বলেন ঃ “হ্যাঁ।” তখন আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ) তাঁর গোলাম মুতাররিফকে ডেকে বলেন ঃ “যাও, তুমি আল্লাহর নামে মুক্ত।” (আহমাদ ২/৪২২, ফাতহুল বারী ৫/১৭৪, ১১/৬০৮; মুসলিম ২/১১৪৭, তিরমিযী ৫/১৪৪, নাসাঈ ৩/১৬৮)

মুসনাদ আহমাদে আমর ইব্ন আবাসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌রের উদ্দেশে মাসজিদ তৈরী করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে, আল্লাহ মুক্তকারীর ফিদইয়া (মুক্তিপণ) হিসাবে গণ্য করে তাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করে থাকেন। যে ব্যক্তি দীনী আমল করা অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাকে কিয়ামাতের দিন নূর দেয়া হবে। (আহমাদ ৪/৩৮৬)

অন্য এক রিওয়ায়াতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমামাহ (রহঃ) হতে তিনি আমর ইব্ন আবাসাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আস-সুলাইম (রহঃ) তাকে বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন এমন একটি হাদীস কোন রকম কমানো বাড়ানো ছাড়া আমাদেরকে বর্ণনা করুন। তখন আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

‘মুসলিম থাকা অবস্থায় যার তিনটি সন্তান জন্ম লাভ করে এবং সাবালক (বালেগ) হওয়ার পূর্বে যদি তারা মারা যায় তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার প্রতি করুণা করে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে ধূসর বর্ণ ধারণ করে বিচার দিবসে আল্লাহ তা‘আলা তা আলোকিত করবেন। যে ব্যক্তি জিহাদের মাঠে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি তীরও নিক্ষেপ করে এবং তা যদি শত্রু পর্যন্ত পৌঁছে, তা শত্রুকে আঘাত করুক কিংবা না করুক, সে একটি দাস মুক্ত করার সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। যদি কোন ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে তাহলে আল্লাহ তা’আলা মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের প্রতিটি অংগ প্রত্যঙ্গের জন্য মুক্তকারীর প্রতি অংগ প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। যদি কোন ব্যক্তি জিহাদ করার জন্য আল্লাহর উদ্দেশে দু’টি পশু প্রস্তুত করে রাখে তাহলে জান্নাতের যে আটটি দরজা রয়েছে তার যে কোনটি দিয়ে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাকে অনুমতি দিবেন।’ (আহমাদ ৪/৩৮৬) ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি বিভিন্ন বর্ণনা ধারা থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর প্রতিটি সনদ উত্তম ও মযবূত। সমস্ত প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য।

ذِيْ مَسْغَـــبَةٍ এর অর্থ হল ক্ষুধাতুর। অর্থাৎ ক্ষুধার সময়ে খাদ্য খাওয়ানো। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) **ذَا مَقْرَبَةٍ** এর অর্থ করেছেন ঐ ব্যক্তি যার

সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/৫২৫) এটাও আবার ঐ শিশু যে ইয়াতীম বা পিতৃহীন হয়েছে। আর তার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। যেমন মুসনাদ আহমাদে সালমান ইব্ন আ'মির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ “মিসকীনকে সাদাকাহ দেয়া হল শুধু একটি সাদাকা, আর আত্মীয় স্বজনকে সাদাকাহ করলে একই সাথে দু'টি কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সাদাকার সাওয়াব এবং আর একটি হল আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার সাওয়াব।' ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর বর্ণনা ধারা সঠিক। (আহমাদ ৪/২১৪, তিরমিযী ৩/৩২৪, নাসাঈ ৫/৯২)

أَوْ مسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةً ইব্ন আব্বাস (রাঃ) مَتْرَبَةً এর অর্থ করেছেন এমন মিসকিন যে ধূলালুণ্ঠিত, পথের উপর পড়ে আছে, বাড়িঘর নেই, বিছানাপত্র নেই। (তাবারী ২৪/৪৪৪) এ ছাড়া যার ক্ষুধার জ্বালায় পেট মাটির সাথে লেগে আছে। যে নিজের গৃহ হতে দূরে রয়েছে। যে মুসাফির, ফকীর, মিসকীন, পরমুখাপেক্ষী, ঋণী, কপর্দকহীন, খবরাখবর নেয়ার মত যার কেহ নেই। যার পরিবার-সদস্য অনেক অথচ সম্পদ কিছুই নেই। এসবই প্রায় একই অর্থবোধক। তদুপরি এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেইসব কাজের জন্য আল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করে। সেই পুরস্কৃত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... وَ مَنْ اَرَادَ لاَخِرَةَ অর্থাৎ *যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে।* (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৯)

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً

মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৭) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا

এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৪০)

তারপর তাদের আরো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ তারা লোকদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার এবং তাদের প্রতি পরস্পর সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ করার জন্য একে অপরকে নাসীহাত করে। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ অনুগ্রহকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করবেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।' (আবূ দাঊদ ৫/২৩১) অন্য এক হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেনা তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়না।' (মুসলিম ৪/১৮০৯)

সুনান আবূ দাউদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করেনা এবং আমাদের বড়দের অধিকার স্বীকার করেনা সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (আবূ দাঊদ ৫/২৩১)

এরপর আল্লাহ বলেন ঃ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ এ সব লোক তারাই যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের অবস্থা

এরপর আল্লাহ বলেন ঃ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ আর আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলে অবিশ্বাস করেছে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তারা আগুন পরিবেষ্টিত হবে। ঐ অগ্নি হতে কোন দিন মুক্তিও পাবেনা এবং অব্যাহতিও মিলবেনা। ঐ আগুনের দরজা দিয়ে তাদের বের হওয়ার পথ অবরুদ্ধ থাকবে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাজী (রহঃ), আতিয়াহ আল আউফী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন

যে, مُّؤْصَدَةٌ এর অর্থ হচ্ছে বন্ধ। (তাবারী ২৪/৪৪৭, দুররুল মানসুর ৮/৫২৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওর দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে। (দুররুল মানসুর ৮/৫২৬) এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা সূরা وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ এর মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তার মধ্যে কোন জানালা থাকবেনা, ছিদ্র থাকবেনা, কোন আলোও থাকবেনা। সেই জায়গা হতে কখনো বের হওয়া সম্ভব হবেনা। (তাবারী ২৪/৪৪৭)

সূরা বালাদ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯১ ঃ আশ্‌ শাম্‌স, মাক্কী ٩١ – سورة الشمس، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৫, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ١٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ’যকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘তুমি কি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا এবং وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى এসব সূরা দ্বারা সালাত আদায় করতে পারনা? (ফাতহুল বারী ২/২৩৪, মুসলিম ১/৩৪০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ সূর্যের এবং ওর কিরণের,	١. وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا

(২) শপথ চন্দ্রের যখন ওটা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।	٢. وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
(৩) শপথ দিবসের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে।	٣. وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
(৪) শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে।	٤. وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا
(৫) শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তাঁর।	٥. وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি ওকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর।	٦. وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا
(৭) শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন।	٧. وَنَفۡسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا
(৮) অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন,	٨. فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا
(৯) সে’ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে।	٩. قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
(১০) এবং সে’ই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।	١٠. وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

আল্লাহ তা‘আলা থেকে আশাবাদ সৎ আমলকারীদের জন্য এবং সাবধান বাণী খারাপ আমলকারীদের জন্য

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ضُحَا শব্দের অর্থ হল আলোক। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণদিন। (তাবারী ২৪/৪৫১) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা সূর্য ও দিবসের শপথ করেছেন। আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে চাঁদ চমকায় তার শপথ করেছেন। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, মাসের মধ্যে প্রথম পনেরো দিন চন্দ্র সূর্যের

পিছনে থাকে এবং শেষের পনেরো দিন সূর্যের আগে থাকে। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ লাইলাতুল কাদ্‌রের চাঁদ। তারপর দিবসের শপথ করা হয়েছে যখন তা আলোকিত হয়। কোন কোন আরাবী ভাষাবিদ বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ দিন যখন অন্ধকারকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু যদি বলা হয় যে, দিগদিগন্তকে যখন সেই সূর্য চমকিত, আলোক উদ্ভাসিত করে দেয়, তাহলে বেশি মানানসই হয় এবং **يَغْشَاهَا** এর অর্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ কারণে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ **وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا** ‘দিনের শপথ, যখন সূর্য তাকে আলোকিত করে দেয়’ বলতে এখানে সূর্যের কথাই বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে **وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى** *শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়।* (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ২)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আকাশের শপথ করছেন। এখানে যে **مَا** ব্যবহার করা হয়েছে, আরাবী ব্যাকরণের পরিভাষায় এটাকে মা মাসদারিয়্যাহও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আসমান ও তার সৃষ্টি কৌশলের শপথ। কাতাদাহ (রহঃ) এ কথাই বলেন। আর এই **مَنْ — مَا** অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে ঃ আসমানের শপথ এবং তার স্রষ্টা অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলার শপথ। মুজাহিদও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী ২৪/৪৫৩) এ দু’টি অর্থ একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। **بَنَا** এর অর্থ হচ্ছে উচ্চ করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَـٰهَا فَنِعْمَ ٱلْمَـٰهِدُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭-৪৮) অতঃপর বলা হয়েছে **وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا** যমীনের, ওকে সমতলকরণের, ওর বিছানোর, ওকে প্রশস্তকরণের, ওর বন্টনের এবং ওর মধ্যকার সৃষ্ট জীবসমূহের শপথ।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, *‘তাহাহা’* অর্থ হচ্ছে সমানুপাতিক। (তাবারী ২৪/৪৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), শাওরী (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ‘ইহা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে’। (তাবারী ২৪/৫৫৪, দুররুল মানসুর ৮/৫২৯-৩০)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا** শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি তাকে সুঠাম করেছেন অর্থাৎ যখন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তখন সে সঠিক অবস্থায় অর্থাৎ ফিতরাতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা মাজুসী রূপে গড়ে তোলে, যেমন চতুস্পদ জন্তু নিখুঁত ও স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তোমরা তাদের কেহকেও অঙ্গহানী কাটা অবস্থায় দেখতে পাও কি?’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৮)

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হিমার মাজাশেঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমি আমার বান্দাদেরকে একাগ্রচিত্ত অবস্থায় (তাওহীদের উপর) সৃষ্টি করেছি, অতঃপর শাইতানরা এসে ধর্মপথ থেকে সরিয়ে তাদেরকে বিপথে নিয়েছে।’ (মুসলিম ৪/২১৯৭)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** তিনি তাকে অসৎকর্ম এবং সৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন, আর তার ভাগ্যে যা কিছু ছিল সে দিকে তাকে পথ নির্দেশ করেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তিনি ভালমন্দ প্রকাশ করে দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৪) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা কোন্‌টি ভাল এবং কোন্‌টি খারাপ তা খুজে দেখতে উৎসাহিত করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৫) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন, তিনি মানুষের ভিতর সৎ কাজ এবং অসৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৫) আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ মানুষ যা কিছু আমল করে এবং কষ্ট সহ্য করে এসব কি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে? তাদের ভাগ্যে কি এরকমই লিপিবদ্ধ আছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্বভাবগতভাবে আগামীর জন্য করে যাচ্ছে? যেহেতু তাদের কাছে নাবী এসেছেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তাদের উপর পূর্ণ হয়েছে এবং এ জন্য এ সব কিছু এভাবে করছে? আমি জবাবে বললাম ঃ না, না। বরং এ সবই পূর্ব হতে নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত হয়ে আছে। ইমরান (রহঃ) তখন বললেন ঃ তাহলে কি এটা যুল্‌ম হবেনা? এ কথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। আতঙ্কিত স্বরে বললাম ঃ সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক তো সেই আল্লাহ। সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁরই হাতে রয়েছে। তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে কারও কিছু জিজ্ঞেস করার শক্তি নেই। তিনিই বরং সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আমার এ জবাব শুনে ইমরান (রহঃ) খুবই খুশী হলেন। তারপর বললেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে সুস্থতা দান করুন। আমি পরীক্ষামূলকভাবেই তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। শোন, মুযাইনা অথবা জুহাইনা গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করে যে প্রশ্ন আমি তোমাকে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তোমার মতই উত্তর দিয়েছিলেন। লোকটি তখন বলেছিল ঃ ‘তাহলে আর আমাদের আমল করে কি হবে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা যাকে যে জায়গার জন্য সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সেই সেই জায়গার অনুরূপ আমল করা সহজ করে দেন। (তাবারী ২৪/৪৫৫) এ কথার সত্যতা আল্লাহর কিতাবের নিম্নের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا

শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (সূরা শাম্‌স, ৯১ ঃ ৭-৮) এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ **قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا** সে সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র রাখবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। অর্থাৎ যে নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবে সে কৃতকার্য হবে, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ. وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে। (সূরা ‘আলা, ৮৭ ঃ ১৪-১৫) আর সেই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে, এ ভাবে যে, সে নিজেকে হিদায়াত থেকে সরিয়ে নিবে, ফলে সে নাফরমানীতে নিয়োজিত থাকবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিবে। পরিণামে সে ব্যর্থ ও নিরাশ হবে। আর এও অর্থ হতে পারে ঃ যে নাফ্‌সকে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র করেছেন সে সফলকাম হয়েছে। আর যে নাফ্‌সকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা নিচে নিক্ষেপ করেছেন সে বরবাদ, ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরুপায় হয়েছে। আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৭)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন **وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** পাঠ করতেন তখন তিনি থেমে যেতেন। অতঃপর বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اَعْتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا, أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

‘হে আল্লাহ! আমার নাফ্সকে আপনি ধর্মানুরাগ দান করুন! আপনিই ওর অভিভাবক ও প্রভু এবং ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী।’ (তাবারানী ১১/১০৬)

যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দু‘আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ‘ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ‘ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اَللَّهُمَّ اَعْتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا‘ أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا‘ أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا. اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ, وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ, وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ, وَدَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

‘হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, এবং বার্ধক্য, ভীরুতা, কৃপণতা ও কাবরের আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তাকওয়া দান করুন এবং ওকে পবিত্র করে দিন! আপনিই তো ওর সর্বোত্তম পবিত্রকারী। আপনিই ওর ওয়ালী ও মাওলা। হে আল্লাহ! আপনার ভয় নেই এমন অন্তরের অধিকারী হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং এমন নাফ্স হতে রক্ষা করুন যা কখনো পরিতৃপ্ত হয়না। এমন ইল্ম হতে রক্ষা করুন যা কোন উপকারে আসেনা। আর এমন দু‘আ হতে রক্ষা করুন যা কবূল হয়না।’ এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/৩৭১, মুসলিম ৪/২০৮৮)

যায়িদ (রাঃ) বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ দু‘আটি শিখাতেন এবং আমরা তোমাদেরকে তা শিখাচ্ছি।’

(১১) ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করল,	١١. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ

(১২) সুতরাং তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠল	١٢. إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا
(১৩) তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলল ঃ আল্লাহর উষ্ট্রী ও, ওকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও,	١٣. فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا
(১৪) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর ঐ উষ্ট্রিকে কেটে ফেলল। সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের রাব্ব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন, অতঃপর তাদেরকে ভূমিসাৎ করে ফেললেন,	١٤. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا
(১৫) আর তিনি ওর পরিণামকে ভয় করলেননা।	١٥. وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا.

ছামূদ জাতির সত্য প্রত্যাখানের পরিণাম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا অর্থাৎ ছামূদ গোত্রের লোকেরা হঠকারিতা করে এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে তাদের রাসূলকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ২৪/৪৫৮) এ হঠকারিতা এবং মিথ্যাচারের কারণে তারা এমন দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে প্রস্তুত হয়ে যায়। তার নাম ছিল কিদার ইব্ন সা’লিফ। সে সালিহ্র (আঃ) উষ্ট্রীকে কেটে ফেলে। সে ছিল ছামূদ জাতির নেতা। আল্লাহ সুবহানাহু তার ব্যাপারেই নিচের আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

فَنَادَوۡاْ صَاحِبَهُمۡ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ

অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৯) এ লোকটিও তার কাওমের মধ্যে সম্মানিত ছিল। সে ছিল সদ্বংশজাত, সম্ভ্রান্ত এবং কাওমের নেতা।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন যামআ'হ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁর ভাষণে ঐ উষ্ট্রীর এবং ওর হত্যাকারীর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। তারপর বলেন ঃ 'ঠিক যেন আবূ যামআ'হ। এ লোকটিও কিদারের মতই নিজের কাওমের নিকট প্রিয়, সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত ছিল।' (আহমাদ ৪/১৭)

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তার 'কিতাবুত তাফসীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে 'জাহান্নামের আযাব' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) উভয়ে তাদের সুনান গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭৫, মুসলিম ৪/২১৯১, তিরমিযী ৯/২৬৮, নাসাঈ ৬/৫১৫)

সালিহর (আঃ) কাওমের উষ্ট্রীর ঘটনা

আল্লাহর রাসূল সালিহ্ (আঃ) তাঁর কাওমকে বললেন ঃ **فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا** 'হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর উষ্ট্রীর কোন ক্ষতি করা হতে বিরত থাক। তার পানি পান করার নির্ধারিত দিনে যুল্ম করে তার পানি বন্ধ করনা। তোমাদের এবং তার পানি পানের দিন তারিখ এবং সময় নির্ধারিত রয়েছে।' কিন্তু ঐ দুর্বৃত্তরা নাবীর (আঃ) কথা মোটেই গ্রাহ্য করলনা। তারা ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করল, যাকে আল্লাহ পিতা মাতা ছাড়াই পাথরের একটা টুকরার মধ্য হতে সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ উষ্ট্রীটি ছিল সালিহ্র (আঃ) একটি মু'জিযা এবং আল্লাহর কুদরতের পূর্ণ নিদর্শন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেন। নাবীর (আঃ) উষ্ট্রী হত্যাকারী ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের ছোট বড় নারী পুরুষ সবাই এ ব্যাপারে সমর্থন করেছিল এবং সবারই পরামর্শক্রমেই সেই নরাধম উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। এ কারণে আল্লাহর আযাবে সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।(তাবারী ২৪/২৬০)

وَلَايَخَافُ শব্দটি **فَلَا يَخَافُ** রূপেও পঠিত হয়েছে। এর ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ কারও ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিলে তার প্রতিক্রিয়ায় ঐ ব্যক্তি কি করবে সেই ব্যাপারে তিনি কোন পরওয়া করেননা। (তাবারী ২৪/৪৬১) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), বাকর ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আল মুজানী (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ একই বক্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ২৪/২৬১)

সূরা আশ্ শাম্স এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯২ ঃ লাইল, মাক্কী

(আয়াত ২১, রুকূ ১)

٩٢ – سورة الليل، مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ٢١، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে,	١. وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ
(২) শপথ দিবসের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়,	٢. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ
(৩) এবং শপথ নর ও নারীর যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।	٣. وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ
(৪) অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন মুখী,	٤. إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ

(৫) সুতরাং কেহ দান করলে, সংযত হলে	٥. فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ
(৬) এবং সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করলে	٦. وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
(৭) অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ।	٧. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ
(৮) পক্ষান্তরে কেহ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে	٨. وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ
(৯) আর সদ্বিষয়ে অসত্যারোপ করলে	٩. وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
(১০) অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ	١٠. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ
(১১) এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে।	١١. وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ

বিভিন্ন প্রাণীর উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার শপথ করণ

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর ছেয়ে যাওয়া রাতের শপথ করছেন, সব কিছুকে আলোকমণ্ডিত করে দেয়া দিবসের শপথ করছেন এবং সমস্ত নর-নারী এবং মাদী ও নর জীবসমূহের স্রষ্টা হিসাবে নিজের সত্ত্বার শপথ করছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجًا

আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে যুগলে যুগলে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৮) আরো বলেছেন ঃ

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ

আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৯) এই শপথ করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ অবশ্যই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। অর্থাৎ তোমাদের প্রচেষ্টা এবং আমলসমূহ পরস্পরবিরোধী, একটি অন্যটির বিপরীত। যারা ভাল কাজ করছে তারাও আছে এবং যারা মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে তারাও আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى যে ব্যক্তি দান করল ও মুত্তাকী হল অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাঁর পথে খরচ করল, মেপে মেপে পা বাড়ালো, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ভয় রাখল, আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কারকে সত্য বলে জানল এবং তাঁর সাওয়াবের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস করল, আর যা উত্তম তা গ্রহণ করল, আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দিব।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করল এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল এবং 'হুসন' অর্থাৎ কিয়ামাতের বিনিময়কে অবিশ্বাস করল, তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفۡـِٔدَتَهُمۡ وَأَبۡصَٰرَهُمۡ كَمَا لَمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) প্রত্যেক আমলের বিনিময় যে সেই আমলের অনুরূপ হয়ে থাকে এ সম্পর্কিত আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে বহু রয়েছে। যে ভাল কাজ করতে চায় তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা হয়। পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করতে চায় তাকে মন্দ কাজ করার সামর্থ্য প্রদান করা হয়। এ

অর্থের সমর্থনে বহু হাদীসও রয়েছে। একটি হাদীস এই যে, একবার আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের আমলসমূহ কি তাকদীরের লিখন অনুযায়ী হয়ে থাকে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, তাকদীরের লিখন অনুযায়ীই আমল হয়ে থাকে।' এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমলের প্রয়োজন কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেই আমল সহজ হবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (আহমাদ ১/৫, মুসলিম ১৭)

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমরা বাকী' গারকাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলাম। তিনি বললেন ঃ

'জেনে রেখ যে, তোমাদের প্রত্যেকের স্থানই জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ রয়েছে।' এ কথা শুনে জনগণ বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমরা তো সেই ভরসায় নিস্ক্রীয় হয়ে থাকতে পারি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আমল করে যাও, কারণ প্রত্যেক লোকের জন্য সেই আমলই সহজ করা হবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' অতঃপর তিনি **فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى** আয়াতগুলি পাঠ করলেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৭৮, ৫৭৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) থেকে একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তিনি বলেন, 'আমরা একদা এক ব্যক্তির জানাযা নিয়ে জান্নাতুল বাকীতে উপস্থিত হই এবং সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং বসে পড়েন। সুতরাং আমরাও তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি মাথা নীচু করে ঐ লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কেহ নেই, অথবা বলেছিলেন এমন কোন প্রাণী নেই যার ব্যাপারে লিখিত হয়নি যে, তার স্থান জান্নাতে হবে নাকি জাহান্নামে হবে, এবং এও লিখিত হয়েছে যে, সে দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে কি আমরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকব এবং কোন ভাল আমল করবনা, কারণ যার তাকদীরে সৌভাগ্য লিখা রয়েছে সেতো সৌভাগ্যশালীদের দলেই অর্ন্তভুক্ত হবে এবং যার তাকদীরে দুর্ভাগ্য লিখা রয়েছে সেতো দুর্ভাগাদের দলেই অন্তর্ভুক্ত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, যারা সৌভাগ্যবান তাদের জন্য সৌভাগ্যশালী দলের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে এবং যারা দুর্ভাগা তাদের জন্য দুর্ভাগা দলের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন **فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى** (ফাতহুল বারী ৮/৫৭৯, মুসলিম ২০৩৯-৪০, আবূ দাঊদ ৫/৬৮, তিরমিযী ৬/৩৪০, ৯/২৭০; নাসাঈ ৬/৫১৬-১৭ ও ইব্‌ন মাজাহ ১/৩০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা উমার (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি মনে করেন যে, আমরা যে আমল করি তা আমাদের তাকদীরে পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, নাকি আমরা তা নতুন করে শুরু করছি? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ইহা ঐ ধরনেরই যে তা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, অতএব হে ইবনুল খাত্তাব! আমল করে যাও। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির আমল করা সহজ করা হয়েছে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবানদের দলভুক্ত হবে সে উত্তম কাজ করতে থাকবে, আর যে দুর্ভাগাদের দলভুক্ত হবে সে খারাপ কাজ করতে থাকবে। (আহমাদ ২/৫২, তিরমিযী ৬/৯৩৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আমরা যে আমল করি তা কি আমাদের তাকদীরে পূর্ব হতেই নির্ধারিত রয়েছে বলেই করে থাকি, নাকি আমরা এখন যে আমল করছি তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ফাইসালা হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ইহা অনেকটা পূর্ব নির্ধারণের মতই। তখন সুরাকা (রাঃ) বললেন, তাহলে আমল করার কি প্রয়োজন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যে কাজ করবে তার জন্য সেই কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৭৫, মুসলিম ৪/২০৪১)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আমীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ বাকর (রাঃ) প্রায়ই মাক্কায় যে সমস্ত দাস-দাসী ইসলাম কবূল করত তাদেরকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দিতেন। যারা বয়স্ক এবং মহিলা তারা ইসলাম কবূল করলে তাদেরকেও মুক্ত করে দিতেন। একবার তার পিতা তাকে বললেন ঃ হে আমার পুত্র! আমি লক্ষ্য করেছি যে, তুমি দুর্বল শ্রেণীর লোকদেরকেই বেশি মুক্ত করছ, তুমি যদি শক্তি সামর্থবান লোকদেরকে মুক্ত করতে তাহলে তারা তোমার পাশে দাঁড়াত, তোমার কাজে সাহায্য করত এবং প্রয়োজন হলে তোমাকে রক্ষা করার কাজে লাগত। তখন আবূ বাকর (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ হে আমার পিতা! আমিতো তা’ই চাই যা আল্লাহর কাছে রয়েছে। আমার (আমীর ইব্‌ন আবদুল্লাহর) পরিবারের কেহ কেহ বলেন যে, এ সূরার **فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى** (৫-৭) আয়াতসমূহ তার ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। (তাবারী ২৪/৪৭৩)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন ঃ **وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى** *‘এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে।’* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন সে মারা যায়। (তাবারী ২৪/৪৭৬) আবূ সালিহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যখন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ২৪/৪৭৬, কুরতুবী ২০/৮৫)

---

(১২) আমার কাজ তো শুধু পথ নির্দেশ করা,	١٢. إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ
(১৩) আমি তো মালিক - পরলোকের ও ইহলোকের।	١٣. وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ
(১৪) আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান আগুন হতে সতর্ক করে দিয়েছি।	١٤. فَأَنذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظَّىٰ
(১৫) তাতে প্রবেশ করবে সে’ই যে নিতান্ত হতভাগা	١٥. لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى
(১৬) যে অসত্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।	١٦. ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
(১৭) আর ওটা হতে রক্ষা পাবে সেই পরম মুত্তাকী	١٧. وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى
(১৮) যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে,	١٨. ٱلَّذِى يُؤۡتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ
(১৯) এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়,	١٩. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٍ تُجۡزَىٰٓ
(২০) বরং শুধু তার মহান রবের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায়,	٢٠. إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ
(২১) সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।	٢١. وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ.

হিদায়াত দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ان علينا للهدى এর ভাবার্থ হল ঃ আমার কাজ তো শুধু হালাল হারাম প্রকাশ করে দেয়া। অন্যান্যরা বলেন যে, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে চলেছে নিশ্চয়ই তার আল্লাহর সঙ্গে ০সাক্ষাত ঘটবে। তারা মনে করেন যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটিরই মত ঃ

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ

সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯) (তাবারী ২৪/৪৭৭)

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى। ইহকাল ও পরকালের সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিকতো আমিই। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখার শাস্তি হতে সাবধান করে দিচ্ছি ।

মুসনাদ আহমাদে নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাষণে বলতে শোনেন ঃ '(হে জনমণ্ডলী!) আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি।' তিনি এ কথা উচ্চস্বরে বলছিলেন যে, আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে বাজার পর্যন্ত শব্দ পৌঁছে যেত। এ কথা তিনি উচ্চৈঃস্বরে বারবার বলছিলেন, এমন কি তাঁর চাদরটি তাঁর কাঁধ থেকে পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে। (আহমাদ ৪/২৭২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নুমান ইব্ন বাশিরকে (রাঃ) খুতবাহ দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন যে তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'কিয়ামাতের দিন যে জাহান্নামী ব্যক্তি সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত হবে তার পদদ্বয়ের নিচে দু'টি আগুনের কয়লার টুকরা রাখা হবে, ঐ আগুনের তাপে লোকটির মগজ ফুটতে থাকবে।' ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/২৭৪, ফাতহুল বারী ১১/৪২৪)

সহীহ মুসলিমে নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতেই আবূ ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে জাহান্নামীকে সবচেয়ে হালকা শাস্তি দেয়া হবে তার পদদ্বয়ে এক জোড়া সেণ্ডেল পরিয়ে দেয়া হবে যার ফিতা দু'টি হবে আগুনের তৈরী, সেই আগুনের তাপে তার মাথার মগজ চুল্লির উপরে রক্ষিত বড় কড়াইয়ের ফুটন্ত পানির মত টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যদিও তাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তবুও সে মনে করবে যে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেহকেও দেয়া হচ্ছেনা।' (মুসলিম ১/১৯৬)

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى তাতে প্রবেশ করবে সে যে নিতান্ত হতভাগা। অর্থাৎ জাহান্নামে শুধু ঐ লোকদেরকে পরিবেষ্টিত করে শাস্তি দেয়া হবে যারা অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যারা ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমল করেনা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার সকল উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু তারা প্রবেশ করবেনা যারা অস্বীকার করে।' জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! অস্বীকারকারী কারা?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যারা আমার আনুগত্য করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমাকে অমান্য করেছে তারাই অস্বীকারকারী।' ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ২/৩৬১, ফাতহুল বারী ১৩/২৬৩)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى. إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى আর জাহান্নাম হতে বহু দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে নিজেকে ও নিজের ধন সম্পদকে পবিত্র করার জন্য নিজের ধন-সম্পদকে আল্লাহর পথে দান করে এবং এর পরিবর্তে কারও কাছে কোন প্রাপ্তি আশা করেনা। আর সে কারও সাথে এই জন্য সদ্ব্যবহার করেনা যে, তার উপর তার অনুগ্রহ রয়েছে, বরং ঐ ক্ষেত্রেও সে পরকালে জান্নাত লাভের আশা পোষণ করে

এবং সেখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'অচিরেই এই ধরনের গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তি সন্তোষ লাভ করবে।'

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং আবূ বাকরের (রাঃ) মর্যাদা

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই আয়াত আবূ বাকরের (রাঃ) শানে নাযিল হয়। এমনকি কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, এ ব্যাপারে সবারই মতৈক্য রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আবূ বাকর (রাঃ) অবশ্যই রয়েছেন। কিন্তু এখানে সাধারণভাবে সকল উম্মাতের কথা বলা হয়েছে। তবে আবূ বাকর (রাঃ) সবারই প্রথমে রয়েছেন। কেননা তিনি ছিলেন সত্যবাদী, পরহেযগার ও দানশীল। নিজের ধন-সম্পদ তিনি মহান রবের আনুগত্যে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যার্থে মন খুলে দান করেছেন। প্রত্যেকের সাথে তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার আশা করতেননা। কোন বিনিময় তিনি চাইতেননা। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য। ছোট হোক আর বড় হোক, প্রত্যেক গোত্রের উপরই আবূ বাকরের (রাঃ) অনুগ্রহের ছোঁয়া ছিল। শাকীফ গোত্রপতি উরওয়া ইব্‌ন মাসউদকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আবূ বাকর (রাঃ) ধমকে ছিলেন। তখন উরওয়া বলেছিল ঃ 'আমার উপর আপনার এমন কিছু অনুগ্রহ রয়েছে যার প্রতিদান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তা না হত তাহলে অবশ্যই আমি আপনার আহ্বানের সাড়া দিতাম।' এতে আবূ বাকর (রাঃ) তার প্রতি রুষ্ট হলেন যে, কেন সে দানের কথা উল্লেখ করছে। একজন বিশিষ্ট গোত্রপতির উপরও যখন আবূ বাকরের (রাঃ) এমন অনুগ্রহ ছিল যে, তাঁর সামনে তার মাথা উঁচু করে কথা বলার ক্ষমতা ছিলনা, তখন অন্যদের কথা আর কি বলা যাবে?

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া পশু প্রস্তুত করে রাখবে তাকে কিয়ামাতের দিন জান্নাতের রক্ষকরা ডাক দিয়ে বলবেন ঃ 'হে আল্লাহর বান্দা! এ দিকে আসুন। এই দরজা সবচেয়ে উত্তম।' তখন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যাকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে তারতো আর কিছুর দরকার হবেনা! কোন ব্যক্তিকে কি সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আর আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, আপনিও হবেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।' (ফাতহুল বারী ৭/২৩, মুসলিম ২/৭১২)

সূরা লাইল এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৩ ঃ দুহা, মাক্কী

(আয়াত ১১, রুকূ ১)

٩٣ – سورة الضحى ' مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتَهَا : ١١ ' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) শপথ পূর্বাহ্নের	١. وَٱلضُّحَىٰ
(২) শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে ফেলে;	٢. وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ
(৩) তোমার রাব্ব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।	٣. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

(৪) তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয় বা কল্যাণকর।	٤. وَلَلۡأَخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ
(৫) অচিরেই তোমার রাব্ব তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।	٥. وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ
(৬) তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি?	٦. أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ
(৭) তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।	٧. وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ
(৮) তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।	٨. وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغۡنَىٰ
(৯) অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়োনা,	٩. فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ
(১০) আর যাঞ্চাকারীকে ভর্ৎসনা করনা।	١٠. وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ
(১১) তুমি তোমার রবের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাক।	١١. وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ

সূরা দুহা নাযিল করার কারণ

জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তিনি এক বা দুই রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য দাঁড়াতে পারেননি। এটা জেনে এক মহিলা এসে বলল ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তোমার শাইতান পরিত্যাগ করেছে।’ তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ وَالضُّحَى, وَالَّيۡلِ اِذَا سَجَى, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ৪/৩১২, ফাতহুল বারী ৩/১১, ৮/৫৮০-৮১, ৬১৯; মুসলিম ৩/১৪২১-৪২২, তিরমিযী ৯/২৭২, নাসাঈ ৬/৫১৭, তাবারী ২৪/৪৮৫-৮৬) এই বর্ণনাকারী জুন্দুব হলেন ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাযালী আল আলাকী (রহঃ)। আল আসওয়াদ ইব্ন কায়িস (রহঃ) থেকে জুন্দুব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিবরাঈলের (আঃ) আসতে কয়েকদিন বিলম্ব হয়েছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি করতে শুরু করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রাব্ব পরিত্যাগ করেছেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৪/৪৮৬)

আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ কুরআন নাযিল হওয়ার পর একবার জিবরাঈলের (আঃ) বাণী নিয়ে আসা নিয়মিত সময়ের বিরতির চেয়ে কিছুদিন দেরী হয়। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনেও উদ্বিগ্নতা দেখা দেয়। কাফিরেরা বলতে থাকে যে, তাঁর মালিক তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁকে অপছন্দ করেছেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু এ আয়াতটি (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৩) নাযিল করেন যে, তাঁর রাব্ব আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে পরিত্যাগ করেননি এবং তাঁর উপর বিরূপও নন। (তাবারী ২৪,৪৮৪, কুরতুবী ২০/৯১) মুজাহিদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, দিনের আলো এবং রাতের অন্ধকার সৃষ্টিকারী তিনি এবং তিনিই ওর নিয়ন্ত্রণকারী। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) তিনি আরও বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنًا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى *তোমার রাব্ব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।*

ইহকালের তুলনায় পরকালের নি‘আমাত অনেক উত্তম

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (হে নাবী!) তোমার রাব্ব তোমাকে ছেড়েও দেননি এবং তোমার সাথে শত্রুতাও করেননি। তোমার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ইবাদাত করতেন এবং দুনিয়া বিমুখ জীবন যাপন করতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁদের কাছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা নিস্প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যখন পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হয় যে, তিনি কি দুনিয়ায় আজীবন বেঁচে থেকে অবশেষে জান্নাতে দাখিল হতে চান, নাকি আল্লাহর সান্নিধ্যে ফিরে যেতে চান, তখন তিনি পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী নিম্ন স্তরের নিঃশেষিত নি‘আমাতের চেয়ে আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য যে অশেষ নি‘আমাত রয়েছে তাকে প্রাধান্য দেন।

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়েছিলেন। ফলে তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঘুম থেকে জেগে উঠার পর তিনি তাঁর দেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। তাই আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! চাটাইয়ের উপর আমাকে নরম কোন কিছু বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন! তিনি আমার এ কথা শুনে বললেন ঃ ‘পৃথিবীর সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি কোথায় এবং দুনিয়া কোথায়? আমার এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো সেই পথচারী পথিকের মত যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে, অতঃপর ঐ স্থান ত্যাগ করে গন্তব্য স্থলের উদ্দেশে চলে যায়।’ এ হাদীসটি জামে তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদের (রাঃ) বরাতে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ১/৩৯১, তিরমিযী ৭/৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৬)

আল্লাহ তা‘আলার নাবীর (সাঃ) জন্য পরকালে অসংখ্য নি‘আমাত জমা করে রাখা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى তোমার রাব্ব তোমাকে আখিরাতে তোমার উম্মাতের জন্য এত নি‘আমাত দিবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে। তোমাকে বিশেষ সম্মান দান করা হবে। বিশেষভাবে হাউযে কাওছার দান করা হবে। সেই হাউযে কাওছারের কিনারায় খাঁটি মুক্তার তাঁবু থাকবে। ওর দুই তীরের মাটি হবে নির্ভেজাল মিশ্কের সুগন্ধিযুক্ত। এ সম্পর্কিত হাদীস অচিরেই বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবূ আমর আওযায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ ‘যে সব ধনাগার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলি একে একে তাঁকে দেখানো হয়। এতে তিনি খুবই খুশী হন। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। জান্নাতে তাঁকে দশ লক্ষ প্রাসাদ দেয়া হবে। প্রত্যেক প্রাসাদে যত খুশি চান তত পবিত্র স্ত্রী

এবং উৎকৃষ্ট মানের খাদেম রয়েছে।' ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি উদ্ধৃতি করে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৮৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রাপ্ত হয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীস সহীহ বলে সাব্যস্ত।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি আল্লাহ সুবহানাহুর দেয়া কতিপয় নি'আমাত

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নি'আমাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ **أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى** হে নাবী! তুমি ইয়াতীম থাকা অবস্থায় আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন, হিফাযাত করেছেন, প্রতিপালন করেছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম লাভের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেছিলেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর স্নেহময়ী মা মারা যান। তারপর তিনি তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন আট বছর তাঁর দাদাও পরপারে চলে যান। অতঃপর তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের নিকট প্রতিপালিত হতে থাকেন। আবূ তালিব তাঁকে সর্বাত্মক দেখাশুনা এবং সাহায্য করেন। তিনি তাঁর স্নেহের ভ্রাতুস্পুত্রকে খুবই সম্মান করতেন, মর্যাদা দিতেন এবং স্বজাতির বিরোধিতার মুকাবিলা করতেন। নিজেকে তিনি ঢাল হিসাবে উপস্থাপন করতেন। চল্লিশ বছর বয়সের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াত লাভ করেন। কুরাইশরা তখন তাঁর ভীষণ বিরোধী এমনকি প্রাণের দুশমন হয়ে গেল। আবূ তালিব মুশরিক মূর্তিপূজক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহায়তা দান করতেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে লড়াই করতেন। এই সুব্যবস্থা আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও ইঙ্গিতেই হয়েছিল। হিজরাতের কিছুদিন পূর্বে আবূ তালিবও ইন্তেকাল করেন। এবার কাফির মুশরিকরা কঠিনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আল্লাহ তা'আলা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাদীনায় হিজরাত করার অনুমতি দেন এবং মাদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে তাঁর সাহায্যকারী বানিয়ে দেন। ঐ দয়ালু আনসার ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর

সাহাবীগণকে (রাঃ) আশ্রয় দিয়েছেন, জায়গা দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। আর শত্রুদের মুকাবিলায় বীরের মত সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! এ সবই আল্লাহর মেহেরবানী, অনুগ্রহ এবং রহম ও করমের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى** তোমাকে আল্লাহ তা'আলা পথহারা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَـٰبُ وَلَا

ٱلْإِيمَـٰنُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَـٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ৫২) আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ঃ

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى হে নাবী! তিনি (আল্লাহ) তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করলেন। ফলে ধৈর্যধারণকারী দরিদ্র এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধনীর মর্যাদা তুমি লাভ করেছ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি দুরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন!

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ধন সম্পদের প্রাচুর্য প্রকৃত ধনশীলতা নয়, বরং প্রকৃত ধনশীলতা হচ্ছে মনের ধনশীলতা।' (ফাতহুল বারী ১১/২৭৬, মুসলিম ২/৭২৬)

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইসলামকে কবূল করার সুযোগ পেয়েছে, প্রয়োজন মিটানোর জন্য আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তা যথেষ্ট মনে করেছে এবং তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছে সে সাফল্য লাভ করেছে।' (মুসলিম ২/৭৩০)

আল্লাহর দেয়া নি‘আমাতের কিভাবে শোকর আদায় করতে হবে

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়োনা। অর্থাৎ আল্লাহ যেমন তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তুমিও তেমনি ইয়াতীমকে ধমক দিওনা এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করনা, বরং তার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিজের ইয়াতীম হওয়ার কথা ভুলে যেওনা।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরো বলেন ঃ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ যাঞ্চাকারীকে ভর্ৎসনা করনা। তুমি যেমন পথহারা ছিলে, আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত বা পথের দিশা দিয়েছেন, তেমনি কেহ তোমাকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে রূঢ় ব্যবহার দ্বারা সরিয়ে দিওনা। গরীব, মিসকীন, এবং দুর্বল লোকদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করনা। তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করনা। তাদেরকে কড়া কথা বলনা। ইয়াতীম মিসকীনদেরকে যদি কিছু না দিতে পার তাহলে ভাল ও নরম কথা বলে তাদেরকে বিদায় কর এবং ভালভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দাও।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ নিজের রবের নি‘আমাতসমূহ বর্ণনা করতে থাক। অর্থাৎ যেমন আমি তোমার দারিদ্রতাকে ঐশ্বর্যে পরিবর্তিত করেছি, তেমনই তুমিও আমার এ সব নি‘আমাতের কথা বর্ণনা করতে থাক।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যারা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা তারা আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।’ ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (হাদীস নং ৫/১৫৭ ও ৬/৮৭)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি কোন নি‘আমাত লাভ করার পর তা অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, আর যে তা গোপন করেছে সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দানকারী।’ (আবূ দাউদ ৫/১৫৯)

সূরা দুহা এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৪ ঃ নাশরাহ, মাক্কী

٩٤ – سورة الشرح، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকূ ১)

(اَيَاتها : ٨، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে উন্মুক্ত করে দিইনি?	١. أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
(২) আমি তোমা হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার -	٢. وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
(৩) যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করেছিল;	٣. ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
(৪) এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।	٤. وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
(৫) কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে.	٥. فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا

(৬) অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।	٦. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا
(৭) অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর,	٧. فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ
(৮) এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর।	٨. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب

বক্ষ উন্মুক্ত করে দেয়ার অর্থ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ হে নাবী! আমি তোমার কল্যাণার্থে তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছি, দয়ামায়াপূর্ণ এবং অনুগ্রহপুষ্ট করে দিয়েছি। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ

অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত করে দেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'হে নাবী! তোমার বক্ষ যেমন প্রশস্ত ও প্রসারিত করে দেয়া হয়েছে, তেমনই তোমার শারীয়াতও প্রশস্ততা সম্পন্ন, সহজ সরল ও নম্রতাপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তাতে কোন জটিলতা নেই এবং নেই কোন সংকীর্ণতা ও কঠোরতা।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ 'আমি তোমার বোঝা অপসারণ করেছি।' এর ভাবার্থ হল আল্লাহ তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ হে নাবী! আমি তোমার উপর থেকে তোমার সেই ভার অপসারিত করেছি যা তোমার মেরুদণ্ডের জন্য খুব ভারী মনে হয়েছিল।

রাসূলের (সাঃ) সম্মান সমুন্নত করার অর্থ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 'আর আমি তোমার জন্য তোমার খ্যাতি সমুন্নত করেছি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ যেখানে আমার (আল্লাহর) আলোচনা হবে সেখানে তোমারও আলোচনা হবে। যেমন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَآ~ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُلُ اللَّهِ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।' (তাবারী ২৪/৪৯৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা বুলন্দ করেছেন। কোন খতীব, কোন বক্তা এবং কোন সালাত আদায়কারী এমন নেই যিনি আল্লাহর একাত্মবাদের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের কথা উচ্চারণ করেননা, অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করেনা। (তাবারী ২৪/৪৯৪)

কষ্টের পরেই রয়েছে শান্তি!

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।' আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কষ্ট ও দুঃখের পরেই শান্তি ও সুখ রয়েছে। অতঃপর খবরের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

সময় পেলেই আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ অতএব, হে নাবী! যখনই তুমি অবসর পাবে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হও এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি পেলেই আমার ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ কর, নিয়ত পরিষ্কার কর, পরিপূর্ণ আগ্রহ সহকারে আমার প্রতি আকৃষ্ট হও। এই অর্থ বিশিষ্ট একটি সহীহ হাদীসও রয়েছে। হাদীসটির মর্ম হল ঃ খাবার সামনে থাকা অথবা পায়খানা প্রস্রাবের বেগ থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নেই। (মুসলিম ১/৩৯৩) অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ ‘সবাই সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া অবস্থায় যদি তোমার সামনে রাতের খাবার আনা হয় তাহলে প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।’ (ফাতহুল বারী ৯/৪৯৮)

মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ দুনিয়ার কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সালাতে দাঁড়াও। অতঃপর আল্লাহর নিকট মনোযোগ সহকারে দু‘আ কর এবং নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত কর ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে স্বীয় রবের প্রতি আকৃষ্ট হও। (তাবারী ২৪/৪৯৭)

সূরা নাশরাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৫ ঃ তীন, মাক্কী

(আয়াত ৮, রুকু ১)

٩٥ – سورة التين ‘ مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ٨ ‘ رُكُوْعَاتُهَا : ١)

মালিক (রহঃ) এবং শু’বাহ (রহঃ) আদি ইব্ন শাবিত (রহঃ) হতে, তিনি বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক সফরে দুই রাক‘আত সালাতের কোন এক রাক‘আতে সূরা তীন পাঠ করছিলেন। আমি তাঁর চেয়ে মধুর ও উত্তম কণ্ঠস্বর অথবা কিরআত আর কারও শুনিনি। (ফাতহুল বারী ৮/৫৮৩, মুসলিম ১/৩৩৯, আবূ দাউদ ২/১৯, তিরমিযী ২/২২৬, নাসাঈ ৬/৫১৮, ইব্ন মাজাহ ১/২৭৩)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ ‘তীন’ ও যাইতুন’ এর	١. وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ
(২) শপথ ‘সিনাই’ পর্বতের	٢. وَطُورِ سِينِينَ
(৩) এবং শপথ এই নিরাপদ বা শান্তিময় নগরীর	٣. وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ
(৪) আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,	٤. لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
(৫) অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি	٥. ثُمَّ رَدَدْنَـٰهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ

(৬) কিন্তু তাদের নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ; তাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٦. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
(৭) সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?	٧. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ
(৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন?	٨. أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَـٰكِمِينَ

সূরা তীন এর বর্ণনা

আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'তীন' হল জূদী পাহাড়ে অবস্থিত নূহের (আঃ) মাসজিদ। মুজাহিদের (রহঃ) মতে এটা হল সাধারণ আনজীর বা ডুমুর জাতীয় ফল। (তাবারী ২৪/৫০২)

যাইতুনের অর্থ ও বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। কা'ব আল আহবার (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, ওটা হল বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদ। মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহর (রহঃ) মতে উহা হল ঐ ফল যাকে চিপে রস অর্থাৎ তেল বের করা হয়। (তাবারী ২৪/৫০১)

কা'ব আল আহবার (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে তূরে সীনীন হল ঐ পাহাড় যেখানে মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলেছিলেন। (তাবারী ২৪/৫০৩)

بَلَد الْأَمِين দ্বারা পবিত্র মাক্কাকে বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং কা'ব ইব্‌ন আহবার (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৫০৫, ৫০৬) এ ব্যাপারে কারও কোন মতভেদ নেই। ইমামগণ বলেন যে, এই তিন জায়গায় তিনজন বিশিষ্ট নাবীকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রথমে উল্লেখ করা যাইতুনের স্থান অর্থাৎ জেরুযালেমে ঈসাকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল। তুরে সীনীন এর অর্থ হল তূরে সাইনা অর্থাৎ সিনাই পাহাড়। এই পাহাড়ে আল্লাহ জাল্লাজালালুহু মূসার (আঃ) সাথে বাক্য বিনিময় করেছেন। বালাদুল আমীন হল ঐ নিরাপদ নগরী যেখানে প্রবেশ করলে নিরাপত্তা লাভ হয় অর্থাৎ মাক্কা মুআয্‌যামা, যেখানে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছে। তারা বলেন যে, তাওরাতের শেষেও এ তিনটি জায়গার নাম উল্লিখিত রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, তূরে সাইনা থেকে আল্লাহ তা'আলা এসেছেন অর্থাৎ তিনি মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছেন, আর সা'ঈর অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের পাহাড় থেকে তিনি নূর চমকিত করেছেন। অর্থাৎ ঈসাকে (আঃ) সেখানে প্রেরণ করেছেন এবং ফারানের শীর্ষে তিনি উন্নীত হয়েছেন অর্থাৎ মাক্কার পাহাড় থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর এই তিনজন বিশিষ্ট নাবীর ভাষা এবং সত্ত্বা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষকে সুন্দরতম করে সৃষ্টি করলেও তারা হয় নিকৃষ্ট স্থানের বাসিন্দা

এসব শপথের পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর ছাঁচে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাকে আমি অধঃপতিত হীন অবস্থার লোকদের চেয়েও হীনতম করে দিই। মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলীয়াহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াতের এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২৪/৫১০, ৫০৯) অতঃপর বলা হয়েছে, তাদেরকে সুন্দর আকৃতি ও সুদর্শন করে সৃষ্টি করার পরেও তাদের স্থান হবে জাহান্নাম, যদি তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং তাঁর নাবীকে মিথ্যাবাদী মনে করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, সুন্দর ও লাবন্যময়ী শরীরকে এরপর জাহান্নামের অধিবাসী করে দিই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য না করে। এ কারণেই যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ), বলেন যে, এর দ্বারা অতি বৃদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ (রহঃ) এও বলেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন জমা করেছে অর্থাৎ মুখস্ত করেছে সে বার্ধক্য ও হীন অবস্থায় উপনীত হবেনা। (তাবারী ২৪/৫০৮) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ কথা পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২৪/৫১১) কিন্তু অনেক ঈমানদারও তো বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন। কাজেই সঠিক কথা হল ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلۡعَصۡرِ. إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَفِى خُسۡرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। (সূরা ‘আসর, ১০৩ ঃ ১-৩)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ** কিসে তোমাকে কর্মফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করছে? অর্থাৎ হে মানুষ! তুমি যখন তোমার প্রথমবারের সৃষ্টি সম্পর্কে জানো তখন শাস্তি ও পুরস্কারের দিনের আগমনের কথা শুনে এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার অর্থাৎ পুনরুত্থানের কথা শুনে এটাকে বিশ্বাস করছ না কেন? এ অবিশ্বাসের কারণ কি? কোন্ বিষয় তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে অবিশ্বাসী করেছে? যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ?

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ** তিনি কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? তিনি কারও প্রতি কোন প্রকার যুল্‌ম বা অত্যাচার করেননা। তিনি অবিচার করেননা। এ কারণেই তিনি কিয়ামাত বা শেষ বিচারের দিনকে অবশ্যই আনয়ন করবেন এবং সেই দিন তিনি প্রত্যেক যালিম, অত্যাচারীর নিকট থেকে যুল্‌ম-অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

সূরা তীন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৬ ঃ আ’লাক, মাক্কী
٩٦ – سورة العلق، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৯, রুকু ১)

(اٰيَاتُهَا : ١٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

কুরআনের এই সূরাটির নিম্নের আয়াতগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	**পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।**
١. ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ	**(১) তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।**
٢. خَلَقَ ٱلۡإِنسَـٰنَ مِنۡ عَلَقٍ	**(২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে।**
٣. ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ	**(৩) পাঠ কর ঃ আর তোমার রাব্ব মহা মহিমান্বিত,**
٤. ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ	**(৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।**
٥. عَلَّمَ ٱلۡإِنسَـٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ	**(৫) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা।**

নাবুওয়াতের শুরু এবং কুরআনের প্রথম আয়াত

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহীর প্রথম সূচনা হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যা স্বপ্ন দেখতেন তা প্রভাতের প্রকাশের ন্যায় সঠিকরূপে প্রকাশ পেত। তারপর তিনি হেরাগিরি গুহায় নির্জনে থাকতে পছন্দ করেন। উম্মুল মু’মিনীন খাদীজার (রাঃ) নিকট থেকে খাদ্য, পানীয় নিয়ে তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং কয়েকদিন সেখানে ইবাদাত বন্দেগী করে কাটিয়ে

দিতেন। তারপর বাসায় এসে খাদ্য, পানীয় নিয়ে পুনরায় গমন করতেন। একদিন হঠাৎ সেখানেই প্রথম অহী অবতীর্ণ হয়। মালাক/ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বলেন ঃ اِقْرَاَ অর্থাৎ 'আপনি পড়ুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমি তো পড়তে জানিনা।' মালাক তখন তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন যা সহ্য করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তাতে তাঁর কষ্ট হল। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পাঠ করুন।' এবারও তিনি বললেন ঃ 'আমি তো পড়তে জানিনা।' মালাক/ফেরেশতা পুনরায় তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এবারও তা সহ্য করতে তাঁর কষ্ট হল। তারপর মালাক তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পড়ুন।' তিনি পূর্বেরই মত জবাব দিলেন ঃ 'আমি তো পড়তে জানিনা।' মালাক তাঁকে তৃতীয়বার জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন এবং তিনি কষ্ট পেলেন। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পাঠ করুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ করুন, আর আপনার রাব্ব মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন–শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতগুলি স্মরণে রেখে কাঁপতে কাঁপতে খাদীজার (রাঃ) কাছে এলেন এবং বললেন ঃ 'আমাকে চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত কর, 'আমাকে চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত কর।' তখন তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হল। কিছুক্ষণ পর তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি খাদীজাকে (রাঃ) সব কথা খুলে বললেন এবং তাঁকে জানালেন যে, তিনি তাঁর জীবনের আশংকা করছেন। খাদীজা (রাঃ) তখন তাঁকে (সান্ত্বনার সুরে) বললেন ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেননা। আপনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করে থাকেন, সদা সত্য কথা বলেন, আপনি গরীবদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের বোঝা লাঘব করেন, আপনি অতিথি সেবা করেন এবং সত্যের পথে দুর্দশাগ্রস্তদের ও অন্যদেরকে সাহায্য করেন।'

তারপর খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদিল উয্যা ইব্ন কুসাই এর নিকট গেলেন। আইয়ামে জাহিলিয়্যাতের

সময়ে তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরাবীতে কিতাব লিখতেন এবং আরাবী ভাষায় ইঞ্জিলের অনুবাদ করতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'আপনার ভ্রাতুস্পুত্রের ঘটনা শুনুন।' ওয়ারাকা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে ভাতিজা! আপনি কি দেখেছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা ঘটনাটি শুনে বললেন ঃ 'ইনিই সেই রহস্যময় মালাক যিনি আল্লাহর প্রেরিত বার্তা নিয়ে মূসার (আঃ) কাছেও আসতেন। আপনার স্বজাতিরা যখন আপনাকে বের করে দিবে তখন যদি যুবক থাকতাম! হায়, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে বললেন ঃ 'তারা আমাকে বের করে দিবে?' ওয়ারাকা উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, শুধু আপনাকেই নয়, বরং আপনার মত যাঁরাই নাবুওয়াত লাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের সাথেই এরূপ বৈরীতা ও শত্রুতা করা হয়েছিল। ঠিক আছে, আমি যদি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে আমি আপনাকে যথাসাধ্য সমর্থন করব।' এই ঘটনার পর ওয়ারাকা অতি অল্পদিনই বেঁচে ছিলেন। আর এদিকে অহী আসাও বন্ধ হয়ে যায়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানসিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। কয়েকবার তিনি পর্বত চূড়া থেকে ঝাপ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই জিবরাঈল (আঃ) এসে বলতেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সত্যিই আল্লাহ তা'আলার নাবী।' এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্বস্ত হতেন এবং তাঁর মানসিক অস্থিরতা অনেকটা কেটে যেত। তিনি প্রশান্ত চিত্তে বাড়ি ফিরতেন।' এর পর আবার যখন দীর্ঘদিন যাবত তাঁর কাছে অহী আসা বন্ধ থাকে তখন তিনি আগের মত আবারও গুহায় অবস্থান করতে থাকেন। যখন তিনি পাহাড়ের চুড়ায় আরোহন করেন তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে ঐ কথাই বলেন যা পূর্বেও বলেছিলেন। (আহমাদ ৬/২৩২) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও যুহরীর (রহঃ) বরাতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২/৩৬৮, মুসলিম ১/১৩৯)

কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে এই আয়াতগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। নিজের বান্দার উপর এটাই ছিল আল্লাহর প্রথম নি'আমাত এবং রাহমানুর রাহীমের প্রথম রাহমাত।

মানুষের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলারই জানা

মানুষের সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন যে, তিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ জমাট রক্তের মধ্যে নিজের অসীম রাহমাতে সুন্দর চেহারা দান করেছেন। তারপর নিজের বিশেষ রাহমাতে জ্ঞান দান করেছেন এবং বান্দা যা জানতনা তা শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞানের কারণেই আদি পিতা আদম (আঃ) সমস্ত মালাইকার মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। জ্ঞান কখনো মনের মধ্যে থাকে, কখনো মুখের মধ্যে থাকে এবং কখনো কিতাবের মধ্যে লিখিতভাবে বিদ্যমান থাকে। কাজেই জ্ঞান যে তিন প্রকার তা প্রতীয়মান হয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধিগত জ্ঞান, কথ্য জ্ঞান এবং লেখ্য জ্ঞান। লেখ্য জ্ঞানের জন্য বুদ্ধিগত এবং কথ্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু কথ্য জ্ঞানের জন্য বাকী দু'টি জ্ঞান না হলেও চলে। এ কারণেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ তুমি পাঠ কর, আর তোমার রাব্ব মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। একটি প্রবাদ রয়েছে ঃ 'জ্ঞানকে লিখে সংরক্ষণ কর।

(৬) বস্তুতঃ মানুষ তো সীমা লংঘন করেই থাকে,	٦. كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ
(৭) কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী মনে করে।	٧. أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ
(৮) তোমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।	٨. إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ

(৯) তুমি কি তাকে দেখেছ যে বাধা দেয়	٩. أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِى يَنۡهَىٰ
(১০) এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?	١٠. عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ
(১১) তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে সৎ পথে থাকে?	١١. أَرَءَيۡتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلۡهُدَىٰٓ
(১২) অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়?	١٢. أَوۡ أَمَرَ بِٱلتَّقۡوَىٰٓ
(১৩) তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?	١٣. أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ
(১৪) তাহলে সে কি অবগত নয় যে, আল্লাহ দেখছেন?	١٤. أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ
(১৫) সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয় তাহলে আমি তাকে অবশ্যই হেচড়িয়ে নিয়ে যাব মাথার সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে,	١٥. كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ
(১৬) মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।	١٦. نَاصِيَةٖ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٖ
(১৭) অতএব সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করুক।	١٧. فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ
(১৮) আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।	١٨. سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ
(১৯) সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করনা। সাজদাহ কর ও	١٩. كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡ

আমার নিকটবর্তী হও। [সাজদাহ]	وَٱقۡتَرِب ۩

অর্থ সম্পদের জন্য মানুষের সীমা অতিক্রম করায় ভয় প্রদর্শন

আল্লাহ তাআ’লা বলেন ঃ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى.كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى সত্য সত্যই মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যায়, কারণ সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে। কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পর সে মনে অহংকার পোষণ করে। অথচ তার ভয় করা উচিত যে, একদিন তাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে! সেখানে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে! অর্থ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ অর্থসম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছ এবং কোথায় ব্যয় করেছ?

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ ‘দু’জন এমন লোভী রয়েছে যাদের পেট কখনো ভরেনা। একজন হল জ্ঞান অনুসন্ধানকারী এবং অপরজন হল দুনিয়াদার বা তালেবে দুনিয়া। তবে এ দু’জনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জ্ঞান অনুসন্ধানী শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে অগ্রসর হয়, আর দুনিয়াদার লোভ, হঠকারিতা এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।’ তারপর তিনি أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى.إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى এ আয়াত দু’টি পাঠ করেন। এর পর জ্ঞান অন্বেষণকারীর ব্যাপারে পাঠ করেন আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তিটি ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৮)

অভিশপ্ত আবূ জাহলের সালাতে বাধা দান এবং ওর পরিণতি

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى ‘তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?’ এই আয়াত অভিশপ্ত আবূ জাহলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা‘বাগৃহে সালাত আদায় করতে বাধা প্রদান করত। প্রথমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাকে বুঝানোর জন্য নরম সুরে বলেন যে, যাঁকে বাধা দিচ্ছে তিনি যদি সৎপথে থেকে থাকেন, লোকদেরকে তাকওয়ার দিকে আহ্বান করেন অর্থাৎ পরহেযগারী শিক্ষা দেন, আর সে (আবূ জাহল) দাপট দেখিয়ে তাঁকে আল্লাহর ঘর থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাহলে কি তার দুর্ভাগ্যের কোন শেষ আছে? এই হতভাগা কি জানেনা যে, যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বিমুখ হয়, আল্লাহ তা দেখছেন? তার কথা শুনছেন? তার কথা এবং কাজের জন্য তাকে যে আল্লাহ শাস্তি দিবেন তাও কি সে জানেনা? এভাবে বুঝানোর পর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাকে ভয় প্রদর্শন করে ধমকের স্বরে বলছেন ঃ যদি সে এ ধরনের বাধাদান, বিরোধিতা, হঠকারিতা এবং কষ্টদান হতে বিরত না হয় তাহলে আমি তার মুখমন্ডলকে কালিমা লিপ্ত করব। কারণ সে হল মিথ্যাচারী ও পাপিষ্ঠ। অতঃপর সে তার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করুক, আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। তারপর কে হারে এবং কে জিতে তা দেখা যাবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহল বলল ঃ ‘যদি আমি মুহাম্মাদকে কা‘বাঘরে সালাত আদায় করতে দেখি তাহলে আমি তার ঘাড়ে আঘাত হানবো।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫৯৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে বললেন ঃ ‘যদি সে এরূপ করে তাহলে আল্লাহর আযাবের মালাইকা তাকে পাকড়াও করবেন।’ ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের অনুসরণ করে ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটি নকল করেছেন। (হাদীস নং ৯/২৭৭, ৬/৫১৮ ও ১২/৬৪৯) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহয় মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) কাছে সালাত আদায় করছিলেন, এমন সময় অভিশপ্ত আবূ জাহল এসে বলল ঃ ‘আমি তোমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি বিরত হলেনা? এবার যদি আমি তোমাকে কা‘বা ঘরে সালাত আদায় করতে দেখি তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কঠোর ভাষায় তার হুমকির জবাব দিলেন এবং তার

হুমকিকে মোটেই গ্রাহ্য করলেননা। বরং তাকে সতর্ক করে দিলেন। তখন ঐ অভিশপ্ত বলতে লাগল ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! এই উপত্যকায় আমার রয়েছে এক বিরাট লোকবল! আমার এক আওয়াযে সমগ্র প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে।' তখন আল্লাহ তা'আলা **فَلْيَدْعُ نَادِيَه, سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ** এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আবূ জাহল তার লোকরদেরকে ডাকত তাহলে তখনই আযাবের মালাইকা তাকে ঘিরে ফেলতেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রাঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ জাহল (জনগণকে) জিজ্ঞেস করল ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদের সামনে ধূলা দ্বারা তার মুখমন্ডল ধূসরিত (সাজদাহ) করে?' জনগণ উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ। তখনই ঐ দুর্বৃত্ত বলল ঃ লাত ও উয্যার শপথ! সে যদি আমার সামনে ঐভাবে সাজদাহ করে তাহলে আমি অবশ্যই তার ঘাড় ভেঙ্গে দিব এবং তার মুখ ধূলায় লুণ্ঠিত করব।' একদিকে আবূ জাহল এই ঘৃণ্য উক্তি করল, আর অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করা শুরু করলেন এবং দুর্বৃত্তের অঙ্গীকার পূরণের সুযোগ হল। তিনি সাজদায় যাওয়ার পর আবূ জাহল সামনের দিকে অগ্রসর হল বটে, কিন্তু সাথে সাথেই ভয়ার্তচিত্তে আত্মরক্ষামূলকভাবে পিছনের দিকে সরে এলো এবং হাত দ্বারা মুখাবৃত করতে লাগল। জনগণ অবাক হয়ে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ 'আমার এবং মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের কূপ এবং ভয়াবহ প্রাণী দেখলাম যাদের পাখা রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'আবূ জাহল যদি আরো কিছু অগ্রসর হত তাহলে ফেরেশতা/ফেরেশতারা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক করে দিতেন।' অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা একটি আয়াত নাযিল করেন, কিন্তু আমি জানিনা যে, এই হাদীসের আলোকে তা নাযিল হয়েছিল নাকি অন্য কোন বিষয়ে।

আয়াতটি হল **كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى** হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইবন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ১২/৬৪৯, আহমাদ ২/৩৭০, মুসলিম ২৭৯৭, নাসাঈ ১১৬৮৩)

রাসূলের (সাঃ) জন্য আনন্দ

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **كَلَّا لَا تُطِعْهُ** সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করনা, বরং তুমি সালাত আদায় করতে থাক এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাক। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে ইবাদাত কর এবং যেখানে খুশী সালাত আদায় করতে থাক। তাকে পরোয়া করার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী রয়েছেন। তিনি তোমাকে শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করবেন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি সাজদাহ কর এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট থাক। এরই সমর্থনে একটি হাদীস রয়েছে যা সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) বরাতে আবূ সালিহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন সাজদাহ রত হয় তখন সে আল্লাহর সবচেয়ে কাছে পৌঁছে। অতএব তোমরা বেশি বেশি সাজদাহ কর। (মুসলিম ১/৩৫০) পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন তখন সাজদাহ দিতেন ঃ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ১) এবং

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ

তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা 'আলাক, ৯৬ ঃ ১) (মুসলিম ১/৪০৬)

সূরা আ'লাক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৭ ঃ কাদ্‌র, মাক্কী ٩٧ – سورة القدر، مَكِّيَّة

(আয়াত ৫, রুকূ ১) (آيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) নিশ্চয়ই আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে;	١. إِنَّآ أَنزَلۡنَـٰهُ فِى لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ
(২) আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে তুমি কী জান?	٢. وَمَآ أَدۡرَٮٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ
(৩) মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।	٣. لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٌ۬ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٍ۬
(৪) ঐ রাতে (মালাইকা) ফিরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে।	٤. تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَـٰٓٮِٕكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيہَا بِإِذۡنِ رَبِّہِم مِّن كُلِّ أَمۡرٍ۬
(৫) শান্তিই শান্তি! সেই রাত - ফাজরের অভ্যুদয় পর্যন্ত।	٥. سَلَـٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ

কাদরের রাতের মর্যাদা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জানিয়ে দিচ্ছেন যে, লাইলাতুল কাদরে কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেন। এই রাতকে লাইলাতুল মুবারাকও বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلۡنَـٰهُ فِى لَيۡلَةٍ۬ مُّبَـٰرَكَةٍ‌ۚ

আমি তো ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারাক রাতে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৩) কুরআন কারীম দ্বারাই এটা প্রমাণিত যে, এ রাত রামাযানুল মুবারাক মাসে রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

شَہۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدً۬ى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ۬ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ‌ۚ

রামাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৫)

ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, লাইলাতুল কাদরে সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফুয হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর ঘটনা অনুযায়ী দীর্ঘ তেইশ বছরে ধীরে ধীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা লাইলাতুল কাদরের শান শাওকত ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন ঃ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এই রাতের এক বিরাট বারাকাত হল এই যে, এ রাতে কুরআনুম মাজীদের মত মহান নি'আমাত নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ হে নাবী! লাইলাতুল কাদ্‌র কি তা কি তোমার জানা আছে? লাইলাতুল কাদ্‌র হচ্ছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (তাবারী ২৪/৫৩১, ৫৩২; কুরতুবী ২০/১২৩)

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রামাযান মাস এসে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন '(হে জনমণ্ডলী!) তোমাদের উপর রামাযান মাস এসে পড়েছে। এ মাস খুবই বারাকাত পূর্ণ বা কল্যাণময়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এ মাসের সিয়াম ফারয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং

জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শাইতানদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যে রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের কল্যাণ হতে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয় সে প্রকৃতই হতভাগা।' ইমাম নাসাঈও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ২/২৩০, নাসাঈ ৪/১২৯)

কাদরের রাতে ইবাদাত করার সাওয়াব এক হাজার মাস অপেক্ষা অধিক হওয়ার ব্যাপারে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের নিয়াতে কাদ্‌রের রাতে ইবাদাত করে, তার পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।' (ফাতহুল বারী ৪/২৯৪, মুসলিম ১/৫২৩)

কাদরের রাতে মালাইকার উপস্থিতি এবং উত্তম বিষয়ের অবতরণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ এ রাতের বারাকাতের আধিক্যের কারণে এ রাত্রে বহু সংখ্যক মালাইকা অবতীর্ণ হন। এমনিতেই মালাইকা সকল বারাকাত ও রাহমাতের সাথেই অবর্তীণ হন। যেমন কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে অবতীর্ণ হন, যিক্‌রের মাজলিস ঘিরে ফেলেন এবং দীনী ইলম বা বিদ্যা শিক্ষার্থীদের জন্য সানন্দে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন ও তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

রূহ্ দ্বারা এখানে জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে অন্যান্য মালাইকা থেকে আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যান্য মালাইকা থেকে তার যে ভিন্ন মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তা প্রকাশ করে দিলেন। পরবর্তী আয়াতাংশ مِن كُلِّ أَمْرٍ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সব কিছুর উপর তখন শান্তি বর্ষিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ سَلَامٌ هِيَ ... কাদ্‌রের রাত আগাগোড়াই শান্তির রাত। সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (রহঃ) বলেন ঃ ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাশ (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) سَلَامٌ هِيَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ রাতে শাইতান কোন অনিষ্ট করতে পারেনা, কেহকে কোন কষ্ট দিতে পারেনা। কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এই রাতে সমস্ত কাজের ফাইসালা করা হয়, বয়স, মৃত্যু ও রিয্‌ক নির্ধারণ করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থিরীকৃত হয়। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪) সাঈদ ইব্‌ন মানসুর বলেন, হুসাইম (রহঃ) আবূ ইসহাকের (রহঃ) বরাতে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, শাবী (রহঃ) مِّن كُلِّ أَمْرٍ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এই রাতে মালাইকা মাসজিদে অবস্থানকারীদের প্রতি সকাল পর্যন্ত সালাম প্রেরণ করতে থাকেন। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এ রাতে শুধুই শান্তি আর শান্তি, কোন খারাবীই এতে নিহিত নেই এবং তা ফাজ্‌র পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

মর্যাদাপূর্ণ রাত কোন্‌টি এবং উহার লক্ষণ

মুসনাদ আহমাদে উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ '(রামাযান মাসের) শেষ দশ রাতের মধ্যে লাইলাতুল কাদ্‌র রয়েছে। যে ব্যক্তি এই রাতে সাওয়াবের আশায় ইবাদাত করে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। ইহা হল বেজোড় রাত। অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ কিংবা উনত্রিশতম রাত।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ 'লাইলাতুল কাদরের নিদর্শন এই যে, এটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং এমন উজ্জ্বল হয় যে, যেন চন্দ্রোদয় ঘটেছে। এ রাতে শান্তি ও শৈত্য বিরাজ করে। ঠাণ্ডা ও গরম কোনটাই বেশী থাকেনা। সকাল পর্যন্ত নক্ষত্র আকাশে জ্বল জ্বল করে। এ রাতের আর একটি নিদর্শন এই যে, এর শেষ প্রভাতে সূর্য প্রখর কিরণের সাথে উদিত হয়না। বরং চতুর্দশ

রাতের চন্দ্রের মত উদিত হয়। সেদিন ওর সাথে শাইতানেরও আবির্ভাব হয়না।' (আহমাদ ৫/৩২৪ মুরসাল) এ হাদীসটির সনদ সহীহ বা বিশুদ্ধ, কিন্তু মতন গারীব। কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার বিতর্কিত রয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে কাদরের রাত সম্পর্কে একটি ভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, প্রতি বছর রামাযান মাসে কাদরের রাতের আবির্ভাব হয়। তিনি আরও লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি কাদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন আমিও তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ইহা প্রতি রামাযান মাসেই আবির্ভূত হয়। (হাদীস নং ২/১১১ মাওকুফ) এ হাদীসটি বর্ণনার ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ত, কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেছেন যে, শুবাহ (রহঃ) এবং সুফিয়ান (রহঃ) উভয়ে এটি ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তারা মনে করেন যে, আলোচ্য বর্ণনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়, বরং ইব্ন উমারের (রাঃ) নিজের।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসের প্রথম দশদিনে ই'তিফাক করেন, আমরাও তাঁর সাথে ই'তিকাফ করতে থাকি। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেন ঃ 'আপনি যা খুঁজছেন তাতো এখনো সামনে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যভাগের দশদিন ই'তিকাফ করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ই'তিকাফ করি। আবার জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেন ঃ 'আপনি যা খুঁজছেন তাতো এখনো সামনে রয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাযামানের বিশ তারিখের সকালে দাঁড়িয়ে খুতবাহ দেন এবং বলেন ঃ 'আমার সাথে যারা ই'তিকাফ করছে তারা যেন পুনরায় ই'তিকাফে বসে । আমি কাদ্‌রের রাত দেখেছি, কিন্তু এরপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে ইহা রামাযানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাতে রয়েছে। আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আমি যেন কাদা ও পানির মধ্যে সাজদাহ করছি।' মাসজিদে নাববীর ছাদ ছিল শুকনা খেজুর পাতার তৈরি। আকাশে তখন মেঘের কোন চিহ্নই ছিলনা। হঠাৎ মেঘ জমা হল এবং বৃষ্টি হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেন এবং আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর কপালে ভিজা মাটি লেগে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৪/৩২৯, মুসলিম ২/৮২৪) এভাবে তাঁর স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হল। ইহা রামাযান মাসের একুশ তারিখের রাতের ঘটনা বলে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি দু'টি ভিন্ন বর্ণনা ধারায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন যে, বর্ণনার দিক দিয়ে এ হাদীসটি সহীহ। আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস (রহঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, কাদরের রাত হল রামাযানের তেইশতম রাত। (হাদীস নং ২/৮২৭) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, কাদরের রাত হল রামাযানের পঁচিশতম রাত। ওতে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রামাযানের শেষ দশ রাতে কাদরের রাত অন্বেষন কর। নবম রাতেও থাকতে পারে, সপ্তম রাতেও থাকতে পারে অথবা পঞ্চম রাতেও থাকতে পারে। (ফাতহুল বারী ৪/৩০৬)

নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কাদ্‌রের রাতকে রামাযানের শেষ দশকে খোঁজ কর। প্রথমে নয়, তারপর সাত, তারপর পাঁচ বাকি থাকে।' অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এর দ্বারা বেজোড় রাতকে বুঝানো হয়েছে। এটাই সর্বাধিক সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ উক্তি।

কাদ্‌রের রাত রামাযানের সাতাশতম রাত বলেও উল্লেখ রয়েছে। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এটি সাতাশতম রাত।' (মুসলিম ২/৮২৮)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, যির (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উবাই ইব্ন কা'বকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ মুনযির! বলা হল ঃ আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বছরের প্রত্যেক রাতে জেগে থাকবে সে কাদ্‌রের রাত পেয়ে যাবে। এ কথা শুনে উবাই (রাঃ) বললেন ঃ 'আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, তিনি জানতেন যে, এ রাত রামাযান মাসের মধ্যে রয়েছে এবং আমি শপথ করে বলছি যে, কাদ্‌রের রাত যে রামাযানের সাতাশতম রাত এটাও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ)

জানতেন। উবাই ইব্‌ন কা‘বকে (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি এটা কি করে জানলেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে সব নিদর্শনের কথা বলেছেন সে সব দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি। যেমন ঐ দিন রাতের পর সূর্য উদিত হওয়ার সময় কিরণহীন অবস্থায় উদিত হয়। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৫/১৩০, মুসলিম ২/৮২৮)

লাইলাতুল কাদ্‌র রামাযান মাসের উনত্রিশতম রাত বলেও উল্লেখ রয়েছে। উবাদা ইব্‌ন সামিতের (রাঃ) প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘এ রাতে রামাযান মাসের শেষ দশকে বেজোড় রাতসমূহে অনুসন্ধান কর অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ অথবা শেষ রাতে।’ (আহমাদ ৫/৩১৮) মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘লাইলাতুল কাদ্‌র হল সাতাশতম অথবা উনত্রিশতম রাত। ঐ রাতে যে মালাইকা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাদের সংখ্যা পৃথিবীর প্রস্তর খণ্ডের সংখ্যার চেয়েও অধিক।’ (আহমাদ ২/৫১৯) একমাত্র ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর বর্ণনায় কোন ভুল পরিলক্ষিত হয়না।

‘রামাযানের সর্বশেষ রাতও কাদ্‌রের রাত’ এর উপরও একটি বর্ণনা রয়েছে। জামে’ তিরমিযী এবং সুনান নাসাঈতে রয়েছে ঃ ‘নয়টি রাত যখন বাকী থাকে বা সাত পাঁচ বা তিন অথবা শেষ রাত অর্থাৎ এ রাতগুলিতে কাদ্‌রের রাত তালাশ কর।’

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) আবূ কিলাবা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রামাযানের শেষ দশ দিনের রাতের মধ্যে এ রদবদল হয়ে থাকে। ইমাম মালিক (রহঃ) ইমাম সাওরী (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ), ইমাম ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (রহঃ), ইমাম আবূ সাওর (রহঃ), আল মুযানী (রহঃ), ইমাম আবূ বাকর ইব্‌ন খুযাইমা (রহঃ) প্রমুখ গুরুজনও এ কথাই বলেছেন। আল্লাহ তা‘আলাই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

কাদ্‌রের রাতে পঠিতব্য দু‘আ

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সব সময়েই আল্লাহর কাছে দু‘আ চাওয়া উচিত। তবে রামাযান মাসে আরো বেশী করে দু‘আ করতে হবে, বিশেষ করে রামাযানের শেষ দশকে এবং বেজোড় রাতে। নিম্নের দু‘আটি খুব বেশী পাঠ করতে হবে ঃ

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন!’

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি কাদ্‌রের রাত পেয়ে যাই তাহলে আমি কি দু‘আ পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي এই দু‘আটি পাঠ করবে।’ (আহমাদ ৬/১৮২) এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং নাসাঈও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনান ইব্‌ন মাজাহয়ও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থেও এটি ভিন্ন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি দুই শায়খের (ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)) শর্তে সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী ৯/৪৯৫, নাসাঈও ৬/২১৮, ইব্‌ন মাজাহয় ২/১২৬৫, হাকিম ১/৫৩০)

সূরা কাদ্‌র এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৮ ঃ বাইয়্যিনাহ, মাদানী ٩٨ – سورة البينة‘ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকূ ১) (اٰيَاتُهَا : ٨‘ رُكُوْعَاتُهَا : ١)

রাসূল (সাঃ) উবাই ইব্ন কা‘বকে সূরা বাইয়্যিনাহ পাঠ করতে বলেন

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্ন কা‘বকে (রাঃ) বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাকে لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ এ সূরাটি পাঠ করে আমাকে শোনাতে বলি। উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি (আল্লাহ) কি আমার নাম উল্লেখ করে আপনাকে বলেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তখন উবাই (রহঃ) কেঁদে ফেললেন। (আহমাদ ৩/১৩০) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে সুবাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫৯৭, মুসলিম ১/৫৫০, তিরমিযী ১০/২৯৪, নাসাঈ ৬/৫২০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচল ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমান না আসা পর্যন্ত।	١. لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ
(২) আল্লাহর নিকট হতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র	٢. رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتۡلُواْ

গ্রন্থ,	صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
(৩) যাতে সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা-সমূহ রয়েছে।	٣. فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
(৪) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারাতো বিভক্ত হল তাদের নিকট সু-স্পষ্ট প্রমান আসার পর।	٤. وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ
(৫) তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে; এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম।	٥. وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ

মূর্তিপূজক ও আহলে কিতাবদের বর্ণনা

আহলে কিতাব দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর মুশরিকীন দ্বারা আরাব এবং অনারাব মূর্তি পূজক ও অগ্নিপূজকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিলনা যে পর্যন্ত না তাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়। (তাবারী ২৪/৫৩৯) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিলনা যতক্ষণ না তাদের কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়। কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২৪/৫৩৯) এখানে حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ এর الْبَيِّنَةُ শব্দের অর্থ করা হয়েছে এই কুরআন।

আল্লাহর কোন একজন রাসূল যিনি পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে শুনিয়ে দেন, যাতে আছে সঠিক বিধান, এর দ্বারা কুরআনুল হাকীমের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ. بِأَيْدِى سَفَرَةٍ. كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ

ইহা আছে মর্যাদাময় পত্রসমূহে (লিখিত) (এবং) উন্নত ও পুতঃ লেখকদের হাতে (সুরক্ষিত)। (ঐ লেখকগণ) মহৎ ও সৎ। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১৩-১৬)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, উহা হল সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী এবং সরল পথ প্রদর্শনকারী পবিত্রতম কুরআন, যা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। এতে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই, কারণ তাতো নাযিল হয়েছে সর্ব শক্তিমান রাজাধিরাজ আল্লাহর তরফ হতে। (তাবারী ২৪/৫৪০) সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হয়নি।

কিতাব প্রাপ্তির পর মতভেদের সূচনা

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ আর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল তাদের নিকট এই স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল। এরই অনুরূপ অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

এবং তাদের মত হয়োনা যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে; তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৫)

এ আয়াতে ঐ সমস্ত কিতাবধারীদের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে কুরআন অবতরণের পূর্বে পবিত্র বাণী সম্বলিত সহীফাসমূহ প্রদান করা হয়েছিল। তাদেরকে হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দেয়ার পরেও তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যেমন বিভিন্নভাবে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে ঃ ‘ইয়াহুদীরা একাত্তর ফিরকা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে, আর নাসারা বা খৃষ্টানরা বিভক্ত হবে বাহাত্তর ফিরকায়। এই উম্মাতে মুহাম্মাদী তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি মাত্র ফিরকা ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে।’ জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে আদর্শের উপর রয়েছি।’ (কুরতুবী ৪/১৫৯, ১৬০, তিরমিযী)

আল্লাহর নির্দেশ হল পরিপূর্ণভাবে তাঁরই জন্য ইবাদাত করতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা এরপর বলেন ঃ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ অথচ তাদের প্রতি এই নির্দেশই ছিল যে, তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ একনিষ্ঠ হয়ে অর্থাৎ শির্‌ক হতে দূরে থেকে এবং তাওহীদ বা একাত্মবাদের মাধ্যমে ইবাদাত কর। যেমন অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ** ‘তারা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, এটাই সঠিক দীন।’ যাকাত দিবে এর অর্থ এই যে, ফাকীর, মিসকীন এবং অভাবগ্রস্তদের অর্থ দ্বারা সাহায্য করবে। এই দীন অর্থাৎ ইসলাম মযবূত, সরল, সহজ এবং কল্যাণধর্মী। বহু সংখ্যক ইমাম যেমন ইমাম যুহরী (রহঃ), ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এই আয়াতের সরলতা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত, সালাত আদায় ও যাকাত প্রদানকেই দীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।	٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ
(৭) যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।	٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ
(৮) তাদের রবের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের উপর প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; এটা এ জন্য যে, তারা তাদের রাব্বকে ভয় করে।	٨. جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ

সৃষ্টির অধম ও উত্তমদের বর্ণনা এবং তাদের কাজের প্রতিদান

আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করছেন ঃ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ** কাফির, ইয়াহুদী, নাসারা, মুশরিক, আরাব ও অনারাব যেই হোক না কেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিরোধ এবং আল্লাহর কিতাবকে অবিশ্বাস করে তারা কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, সেখানেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে। কোন অবস্থায়ই তারা সেখান থেকে ছাড়া বা মুক্তি পাবেনা। এরাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা সৎ কর্মপরায়ন বান্দাদের পরিণাম সম্পর্কে বলেন ঃ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ** নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। এ আয়াত থেকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং একদল আলেম ব্যাখ্যা করেন যে, ঈমানদার মানুষ আল্লাহর মালাইকার চেয়েও উৎকৃষ্টতর।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا** তাদের প্রতিদান স্বরূপ তাদের

রবের নিকট সর্বদা অবস্থানের জন্য জান্নাতসমূহ রয়েছে, যেগুলির নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তাদেরকে এর আগে বা পরে আর যা কিছু দেয়া হোকনা কেন তা হবে তাদের কাছে মূল্যহীন। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টিই হল একজন মু'মিনের সবচেয়ে বড় অর্জন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজের রাব্বকে ভয় করে। অর্থাৎ যার মনে আল্লাহ তা'আলার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়-ভীতি রয়েছে। ইবাদাত করার সময় যে মন প্রাণ দিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে, এমনভাবে ইবাদাত করে যেন চোখের সামনে রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে এবং সে আল্লাহকে দেখতে না পেলেও আল্লাহ তাকে দেখতে পাচ্ছেন।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সর্বোত্তম সৃষ্ট জীব কে এ সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দিবনা?' সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে আপনি এ খবর দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে ঐ মানুষ সবচেয়ে উত্তম যে জিহাদের ডাক শোনার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় শত্রুদলে প্রবেশ করে বীরত্বের পরিচয় দেয়। আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম সৃষ্টির সংবাদ দিব? তারা বললেন ঃ 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের বকরীর পালের মধ্যে অবস্থান করা সত্ত্বেও সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে । এবার আমি কি তোমাদেরকে এক নিকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিব? সে হল ঐ ব্যক্তি যার কাছে (কোন অভাবগ্রস্ত) আল্লাহর নামে কিছু চাওয়ার পর, কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।' (আহমাদ ২/৩৯৬)

সূরা বাইয়্যিনাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯৯ ঃ যিলযালাহ্, মাদানী ٩٩ - سورة الزلزلة، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকূ ১) (اٰيَاتُهَا : ٨، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা যিলযালাহর ফাযীলাত

জামে' তিরমিযীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে পাঠ করা শিখিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ الٓر যুক্ত তিনটি সূরা পাঠ কর।' লোকটি বলল ঃ 'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, স্মৃতিশক্তি আমার দুর্বল হয়ে গেছে এবং জিহ্বা মোটা হয়ে গেছে (সুতরাং এই সূরাগুলি পাঠ করা আমার পক্ষে কঠিন)।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আচ্ছা, তাহলে حَمٓ যুক্ত সূরাগুলি পাঠ কর।" লোকটি পুনরায় একই ওযর পেশ করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ "তাহলে يُسَبِّحُ বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ কর।' লোকটি ঐ উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করল এবং বলল ঃ আমাকে একটি সহজ পাঠ্য সূরার সবক দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে اِذَا زُلْزِلَتْ এই সূরাটিই পাঠ করালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পাঠ করা শেষ করলেন তখন লোকটি বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আমি কখনো এর অতিরিক্ত কিছু করবনা।' এ কথা বলে লোকটি পিছন ফিরে চলে গেল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ লোকটি সাফল্য অর্জন করেছে ও মুক্তি পেয়ে গেছে, এ লোকটি সাফল্য অর্জন করেছে ও মুক্তি পেয়ে গেছে।'

তারপর তিনি বললেন ঃ 'তাকে আবার একটু ডেকে নিয়ে এসো।' লোকটিকে ডেকে আনা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ আমাকে ঈদুল আযহার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দিনকে

আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মাতের জন্য উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।’ এ কথা শুনে লোকটি বলল ঃ ‘যদি আমার কাছে কুরবানীর পশু না থাকে এবং কেহ আমাকে দুধ পানের জন্য একটা উষ্ট্রী উপঢৌকন দেয় তাহলে কি আমি ঐ উষ্ট্রীটি যবাহ করব?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ‘না, না। (এ কাজ করনা) বরং চুল ছেটে নাও, নখ কেটে নাও, গোঁফ ছোট কর এবং নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার কর, এ কাজই আল্লাহর কাছে তোমার জন্য পুরোপুরি কুরবানী রূপে গণ্য হবে।’ (আহমাদ ২/১৬৯) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ২/১১৯ ও ১৬/৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,	١. إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا
(২) এবং পৃথিবী যখন তার ভারসমূহ বের করে দিবে,	٢. وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا
(৩) এবং মানুষ বলবে ঃ এর কি হল?	٣. وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا
(৪) সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।	٤. يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا
(৫) তোমার রাব্ব তাকে আদেশ করবেন।	٥. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا
(৬) সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।	٦. يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ
(৭) কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।	٧. فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ
(৮) এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।	٨. وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ.

বিচার দিবসে পৃথিবী এবং ওর মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا এ আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ যমীনকে যখন ভীষণ কম্পনে কম্পিত করা হবে তখন এর ভিতরের সমস্ত মৃতকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হবে। (দুররুল মানসুর ৮/৫৯২) যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا ٱلۡأَرۡضُ مُدَّتۡ وَأَلۡقَتۡ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتۡ

এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্য গর্ভ হয়ে যাবে। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ৩-৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যমীন তার কলিজার টুকরাগুলিকে (অর্থাৎ ওর ভিতরের সবকিছু) উগরে দিবে এবং বাইরে নিক্ষেপ করবে। স্বর্ণ ও রৌপ্য স্তম্ভের মত বাইরে বেরিয়ে পড়বে। হত্যাকারী সে সব দেখে বলবে ঃ হায়! আমি এই ধন সম্পদের জন্য অমুককে হত্যা করেছিলাম, অথচ আজ ওগুলো এভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে!’ আত্মীয়-স্বজনের

প্রতি সম্পর্ক ছিন্নকারী দুঃখ করে বলবে ঃ ‘হায়! এই ধন সম্পদের মোহে পড়ে আমি আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি!’ চোর বলবে ঃ ‘হায়! এই ধন-সম্পদের জন্য আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছিল!’ অতঃপর তারা ওগুলো ফেলে চলে যাবে, তারা কেহই ওগুলো হতে কিছুই গ্রহণ করবেনা।’ (মুসলিম ১০১৩)

মানুষ বলবে ঃ এর কি হল? যমীন ও আসমান সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। ঐ দৃশ্য সবাই দেখবে এবং সবাইকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে। মোট কথা, সেই ধন সম্পদ এমনভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে যে, ওগুলির প্রতি কেহ চোখ তুলেও চাবেনা। মানুষ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেদিকে তাকিয়ে বলবে ঃ হায়! এগুলির তো নড়া-চড়া করার কোন শক্তি ছিলনা। এগুলি তো স্তব্ধ-নিথর হয়ে পড়ে থাকত। আজ এগুলির কি হল যে, এমন থরথর করে কাঁপছে! পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মৃতদেহ যমীন বের করে দিবে। যমীন খোলাখুলি ও সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি তার উপর অমুক অমুক নাফরমানী করেছে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম **يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا** এই আয়াতটি পাঠ করে বললেন ঃ ‘যমীনের বৃত্তান্ত কি তা কি তোমরা জান?’ সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

‘আদম সন্তান যে সব আমল যমীনে করেছে তার সব কিছু যমীন এভাবে প্রকাশ করে দিবে, যে অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক জায়গায় এই এই পাপ ও এই এই সৎ কাজ করেছে।’ এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) একে মুনকার বলেছেন। (আহমাদ ২/৩৭৪, তিরমিযী ৯/২৮৫, নাসাঈ ১১৬৯৩)

অতঃপর বলা হয়েছে **بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا** অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যমীনকে অনুমতি দিবেন। শাবীব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, **يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا** এর অর্থ হচ্ছে দিবসকে তার প্রভু কথা বলতে আদেশ করবেন। তখন সে কথা বলবে। (দুররুল মানসুর ৮/৫৯২) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, বিচার কার্য শেষ হওয়ার পর লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ প্রকার ভেদ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হবে। যেমন জান্নাতী ও জাহান্নামী, সৌভাগ্যবান এবং হতভাগা। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, **أَشْتَاتًا** ‘আশতাত’ অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন দল। (দুররুল মানসুর ৮/৫৯৩) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন **لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ** অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তারা যে ভাল অথবা খারাপ আমল করেছে সেই অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

ছোট-বড় প্রতিটি কাজের প্রতিদান দেয়া হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** ‘কেহ অনু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অনু পরিমান অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।’ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ঘোড়ার মালিকরা তিন প্রকারের। এক প্রকার হল তারা যারা পুরস্কার ও পারিশ্রমিক লাভকারী। দ্বিতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্য ঘোড়া রক্ষাবুহ্য। তৃতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্য ঘোড়া বোঝা স্বরূপ অর্থাৎ তারা পাপী। পুরস্কার বা পারিশ্রমিক লাভকারী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে। এ লক্ষ্যে যদি ঐ ঘোড়া সারা জীবন চারণ ভূমিতে অথবা বাগানে বিচরণ করে তাহলে এ জন্যও মালিক সাওয়াব লাভ করবে। যদি ঘোড়ার রশি ছিঁড়ে যায় এবং ঐ ঘোড়াটি এদিক ওদিক চলে যায় তাহলে তার পদচিহ্ন এবং মল মূত্রের জন্যও মালিক সাওয়াব লাভ করবে। মালিকের পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও ঘোড়া যদি অন্যের কোন জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করে তাহলে ঐ মালিকও সাওয়াব পাবে। এই ঘোড়া তার মালিকের জন্য পুরোপুরি সাওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম। দ্বিতীয় হল ঐ ব্যক্তি যে স্বয়ং

সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ঘোড়া পালন করেছে, যাতে প্রয়োজনের সময় অন্যের কাছে ঘোড়া চাইতে না হয়, কিন্তু সে আল্লাহর অধিকারের কথা নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজের সাওয়ারীর ক্ষেত্রেও বিস্মৃত হয়না। এই সাওয়ারী ঐ ব্যক্তির জন্য (জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার) ঢাল স্বরূপ। আর তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অহংকার এবং গর্বের কারণে এবং অন্যদের উপর যুল্ম বা অত্যাচার করার উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে, এই পালন তার উপর একটা বোঝা স্বরূপ এবং তার জন্য পাপ স্বরূপ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তখন জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'গাধা সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি তাদের ব্যাপারে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থবহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে, বিন্দুমাত্র সাওয়াব এবং বিন্দুমাত্র পাপও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৯৮, মুসলিম ২/৬৮০)

আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অর্ধেক খেজুর সাদাকাহ করার মাধ্যমে হলেও এবং একটি ভাল কথার মাধ্যমে হলেও আগুন হতে আত্মরক্ষা কর।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৩২) একইভাবে অন্য একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

'সাওয়াবের কাজকে কখনো হালকা মনে করনা, তা যদি নিজের বালতি দিয়ে পানি তুলে কোন পিপাসার্তকে পান করানো অথবা কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে দেখা করাও হয়, তাও সাওয়াবের কাজ বলে মনে করবে।' (মুসলিম ৪/২০২৬)

অন্য একটি সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'হে মু'মিনাদের দল! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের পাঠানো উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে করনা, যদিও তারা মেষের পায়ের গোড়ালীও (খুর) পাঠায়।' (ফাতহুল বারী ১০/৪৫৯) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দাও, আগুনে পোড়া একটা খুর হলেও দাও।' (আহমাদ ৫/৩৮১)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আয়িশা! পাপকে কখনো তুচ্ছ মনে করনা। মনে রেখ, আল্লাহ তারও হিসাব নিবেন।' (আহমাদ ৬/১৫১, ইব্ন মাজাহ ৪২৪৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাপকে হালকা মনে করনা। সব পাপ একত্রিত হয়ে ধ্বংস করে দেয়।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব পাপের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'যেমন কিছু লোক কোন জায়গায় অবতরণ করল। তারপর তাদের নেতা প্রত্যেককে একটি করে কাঠ কুড়িয়ে জমা করতে বললে এতে কাঠের একটা স্তূপ হয়ে গেল। তারপর ঐ কাঠে অগ্নি সংযোগ করা হল এবং তাতে তারা যা ইচ্ছা করল তা নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ফেলল।' (আহমাদ ১/৪০২)

সূরা যিলযালাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০০ ঃ 'আদিয়াত, মাক্কী ١٠٠ – سورة العاديات' مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১১, রুকু ১) (اَيَاتُهَا : ١١' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজীর,	١. وَٱلۡعَـٰدِيَـٰتِ ضَبۡحًا
(২) যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে।	٢. فَٱلۡمُورِيَـٰتِ قَدۡحًا
(৩) যারা অভিযান করে প্রভাতকালে,	٣. فَٱلۡمُغِيرَٰتِ صُبۡحًا
(৪) এবং যারা ঐ সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।	٤. فَأَثَرۡنَ بِهِۦ نَقۡعًا

(৫) অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।	٥. فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا
(৬) মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ,	٦. إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ
(৭) এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী।	٧. وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
(৮) এবং অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন।	٨. وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
(৯) তাহলে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয় যে, কাবরে যা আছে তা কখন উত্থিত হবে?	٩. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ
(১০) এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?	١٠. وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ
(১১) সেদিন তাদের কি ঘটবে, তাদের রাব্ব অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।	١١. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌۢ

জিহাদের ঘোড়া এবং সম্পদের প্রতি মানুষের আসক্তির বর্ণনা

মুজাহিদের ঘোড়া যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশে হাঁপাতে হাঁপাতে এবং হ্রেষাধ্বনি দিতে দিতে দৌড়ায়, আল্লাহ তা‘আলা ঐ ঘোড়ার শপথ করছেন। তারপর শপথ করছেন, ঐ ঘোড়াসমূহের যারা পদাঘাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে। তারপর প্রভাতকালে অভিযান শুরু করে। অনন্তর ধুলি উড়ায়, তারপর শত্রুদলে ঢুকে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি শত্রু পরিবেষ্টিত কোন জনপদে গমন করলে সেখানে রাতে অবস্থান করে আযানের শব্দ কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করতেন। আযানের শব্দ কানে এলে তিনি থেমে যেতেন, আর তা কানে না এলে তিনি সঙ্গীয় সৈন্যদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিতেন।

অতঃপর সেই ঘোড়াসমূহের ধুলি উড়ানো এবং শত্রু দলের মধ্যে প্রবেশকরণের শপথ করে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা প্রকৃত প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশে অশ্ববাহিনী নিয়ে প্রত্যুষে অগ্রাভিযানে বের হওয়া। (তাবারী ২৪/৫৬২) এর পরের আয়াতের অর্থ হচ্ছে অশ্ববাহিনী ক্ষিপ্র গতিতে চলার কারণে ধুলি ধূসরিত হওয়া। এর পরের আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ‘আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারা যেন যুদ্ধাভিযানে অবিশ্বাসী কাফিরদের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছে যায়। (তাবারী ২৪/৫৬৪, ৫৬৫)

এসব শপথের পর এবার যে উদ্দেশে শপথ করা হয়েছে আল্লাহ তা‘আলা সে সব ব্যক্ত করছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং সে এটা নিজেও জানে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবূ আল জাওযা (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), আবূ আদদুহা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাইস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, *‘আল কানূদ’* অর্থ হচ্ছে অকৃতজ্ঞ যে কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করলে সে দিব্যি মনে রাখে, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার বেহিসাব নি‘আমাতের কথা সে বেমালুম ভুলে যায়। (তাবারী ২৪/৫৬৬) মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে যে, كَنُوْدٌ তাকে বলা হয় যে একাকী খায়, ভৃত্যদেরকে প্রহার করে এবং কারও সাথে ভাল ব্যবহার করেনা। তবে এ হাদীসের সনদ উসূলে হাদীসের পরিভাষায় দুর্বল।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ আল্লাহ অবশ্যই সেটা অবহিত আছেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) বলেছেন যে, অবশ্যই আল্লাহ সকল বিষয়ে সাক্ষী। (তাবারী ২৪/৫৭৬) মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) বলেন যে, এ অর্থও হতে পারে যে, এটা সে (মানুষ) নিজেও অবহিত আছে। তার অকৃতজ্ঞতা কথা ও কাজে প্রকাশ পায়। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন তো হতে পারেনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৭)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে প্রবল। তার কি ঐ সময়টির কথা জানা নেই যখন কাবরে যা আছে তা উত্থিত হবে? তার ধন সম্পদের মোহ খুব বেশী! সেই মোহে পড়ে সে আমার পথে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

পরকালের ব্যাপারে হুশিয়ারী

পরকালের প্রতি আগ্রহী করার উদ্দেশে এবং ইহকালের মোহ ত্যাগ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ সমাধিস্থ মৃতদেরকে যখন জীবিত করা হবে তখনকার কথা কি তার জানা নেই? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ এর অর্থ হচ্ছে, যা অন্তরসমূহে আছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (তাবারী ২৪/৫৬৯) নিঃসন্দেহে তাদের রাব্ব তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সমস্ত আমলের পূর্ণ প্রতিদান তাদের রাব্ব তাদেরকে প্রদান করবেন। এক বিন্দু পরিমাণও যুল্ম বা অবিচার করা হবেনা। সকলেরই প্রাপ্যের ব্যাপারে তিনি সুবিচারের পরিচয় দিবেন।

সূরা 'আদিয়াত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০১ ঃ কা'রি'আহ, মাক্কী ١٠١ – سورة القارعة ‘ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১১, রুকু ১) (اَيَاتُهَا : ١١ ‘ رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(১) মহা প্রলয়।	١. ٱلْقَارِعَةُ
(২) মহা প্রলয় কী?	٢. مَا ٱلْقَارِعَةُ
(৩) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?	٣. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ
(৪) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।	٤. يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ
(৫) এবং পর্বতসমূহ হবে ধূণিত রঙ্গীন পশমের মত।	٥. وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ
(৬) তখন যার পাল্লা ভারী হবে -	٦. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ
(৭) সে তো লাভ করবে প্রীতিপদ জীবন।	٧. فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
(৮) এবং যার পাল্লা হালকা হবে	٨. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ

(৯) তার স্থান হবে হা’বিয়াহ।	**٩. فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ**
(১০) ওটা কি, তা কি তুমি জান?	**١٠. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ**
(১১) ওটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।	**١١. نَارٌ حَامِيَةٌۢ.**

قَارِعَة শব্দটিও কিয়ামাত দিবসের একটি নাম। যেমন **غَاشِيَةِ طَامَّةِ,** **حَاقَّة** এবং **صَاخَّة** এগুলিও কিয়ামাতের নাম। কিয়ামাতের বিভীষিকা এবং ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ তা‘আলা প্রশ্ন করেছেন যে, কা’রি‘আহ কি? আল্লাহ তা‘আলার জানিয়ে দেয়া ছাড়া সেটা জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আল্লাহ তা‘আলা নিজেই বলেন ঃ সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হয়ে যাবে এবং এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ **كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ** অর্থাৎ *তারা যেন ছড়িয়ে থাকা পঙ্গপাল।* (৫৪ ঃ ৭)

তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ** পাহাড়সমূহ ধূণিত ও ধূসরিত পশমের ন্যায় হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, **كَالْعِهْنِ** এর অর্থ হচ্ছে ‘পশমী’। (তাবারী ২৪/৫৭৪) অতঃপর যার ঈমান ও আমলের পাল্লা ভারী হবে সে তো বাসনারূপ সুখে অবস্থান করবে। আর যার ঈমান ও আমলের পাল্লা হালকা হবে সে জাহান্নামের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাকে উল্টামুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ** তার স্থান হবে হা’বিয়াহ। **أُمُّه** এর অর্থ হল মা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, সে মুখ থুবড়ে হাবিয়াহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (তাবারী ২৪/৫৭৬) আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাকে মাথা নিম্নমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এখানে **فَأُمُّهُ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মস্তককে উদ্দেশ্য করে। কারণ মাথার সমস্ত কাজই মস্তক (Brain) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ধরণেরই বর্ণনা পাওয়া যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে। (তাবারী ২৪/৫৭৫, ৫৭৬, কুরতুবী ২০/১৬৭)।

হাবিয়াহ্ জাহান্নামের একটি নাম। এ জন্যই এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ সেটা কি তা তোমার জানা আছে? সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি।

আশ’আস ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, মু’মিনের মৃত্যুর পর তার রূহ ঈমানদারদের রূহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। মালাক ঐ সব রূহকে বলেন ঃ তোমাদের ভাইয়ের মনোরঞ্জন ও শান্তির ব্যবস্থা কর। পৃথিবীতে সে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে।’ ঐ সৎ রূহসমূহ তখন জিজ্ঞেস করে ঃ ‘অমুকের খবর কি?’ সে কেমন আছে?’ নবাগত রূহ তখন উত্তর দেয় ঃ সে তো মারা গেছে। তোমাদের কাছে সে আসেনি? তখন রূহসমূহ বুঝে নেয় এবং বলে ঃ রাখ তার কথা, সে তার মা হাবিয়ায় পৌঁছেছে।’

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **نَارٌ حَامِيَةٌ** সেটা এক জ্বলন্ত অগ্নি। ঐ আগুনের রয়েছে প্রচন্ড তাপ যা খুবই দাউদাউ করে জ্বলে এবং ক্ষণিকের মধ্যে সবকিছু ভষ্মীভূত করে দেয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আদম সন্তান যে আগুন ব্যবহার করে ঐ আগুনের তেজ জাহান্নামের আগুনের তেজের মাত্র সত্তর ভাগের এক ভাগ।’ জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ধ্বংস করার জন্য তো এ আগুনই যথেষ্ট?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘তা ঠিক, কিন্তু জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী তেজস্বী।’ (ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪) অন্য বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ ‘ওর প্রত্যেক অংশ এই আগুনের মত এবং ওর এক অংশ এর মত।’

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাকে সবচেয়ে সহজ ও হালকা শাস্তি দেয়া হবে তাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।' (আহমাদ ২/৪৩২ ও ৩/১৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করল ঃ 'হে আমার প্রতিপালক। আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে।' আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন। একটি শীতকালে এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালে। শীতকালে তোমরা যে প্রচণ্ড শীত অনুভব কর তা হল জাহান্নামের শীতল নিঃশ্বাস, আর গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড গরম তোমরা অনুভব কর সেটা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ১/৪৩১) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'গরমের তীব্রতা যখন প্রখর হয় তখন কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়ার পর সালাত আদায় কর। কেননা গরমের প্রখরতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ২/২০, মুসলিম ১/৪৩০)

সূরা কা'রি'আহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০২ ঃ তাকাছুর, মাক্কী

١٠٢ – سورة التكاثر ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮, রুকু ১)

(اَيَاتُهَا : ٨ ، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে।	١. أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ
(২) যতক্ষণ না তোমরা কাবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ।	٢. حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ
(৩) এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।	٣. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
(৪) আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।	٤. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
(৫) সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতেনা।	٥. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ
(৬) তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই।	٦. لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ
(৭) আবার বলি, তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।	٧. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ
(৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।	٨. ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার পরিণাম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, দুনিয়া পাওয়ার প্রচেষ্টা তোমাদেরকে আখিরাতের প্রত্যাশা এবং সৎকাজ থেকে বেপরোয়া করে দিয়েছে। তোমরা এ দুনিয়ার ঝামেলায়ই লিপ্ত থাকবে, হঠাৎ মৃত্যু এসে তোমাদেরকে কাবরে পৌঁছে দিবে এবং ওখানে অনন্তকালের বাসিন্দা হয়ে থাকবে।

সহীহ বুখারীর ‘কিতাবুর রিকাক’ অনুচ্ছেদে আনাস ইব্ন মালিক (রহঃ) উবাই ইব্ন কাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ (অর্থাৎ বানী আদমের যদি এক উপত্যকা ভর্তি সোনা থাকে) এ আয়াতকে আমরা কুরআনের আয়াত মনে করতাম, এমতাবস্থায় أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ১১/২৫৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন শুখায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হই তখন তিনি أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ এ আয়াত পাঠ করছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ ‘বানী আদম বলছে ঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদ শুধু সেগুলি যেগুলি তুমি খেয়ে শেষ করেছ এবং পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ, সাদাকাহ করেছ অথবা ব্যয় করেছ। (আহমাদ ৪/২৪) ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৪/২২৭৩, ৯/২৮৬ ও ৬/৫২১)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে অতিরিক্ত এ কথাও রয়েছে ঃ ‘এ ছাড়া অন্য যা কিছু রয়েছে সেগুলো তুমি মানুষের জন্য রেখে চলে যাবে।’

সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্ন মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়, তার মধ্যে দু’টি ফিরে আসে, শুধু একটি সাথে থেকে যায়। (ওগুলি হল) তার আত্মীয়-স্বজন, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার আত্মীয়-স্বজন এবং তার ধন-সম্পদ ফিরে আসে, শুধু আমল সাথে থেকে যায়।’ (ফাতহুল বারী ১১/৩৬৯) ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/২২৭৩, তিরমিযী ৭/৫০, নাসাঈ ৬/৬৩১)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে জড়াগ্রস্ত হয়ে যায়, কিন্তু দু’টি জিনিস তার সাথে অবশিষ্ট থেকে যায় ঃ লোভ ও আকাংখা।’ (আহমাদ ৩/১১৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ হাদীসটি তাখরীজ করেছেন। (বুখারী ৬৪২১, মুসলিম ১০৪৭)

জাহান্নামের আযাব ও জবাবদিহীতার ভয় প্রদর্শন

এরপর আল্লাহ তা‘আলা হুমকির স্বরে দু’ দুবার বলেন ঃ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলি ঃ কখনো নয়, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। এ অর্থও করা হয়েছে যে, প্রথমবার কাফিরদের উদ্দেশে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার মু’মিনদের উদ্দেশে বলা হয়েছে।

তারপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ কখনো নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হতে তাহলে এরূপ দাম্ভিকতার মধ্যে পতিত থাকতেনা। অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের শেষ মানযিল আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন থাকতেনা। এরপর প্রথমোক্ত বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। সেই জাহান্নামের ভয়াবহতা এক নযর দেখেই ভয়-ভীতিতে অন্যেরা তো বটেই, আম্বিয়ায়ে কিরামও হাঁটুর ভরে পড়ে যাবেন। ওর কাঠিন্য ও ভীতি প্রত্যেকের অন্তরে ছেয়ে যাবে। এ সম্পর্কে বহু হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ এরপর অবশ্যই সেইদিন তোমাদেরকে নি‘আমাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। স্বাস্থ্য,

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, রিয্ক ইত্যাদি সকল নি‘আমাত সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হবে। এসব নি‘আমাতের কতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে তা জিজ্ঞেস করা হবে।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন ঃ

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুসাইন ইব্ন আলী আস সুদাই (রহঃ) তাকে বলেছেন, আস সুদাই (রহঃ) ওয়ালিদ ইব্ন কাসিম (রহঃ) থেকে, তিনি ইয়াজিদ ইব্ন কাইসান (রহঃ) থেকে, তিনি আবী হাজিম (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে জানতে পেরেছেন ঃ একদা আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) এক জায়গায় বসা ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে এলেন এবং বললেন ঃ ‘এখানে বসে আছেন কেন?’ উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ ‘যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাদেরকে ঘর হতে বের করে এনেছে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাকেও বের করে এনেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দুই সাহাবীকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে এক আনসারীর বাড়িতে গেলেন। আনসারী বাড়িতে ছিলেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার স্বামী কোথায়? মহিলা উত্তরে বললেন ঃ ‘তিনি আমাদের পান করানোর জন্য পানি আনতে গেছেন।’ ইতোমধ্যে ঐ আনসারী পানির মশক নিয়ে এসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে অভিনন্দন জানালেন এবং বললেন ঃ ‘আমার বাড়িতে আজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ এনেছেন, সুতরাং আমার মত ভাগ্যবান আর কেহ নেই।’ পানির মশকটি একটি খেজুর গাছে ঝুলিয়ে রেখে আনসারী বাগানে গিয়ে তাজা খেজুরের কাঁদি নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘ও থেকে সামান্য কিছু আনলেই তো হত!’ আনসারী বললেন ঃ ‘ভাবলাম যে, আপনি পছন্দ মত বাছাই করে গ্রহণ করবেন।’ তারপর (একটা বকরী বা মেষ যবাহ্ করার জন্য) আনসারী একটি ছুরি হাতে নিলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ ‘দুগ্ধবতী (কোন বকরী বা মেষ) যবাহ্ করনা।’ অতঃপর আনসারী তাঁদের জন্য একটা ভেড়া যবাহ্ করলেন এবং তাঁরা আহার করলেন। তারপর তিনি সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ‘এ বিষয়ে কিয়ামাত দিবসে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমরা ঘর থেকে বেরিয়েছিলে এবং এখন খাবার না খাওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাচ্ছনা। সুতরাং এ সবই আল্লাহর নি‘আমাতসমূহ হতে।’ (মুসলিম ৩/১৬০৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘নি‘আমাতের প্রশ্নে কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম বলা হবে ঃ ‘আমি কি তোমাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করিনি? ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তোমাকে কি পরিতৃপ্ত করিনি?’

সহীহ বুখারী, সুনান তিরমিযী, সুনান নাসাঈ এবং সুনান ইব্ন মাজাহয় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘দু’টি নি‘আমাত সম্পর্কে মানুষ খুবই অপব্যবহার করে। নি‘আমাত দু’টি হল স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত সময়।’ (ফাতহুল বারী ১১/২৩৩, তিরমিযী ৬/৫৮৯, ইবন মাজাহ ২/১৩৯৬) অর্থাৎ মানুষ এ দু’টির পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং এ দু’টির সদ্ব্যবহারও করেনা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এ দু’টি ব্যয় করেনা। অতএব এ দু’টি বিষয়ের হক যে আদায় করেনা সে’ই অন্যায় করল, তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সে পালন করলনা।

মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামাতের দিন বলবেন ঃ ‘হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়ায় ও উষ্ট্রে আরোহণ করিয়েছি, নারীদের সাথে বিয়ে দিয়েছি। তোমাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিয়েছি এবং শাসনকার্য চালানোর সুযোগ দিয়েছি। এবার বল তো, এগুলোর জন্য কি ধরণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ?’ (আহমাদ ২/৪৯২, মুসলিম ৭৪৩৮)

সূরা তাকাছুর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৩ ঃ আস্‌র, মাক্কী ١٠٣ – سورة العصر ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩, রুকু ১) (اَيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

আমর ইবনুল আসের (রাঃ) কুরআনের মুজিযা প্রত্যক্ষ করণ

বর্ণিত আছে যে, আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) মুসলিম হওয়ার পূর্বে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পর একবার মুসাইলামা কাযযাবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় মুসাইলামা কাযযাব নাবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছিল। আমরকে (রাঃ) সে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমাদের বন্ধুর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) উপর এ সময় কোন্ অহী অবতীর্ণ হয়েছে?’ আমর (রাঃ) জবাবে বলেন ঃ ‘একটি সংক্ষিপ্ত, অথচ অর্থপূর্ণ সূরা নাযিল হয়েছে।’ মুসাইলামা কাযযাব জিজ্ঞেস করল ঃ সেটি কি? আমর (রাঃ) তখন وَالْعَصْرِ সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। মুসাইলামা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঃ ‘জেনে রেখ, আমার উপরও এ রকম সূরা নাযিল হয়েছে।’ আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘সেটি কি?’ সে তখন বলল ঃ

يَا وَبَرُ يَا وَبَرُ وَ اَنَّمَا اَنْتَ اُذْنَانِ وَصَدْرٌ وَ سَائِرُكَ حَفْرٌ نَقِرٌ

হে ওবর! হে ওবর! তুমিতো দু’টি কান ও একটি বুকসহ একটি প্রাণী। দেহের বাকি অংশ খুবই বাজে ও নিকৃষ্ট!

তারপর জিজ্ঞেস করল ঃ ‘হে আমর (রাঃ)! বল, তোমার অভিমত কি?’ তখন আমর (রাঃ) বললেন ঃ ‘তুমি তো নিজেই জান যে, তোমার মিথ্যা ও ভণ্ডামী সম্পর্কে আমি অবহিত রয়েছি।’ وَبَر হল বিড়ালের মত আকৃতি বিশিষ্ট একটা পশু। তার কান দু’টি ও বুক কিছুটা প্রশস্ত ও বড়। দেহের অন্যান্য অংশ খুবই নিকৃষ্ট ও বাজে। ভণ্ড, দুর্বৃত্ত ও মিথ্যাবাদী মুসাইলামা এ রকম বাজে কথাকে আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র কালামের সাথে তুলনা করতে চেয়েছিল। তার এ ধরনের ঘৃণ্য ভণ্ডামী দেখে আরাবের মূর্তি পূজকরাও তাকে মিথ্যাবাদী এবং ফালতু বলে সহজেই বুঝে নিয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন হিসন আবী মাদীনাহ হতে ইমাম তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যখনই দু’জন সাহাবীর পরস্পর সাক্ষাৎ হত তখন একজন এ সূরাটি পড়তেন এবং অপরজন না শোনা পর্যন্ত পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিতেননা। (আল মুজাম আল আওসাত, মাজমা আল বাহরাউন)

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন যে, মানুষ যদি এই একটি মাত্র সূরা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে ও মনোযোগের সাথে পাঠ করে এবং অনুধাবন করে তাহলে এই একটি সূরাই যথেষ্ট।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) মহাকালের শপথ!	١. وَٱلۡعَصۡرِ
(২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	٢. إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَفِى خُسۡرٍ
(৩) কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে।	٣. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ.

‘আসর এর অর্থ হল কাল বা সময়, যে কাল বা সময়ে মানুষ পাপ/সৎ কাজ করে। ইমাম মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ‘আসর এর অর্থ হল আসরের সালাতের সময়। কিন্তু প্রথমোক্ত উক্তিটিই মাশহুর বা প্রসিদ্ধ। এই কসমের পর আল্লাহ তা‘আলা বলছেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা ঈমান আনে ও উত্তম কাজ করে এবং وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

একে অন্যকে হক বা সত্যের উপদেশ দেয় অর্থাৎ নিজে সৎকাজ করে ও অন্যকে সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, আর وَتَوَاصَوْا۟ بِالصَّبْرِ বিপদাপদে নিজে ধৈর্য ধারণ করে ও অন্যকেও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়, জনগণ কষ্ট দিলে ক্ষমার মাধ্যমে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে যে বাধাবিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন হয় তাতেও ধৈর্য ধারণ করে, তারা এই সুস্পষ্ট ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী।

সূরা আসর এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৪ ঃ হুমাযাহ, মাক্কী — ١٠٤ – سورة الهمزة، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৯, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,	١. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
(২) যে অর্থ জমায় ও তা গুণে গুণে রাখে।	٢. ٱلَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُۥ
(৩) সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।	٣. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ
(৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।	٤. كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ
(৫) হুতামা কী, তা কি তুমি জান?	٥. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ

(৬) ওটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন -	٦. نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ
(৭) যা হৃদয়কে গ্রাস করবে।	٧. ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ
(৮) নিশ্চয়ই ওটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে,	٨. إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ
(৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।	٩. فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ.

‘*আল-হামায*’ শব্দটি বলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং ‘*আল-লামায*’ শব্দটি তা কার্যকর করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় এবং অন্যের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে। এর বর্ণনা هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ *(পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়)* (সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ১১) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল খোঁটাদানকারী এবং গীবতকারী। (তাবারী ২৪/৫৯৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, هُمَزَ এর অর্থ হল হাত এবং চোখ দ্বারা কষ্ট দেয়া এবং لُمَزَ এর অর্থ মুখ বা জিহ্বা দ্বারা কষ্ট দেয়া। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে অবতীর্ণ হয়নি।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ

যে সম্পদ পুঞ্জীভুত এবং সংরক্ষিত করে রাখছিল। (সূরা মা‘আরিজ, ৭০ ঃ ১৮) (তাবারী ২৪/৫৯৮, কুরতুবী ২০/১৩৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ)

বলেন ঃ সারাদিন সে অর্থ সম্পদ উপার্জনের জন্য নিজেকে এখানে ওখানে নিয়োজিত রাখল এবং রাতে পচা গলা লাশের মত পড়ে রইল।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ** সে মনে করে যে, তার ধন সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে। না, কক্ষনো না। সে যা ধারনা করেছে তা নয়। অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। হে নাবী! তুমি কি জান হুতামাহ কি? তা তুমি জাননা। তা হল আল্লাহর প্রজ্বলিত হুতাশন, যা এর বাসিন্দাকে গ্রাস করবে। জ্বালিয়ে তাদেরকে ভস্ম করে দিবে, কিন্তু তারা মৃত্যুবরণ করবেনা। সাবিত বানানী (রহঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করে যখন এর অর্থ বর্ণনা করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন ঃ ‘আল্লাহর আযাব তাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে।’ মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব (রহঃ) বলেন ঃ প্রজ্বলিত আগুন বক্ষস্থিত সবকিছু ছেয়ে ফেলে এবং কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তারপর ফিরে আসে, আবার পৌঁছে। (কুরতুবী ২০/১৮৫)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ. فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ** এ আগুন তাদের উপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে। সূরা ‘বালাদ’ এর তাফসীরেও এ ধরণের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ এর ব্যাখ্যায় আতিয়া আল আউফী (রহঃ) বলেন, উহা হল লোহার স্তম্ভ বা খুটি। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, উহা আগুনের তৈরী। আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ঐ স্তম্ভের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করবেন যেন কোনভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। তাদের ঘাড়সমূহ শিকলে আবদ্ধ থাকবে এবং ওখান (জাহান্নাম) থেকে বের হয়ে আসার পথ তাদের সামনে রুদ্ধ করে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/৬০০)

সূরা হুমাযাহ্ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৫ ঃ ফীল, মাক্কী

(আয়াত ৫, রুকূ ১)

١٠٥ – سورة الفيل ٬ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٥ ٬ رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) তুমি কি দেখনি যে, তোমার রাব্ব হস্তি অধিপতিদের কিরূপ (পরিণতি) করেছিলেন?	١. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ
(২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?	٢. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
(৩) তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকূল প্রেরণ করেছিলেন	٣. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
(৪) যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল।	٤. تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
(৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।	٥. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

আল্লাহ তা‘আলা যে কুরাইশের উপর বিশেষ নি‘আমাত দান করেছিলেন, এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ যে বাহিনী হস্তী সঙ্গে নিয়ে কা‘বা গৃহ ধ্বংস করে ওর নাম নিশানা (অস্তিত্ব) মুছে ফেলার জন্য অভিযান চালিয়েছিল, তারা কা‘বা গৃহের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা নস্যাৎ করে

দিয়েছিলেন। তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। তারা ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু ঈসার (আঃ) দীনকে তারা বিকৃত করে ফেলেছিল। তথাপি তারা মূর্তিপূজক কুরাইশদের চেয়ে সত্যধর্ম ইসলামের কাছাকাছি ছিল। তাদের অশুভ উদ্দেশ্য এবং তৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়া ছিল মূলতঃ মহানাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ এবং তাঁর আগমনী সুসংবাদ। ঐ বছরই তাঁর জন্ম হয় বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে কুরাইশের দল! আবিসিনিয়ার (হাবশের) ঐ বাহিনীর উপর আমি তোমাদেরকে বিজয় দান করেছি, তাতে তোমাদের কল্যাণ সাধন আমার উদ্দেশ্য ছিলনা, আমি আমার প্রাচীন গৃহ রক্ষার জন্যই ঐ বিজয় দান করেছি। আমার প্রেরিত সর্বশেষ নিরক্ষর নাবী মুহাম্মাদের নাবুওয়াতের মাধ্যমে সেই গৃহকে আমি আরো অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করব যে হবে সর্বশেষ নাবী।

হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

মোট কথা, আসহাবে ফীল বা হস্তী অধিপতিদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এটাই যা উপরে বর্ণনা করা হল। বিস্তারিত বর্ণনা اَصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ এর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, হুমায়ের গোত্রের শেষ বাদশাহ যূনুয়াস, যে ছিল মুশরিক, তার সময়ের মুসলিমদেরকে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। ঐ সব মুসলিম ছিল ঈসার (আঃ) সত্যিকার অনুসারী। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। তাঁদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। দাউস যু সালাবান নামক একটি মাত্র লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌঁছে রোমের বাদশাহ কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কায়সার ছিলেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি ইথিওপিয়ার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজাশীকে চিঠি লিখে পাঠান যে, তিনি যেন দাউস যু সালাবানকে সাহায্য করেন। সেখান থেকে শত্রুদেশ নিকটবর্তী ছিল। বাদশাহ নাজাশী আমীর ইব্ন ইরবাত ও আবরাহা ইব্ন সাহাব আবূ ইয়াকসুমকে সৈন্য পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী যুনুয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

ঐ সৈন্যদল ইয়ামানে পৌঁছল এবং ইয়ামান ও সেখানকার অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। যূনুয়াস পালিয়ে যায় এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। যুনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ইয়ামান হাবশের বাদশাহর কর্তৃত্বে চলে গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়ামানে প্রশাসক হিসাবে শাসনকার্য চালাতে লাগল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। অবশেষে উভয়ে নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু দিন পর উভয় সর্দার পরস্পরকে বলল ঃ ‘অযথা রক্তপাত করে কি লাভ, চল আমরা উভয়ে লড়াই করি। যে বেঁচে যাবে, ইয়ামান এবং সেনাবাহিনী তার অনুগত থাকবে।’ এ কথা অনুযায়ী উভয়ে মাইদানে অবতীর্ণ হল। তাদের উভয়ের পিছনে পানি-প্রবাহিত পরিখা খনন করা হল যাতে কেহ পালিয়ে যেতে না পারে। আমীর ইব্ন ইরবাত আবরাহার উপর আক্রমণ করল এবং তরবারীর এক আঘাতে তার শরীর রক্তাক্ত করে ফেলল। নাক, ঠোঁট এবং মুখমন্ডলের বেশ কিছু অংশ কেটে গেল। এই অবস্থা দেখে আবরাহার রক্ষী আতূদাহ্ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইরবাতকে হত্যা করে। মারাত্মকভাবে আহত আবরাহা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভাল হল এবং সে ইয়ামানের শাসনকর্তা হয়ে বসল।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী এ খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং এক পত্রে জানালেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করব এবং তোমার টিকি কেটে আনব।’ আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ পত্রের জবাব লিখল এবং এক দূতকে নানা প্রকারের মূল্যবান উপঢৌকন, একটা থলের মধ্যে ইয়ামানের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল কেটে ওর মধ্যে রেখে ওর মুখ বন্ধ করে দিল। তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখল ঃ ‘ইয়ামানের মাটি এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের শপথ পূর্ণ করুন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন!’ এতে নাজাশী খুশী হলেন এবং ইয়ামানের শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন। তারপর আবরাহা নাজাশীকে লিখল ঃ ‘আমি ইয়ামানে আপনার জন্য এমন একটি গীর্জা তৈরি করছি যে, এরকম গীর্জা ইতোপূর্বে পৃথিবীতে

কখনো তৈরী হয়নি।’ অতি যত্ন সহকারে নক্সা খচিত খুবই মযবুত ও অতি উঁচু করে ঐ গীর্জাটি নির্মিত হল। ঐ গীর্জার চূড়া এত উঁচু ছিল যে, চূড়ার প্রতি টুপি মাথায় দিয়ে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যেত। আরাববাসীরা ঐ গীর্জার নাম দিয়েছিল ‘কালীস’ অর্থাৎ টুপি ফেলে দেয়া গীর্জা। এরপর আবরাহা মনে করল যে, জনসাধারণ যেমন কা’বায় হাজ্জ করে তেমনি ঐ গীর্জায় গিয়ে হাজ্জ করবে। সারা ইয়ামানে সে এটা ঘোষণা করে দিল। কিন্তু আরাবের আদনান ও কাহতান গোত্র এ ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট হল। বিশেষ করে কুরাইশরা ভীষণ রাগান্বিত হল। অল্প কয়েকদিন পরে তাদের এক ব্যক্তি সেখানে চলে যায় এবং রাতের অন্ধকারে ঐ গীর্জায় প্রবেশ করে পায়খানা করে আসে। পর দিন প্রহরীরা এ অবস্থা দেখে বাদশাহর কাছে খবর পাঠালে এবং আবরাহা এ অভিমত ব্যক্ত করল যে, কুরাইশরাই এ কাজ করেছে, তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেই এ কাণ্ড তারা করেছে। আবরাহা তৎক্ষণাৎ শপথ করে বলল ঃ ‘আমি মাক্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাব এবং কা’বা ঘরের একটির পর একটি ইট খুলে ফেলব।’

মুকাতিল ইব্ন সুলাইমানের (রহঃ) বর্ণনায় এরূপও আছে যে, কয়েকজন উদ্যোগী কুরাইশ যুবক ঐ গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন বাতাস প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়েছিল বলে আগুন ভালভাবে ঐ গীর্জাকে গ্রাস করেছিল এবং ওটা মাটিতে ধ্বসে পড়েছিল। অতঃপর ক্রুদ্ধ আবরাহা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল যাদের প্রতিরোধ করার সাহস কেহ করছিলনা। তাদের সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতী ছিল। ঐরূপ হাতী ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। হাতীটির নাম ছিল মাহমুদ। বাদশাহ নাজাশী মাক্কা অভিযান সফল করার লক্ষ্যে ঐ হাতিটি আবরাহাকে দিয়েছিল। ঐ হাতীর সাথে আবরাহা আরো আটটি অথবা বারোটি হাতী নিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বাইতুল্লাহর খুঁটিতে শিকল বেঁধে দিবে, তারপর সমস্ত হাতীর গলায় ঐ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতীগুলো সমস্ত দেয়াল একত্রে ধ্বসিয়ে দিবে। মাক্কার অধিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। যে কোন অবস্থায় এর মুকাবিলা করে কা’বাকে রক্ষা করার তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

যু নফর নামক ইয়ামানের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক নিজের গোত্র ও আশে পাশের বহু সংখ্যক প্রতিপত্তিশালী আরাবকে একত্রিত করে দুর্বৃত্ত আবরাহার মুকাবিলা করলেন। যু নফর পরাজিত হলেন এবং আবরাহার হাতে বন্দী হলেন। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। যু-নফরকে বন্দী করে তাকে সঙ্গে নিয়ে আবরাহা মাক্কার পথে অগ্রসর হল। খাশআম গোত্রের এলাকায় পৌঁছার পর নুফায়েল ইব্ন হাবীব খাশআমী তার গোত্রের সাথে শাহরান ও নাহিস গোত্রের একদল সৈন্য নিয়ে আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাণপণ যুদ্ধ করে তাঁরাও আবরাহার হাতে পরাজয় বরণ করলেন। নুফায়েল ইব্ন হাবীবকেও যু-নফরের মত বন্দী করা হল। আবরাহা প্রথম নুফায়েলকে হত্যা করার ইচ্ছা করল, কিন্তু পরে মাক্কার পথ দেখিয়ে নেয়ার উদ্দেশে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলল। তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছলে সাকীফ গোত্র আবরাহার সাথে সন্ধি করল যে, লাত মূর্তিটি যে প্রকোষ্ঠে রয়েছে, আবরাহার সৈন্যরা ঐ প্রকোষ্ঠের কোন ক্ষতি সাধন করবেনা।

সাকীফ গোত্র আবূ রিগাল নামক একজন লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য আবরাহার সঙ্গে দিল। মাক্কার কাছে মুগামাস নামক স্থানে তারা অবস্থান করল। আবরাহার সৈন্যরা আশেপাশের জনপদ এবং চারণভূমি থেকে মাক্কাবাসীদের বহু সংখ্যক উট এবং অন্যান্য পশু দখল করে নিল। ঐ পশুগুলির দখলকারীদের নেতার নাম ছিল আসওয়াদ ইব্ন মাফসুদ। এগুলোর মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের দু’শ উটও ছিল। এতে আরাবের কবিরা আবরাহার নিন্দা করে কবিতা রচনা করল। সীরাতে ইব্ন ইসহাকে ঐ কবিতার উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ হিমাইরীকে বলল ঃ তুমি কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো এবং ঘোষণা করে দাও ঃ আমরা মাক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, মাক্কাবাসীরা যদি কা’বাঘর রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ মাক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল যে, আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশেমই মাক্কার বড় নেতা। হানাতাহ আবদুল মুত্তালিবের সামনে আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ!

আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও নেই।’ ইহা আল্লাহর সম্মানিত ঘর। তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) জীবন্ত স্মৃতি। সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাযাত নিজেই করবেন। অন্যথায় তাঁর ঘরকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করার মত শক্তিও আমাদের নেই।’ হানাতাহ তখন তাঁকে বলল ঃ ‘ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন।’

আবদুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। তাঁকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হত। আবরাহা তাঁকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এলো এবং তাঁর সাথে মেঝেতে উপবেশন করল। সে তার দোভাষীকে বলল ঃ তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কি চান? আবদুল মুত্তালিব জানালেন ঃ ‘বাদশাহ আমার দু’শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে এসেছি।’ বাদশাহ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাঁকে বলল ঃ প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু’শ উটের জন্য আপনার এত চিন্তা অথচ নিজের ও পূর্ব পুরুষের ধর্মের জন্য কোন চিন্তা নেই! আমি আপনাদের ইবাদাতখানা কা’বা ধ্বংস করে ধূলিসাৎ করতে এসেছি।’

এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব জবাবে বললেন ঃ ‘উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি। আর কা’বাগৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন।’ তখন ঐ নরাধম বলল ঃ ‘আজ কেহই কা’বাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেননা।’ এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ ‘তাহলে তা’ই করুন।’

এও বর্ণিত আছে যে, আবদুল মুত্তালিবসহ মাক্কার জনগণ তাদের ধন সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাযী হয়নি। মোট কথা, আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো নিয়ে ফিরে এলেন এবং তিনি মাক্কাবাসীদেরকে বললেন ঃ ‘তোমরা মাক্কাকে সম্পূর্ণ খালি করে দাও এবং সবাই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও।’ তারপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা’বা গৃহে গিয়ে কা’বার দরজার আংটা ধরে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং কায়মনোবাক্যে ঐ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে কা’বাকে পবিত্র রাখার জন্য আবদুল মুত্তালিব নিম্নলিখিত দু‘আ করেছিলেন ঃ

‘আমরা নিশ্চিন্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযাত করেন। হে আল্লাহ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার অস্ত্রের উপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে এমন যেন কিছুতেই না হয় এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই আপনি তা বাস্তবায়ন করুন।’ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কা’বা ঘরের কড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, একশ’টি পশুকে নিশান লাগিয়ে কা’বার আশে পাশে বেঁধে রাখেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা অবৈধভাবে পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে প্রতিশোধ হিসাবে আল্লাহর গযব তাদের উপর অবশ্যই নেমে আসবে।

পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মাক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ আয়োজন করল। বিশেষ হাতী মাহমুদকে সজ্জিত করা হল। পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফায়েল ইব্ন হাবীব তখন মাহমুদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেন ঃ ‘মাহমুদ! তুমি বসে পড়, আর যেখান থেকে এসেছ সেখানে ভালভাবে ফিরে যাও। তুমি আল্লাহর পবিত্র শহরে রয়েছ।’ এ কথা বলে নুফায়েল হাতির কান ছেড়ে দিলেন এবং পালিয়ে গিয়ে নিকট এক পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। মাহমুদ নামক হাতীটি নুফায়েলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হলনা। হাতিটির মাথায় কুঠার, বল্লম ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। পরীক্ষামূলক ভাবে ইয়ামানের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই হাতী তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। পূর্বদিকে চালানোর চেষ্টা করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, অতঃপর মাক্কার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালানোর চেষ্টা করতেই সে বসে পড়ল।

এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক পাখি কালো মেঘের মত সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসছে। চোখের পলকে ওগুলি আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দুই পায়ে দু'টি কংকর ছিল। কংকরের ঐটুকরাগুলো ছিল মসুরের ডাল বা মাস কলাই এর সমান। পাখিগুলি কংকরের ঐ টুকরাগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিল সে'ই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল। সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল, আর নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল। কারণ তারা তাঁকেই পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে এনেছিল। নুফায়েল তখন পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশ ও আরাবদের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু আবরাহা ও তার সৈন্যদের উপর যে গযব নাযিল করেছেন সেই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। ঐ সময় নুফায়েল নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করছিলেন ঃ

'এখন তাদের আশ্রয়স্থল কোথায়? স্বয়ং আল্লাহই তো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন! শোন! দুর্বৃত্ত আশরাম পরাজিত হয়েছে, জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নুফায়েল তার কবিতায় আরও বলেন ঃ 'হাতী ওয়ালাদের দুরাবস্থার সময়ে তুমি যদি উপস্থিত থাকতে! মুহাসসাব প্রান্তরে তাদের উপর আযাবের কংকর বর্ষিত হয়েছে। তুমি সে অবস্থা দেখলে আল্লাহর দরবারে সাজদায় পতিত হতে। আমরা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করছিলাম। আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো আমাদের উপরও ঐ কংকর পড়ে যায় এবং আমাদেরও দফারফা করে দেয়। পুরো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছিল ও নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল, যেন নুফায়েলের উপর হাবশীদের ঋণ রয়েছে।'

'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তাদের সবাইকে শাস্তি প্রদান করার সময় আঘাত করা হয়নি, বরং তাদের কেহ কেহ আক্রমণের সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং অন্যরা ওখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের একটির পর একটি অংগ প্রত্যংগ ধ্বংস হয়েছিল। নরাধম আবরাহা ছিল তাদেরই একজন যার অঙ্গগুলি একটির পর একটি খসে পড়ে যাচ্ছিল এবং অবশেষে 'খাশাম' এলাকায় তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, তারা মাক্কা হতে পর্যুদস্ত হয়ে পথে ঘাটে ও জলাশয়ের কাছে মৃত্যু বরণ করে। আবরাহার শরীরে পাথর কণার আঘাতের ফলে প্লেগ জাতীয় রোগ দেখা দেয়, তার সেনাবাহিনীর লোকেরা তাকে তাদের সাথে সানা নিয়ে যায় এবং পথিমধ্যে তার এক একটি অংগ খসে খসে পড়ছিল। যখন সে 'সানা' পৌঁছে তখন তার শরীরকে মনে হচ্ছিল একটি মাংস পিন্ড। এরপর তার কলিজা ফেটে যায় এবং কুকুরের মত ছটফট করতে করতে মারা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাথে সাথে অসংখ্য নি'আমাতসমূহ প্রদান করেন। তাঁর উপস্থিতির কারণে, অনেক অপরাধ করা সত্ত্বেও মাক্কার কুরাইশদের সেখানে কিছু কালের জন্য বসবাস করার সুযোগ প্রদান করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

'তুমি কি দেখনি যে, তোমার রাব্ব হস্তি অধিপতিদের কিরূপ (পরিণতি) করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকূল প্রেরণ করেছিলেন যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।' তিনি আরও বলেন ঃ

لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ. إِۦلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ

যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীস্ম সফরের, অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

(সূরা কুরাইশ, ১০৬ ঃ ১-৪) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাগ্যে দুরাবস্থার সৃষ্টি করবেননা, বরং তাদের ভালাই চান যদি তারা তাঁর দা'ওয়াত কবূল করে।

ইব্ন হিশাম (রহঃ) বলেন, আবাবিল হল পাখির একটি দল, আরাবরা একক পাখির বেলায় এ শব্দ ব্যবহার করেনা। তিনি আরও বলেন, যেমন ইউনুস আন নাহবী (রহঃ) এবং আবূ ওবাইদাহ (রহঃ) *'আস সিজ্জিল'* সম্পর্কে তাকে বলেন ঃ উহা হল এক ধরণের বস্তু যা শক্ত এবং মযবূত। তিনি আরও বলেন, কোন কোন ব্যাখ্যাকারক উল্লেখ করেছেন যে, আসলে এটির মূল হল দু'টি ফার্সি শব্দ যা আরাবরা একত্র করে একটি শব্দ তৈরী করেছে। ঐ শব্দ দু'টি হল *'সানজ'* এবং *'জিল'* যার অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে পাথরের টুকরা এবং মাটি। তিনি আরও বলেন যে, *'আল আসফ'* হল শষ্য ক্ষেতের শুকনা পাতাসমূহ যাদের এক একটিকে বলা হয় *'আসফাহ'*। (ইব্ন হিশাম ১/৫১-৫৬)

হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) আসীম (রহঃ) হতে তিনি জির্র (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল্লাহ (রহঃ) এবং আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, طَيْرًا أَبَابِيلَ এর অর্থ হচ্ছে পাখির একটি দল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, 'আবাবিল' শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি দলকে অন্য একটি দলের অনুসরণ করা। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, 'আবাবিল' শব্দের অর্থ হচ্ছে অনেক। মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, এই শব্দের অর্থ হচ্ছে একের পর এক দল। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, ঐ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে আসা দলসমূহ। (তাবারী ২৪/৫০৫, ৫০৬)

ওবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, طَيْرًا أَبَابِيلَ ছিল এক ধরনের কালো সামুদ্রিক পাখি যাদের ঠোঁটে ও নখে ছিল পাথরের টুকরা। (তাবারী ২৪/৬০৭) এর বর্ণনাক্রম সহীহ। ওবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) হতে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ যখন হস্তিবাহিনীর লোকদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন তখন সমুদ্র তীর হতে দ্রুতগামী পাখি (আবাবিল) প্রেরণ করেন। প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে পাথরের টুকরা বয়ে এনেছিল, দু'টি দুই পায়ে এবং একটি তাদের ঠোঁটে করে। হস্তি বাহিনীর প্রত্যেকের মাথার উপর একটি পাখি সারিবদ্ধ হয়ে অবস্থান না করা পর্যন্ত তারা আসতেই থাকে। অতঃপর এক বিকট চিৎকার করে তাদের পায়ে ও ঠোঁটে যে পাথরের টুকরা ছিল তা নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ... এভাবে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ পাখিগুলির চঞ্চু ছিল পাখির মত এবং নখ ছিল কুকুরের মত। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, সবুজ রংয়ের এই পাখিগুলি সমুদ্র হতে বের হয়ে এসেছিল। ওগুলির মাথা ছিল জন্তুর মত। যার মাথায় ঐ কংকর পড়ছিল তা তার পায়খানার দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। একই সাথে ঐ ব্যক্তি দ্বিখণ্ডিত হয়ে লুটিয়ে পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রবল বাতাস বইতে লাগল। এর ফলে আশে পাশের বালুকণা এসে তাদের চোখে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে ঘায়েল করে ফেলল।

عَصْف এর অর্থ হল ভূষি এবং **مَأْكُوْل** অর্থ হল ভক্ষিত বা টুকরা টুকরা কৃত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শস্যদানার উপরের ভূষিকে **عَصْف** বলা হয়। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, **عَصْف** হল ক্ষেতের শস্যের ঐ পাতা যেগুলো পশুরা খেয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তছনছ করে দিলেন এবং সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন। তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কোন কল্যাণই তারা লাভ করতে সমর্থ হলনা।

আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকসূ ইয়ামানের শাসনভার গ্রহণ করল। তারপর তার অন্য ভাই মাসরুক ইব্ন আবরাহা সিংহাসনে আরোহন করল। এ সময়ে যূইয়াযান হুমাইরী কিসরার (পারস্য সম্রাট) কাছে গিয়ে হাবশীদের কবল থেকে ইয়ামানকে মুক্ত করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করল। কিসরা সাইফের সাথে একদল বাহাদুর সৈন্য পাঠালো। সেই সৈন্যদল হাবশীদেরকে পরাজিত করে আবরাহার বংশধরদের কবল থেকে ইয়ামানের শাসনক্ষমতা কেড়ে নেয়। অতঃপর হুমাইরীয় গোত্র ইয়ামান শাসন করতে থাকে। আরাবের লোকেরা এই উপলক্ষে উৎসব পালন করে। চারদিক থেকে হুমাইরীয় গোত্রের বাদশাহকে অভিনন্দন জানানো হয়।

সূরা ফাত্হর তাফসীরে আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি টিলার উপর উঠেছিলেন। সেখান থেকে কুরাইশদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উষ্ট্রীটি সেখানে বসে পড়েছিল। সাহাবীগণ (রাঃ) বহু চেষ্টা করেও উষ্ট্রীকে উঠাতে পারলেননা। তখন তাঁরা বললেন যে, উষ্ট্রী (আল কাসওয়া) ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “না, সে ক্লান্তও হয়নি এবং বসে পড়া তার অভ্যাসও নয়। তাকে ঐ আল্লাহ থামিয়ে দিয়েছেন যিনি হাতীকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মাক্কাবাসীরা যে শর্তে সম্মত হবে আমি সেই শর্তেই তাদের সাথে সন্ধি করব। তবে আল্লাহর অমর্যাদা হতে পারে এমন কোন শর্তে আমি সম্মত হবনা।” তারপর তিনি উষ্ট্রীকে ধমক দেয়া মাত্রই সে উঠে দাঁড়াল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা মাক্কার উপর হাতীওয়ালাদের আধিপত্য বিস্তার করতে দেননি, বরং তিনি তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈমানদার বান্দাদেরকে মাক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। জেনে রেখ যে, মাক্কার মর্যাদা আজ ঐ অবস্থায়ই ফিরে এসেছে যে অবস্থায় গতকাল ছিল। সুতরাং প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট (খবর) পৌঁছে দিবে।’ (ফাতহুল বারী ১/২৪৮, মুসলিম ২/৯৮৮)

সূরা ফীল এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৬ ঃ কুরাইশ, মাক্কী

(আয়াত ৪, রুকূ ১)

١٠٦ – سورة قريش، مَكِّيَّةٌ

(اَيَاتُهَا : ٤، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে,	١. لِإِيلَـٰفِ قُرَيۡشٍ
(২) আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীস্ম সফরের,	٢. إِۦلَـٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ
(৩) অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের,	٣. فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلۡبَيۡتِ
(৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।	٤. ٱلَّذِىٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ

এ সূরাটিকে সূরা ফীল হতে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। উভয় সূরার মধ্যে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ সূরাটিও সূরা ‘ফীল’ এরই অনুরূপ। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ আমি মাক্কা হতে হাতীদের ফিরিয়ে রেখেছি এবং হাতী ওয়ালাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। কুরাইশদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে মাক্কায় সহঅবস্থানের জন্যও এ সূরার বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে এরূপ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। আবার এই অর্থও লিখিত হয়েছে যে, শীত-গ্রীস্ম যে কোন

ঋতুতে কুরাইশরা দূর দূরান্তে যেমন ইয়ামান ও সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসায়িক সফর করত। কেননা মাক্কার মত সম্মানিত শহরে বসবাস করার কারণে সবাই তাদের সম্মান করত। তাদের সঙ্গে যারা থাকত তারাও শান্তি পূর্ণভাবে ও সম্মানের সাথে সফর করতে সক্ষম হত। একইভাবে নিজ দেশেও তারা সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। যেমন কুরআনের অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুস্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭) কিন্তু সেখানে যারা অবস্থান করে তারা সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকে।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, **إِيلَافِ** এর মধ্যে প্রথম যে **لَام** টি রয়েছে ওটা বিস্ময় প্রকাশক **لَام** এবং উভয় সূরা অর্থাৎ সূরা ফীল এবং সূরা লিঈলাফি কুরাইশ সম্পূর্ণ পৃথক। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা কুরাইশদের প্রতি তাঁর নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন ঃ **فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ** এই গৃহের মালিকের ইবাদাত করা তাদের উচিত, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

(হে নাবী, তুমি বল ঃ) ‘আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রবের ইবাদাত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্নসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৯১) সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা বলছেন ঃ যিনি ক্ষুধায় আহার্য দিয়েছেন এবং ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন তাঁর ইবাদাত কর এবং ছোট বড় কোন কিছুকে তাঁর অংশীদার করনা। আল্লাহ তা‘আলার এ আদেশ যে পালন করবে আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করাবেন। পক্ষান্তরে তাঁর অবাধ্যাচরণ যে করবে তার ইহকালের শান্তিকেও অশান্তিতে পরিণত করা হবে এবং আখিরাতেও সে শান্তির পরিবর্তে ভয়ভীতি ও হতাশার সম্মুখীন হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَـٰلِمُونَ

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সব দিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল; ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। তাদের নিকট তো এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১২-১১৩)

সূরা কুরাইশ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৭ ঃ মাউ’ন, মাক্কী ١٠٧ – سورة الماعون، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৭, রুকূ ১) (اٰيَاتُهَا : ٧، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে থাকে?	١. أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ
(২) সে তো সেই, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়,	٢. فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ
(৩) এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করেনা,	٣. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
(৪) সুতরাং পরিতাপ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য -	٤. فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّينَ
(৫) যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী,	٥. ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ
(৬) যারা লোক দেখানোর জন্য ওটা করে।	٦. ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ

(৭) এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।	٧. وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি ঐ লোকটিকে দেখেছ যে কর্মফল দিবসকে অবিশ্বাস করে? সেতো ঐ ব্যক্তি ঃ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ. وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ

না, কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা পিতৃহীনদের সম্মান করনা এবং তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা। (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ১৭-১৮) অর্থাৎ ঐ ভিক্ষুক যার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যা দরকার তার কোন কিছুই নেই।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ সুতরাং দুর্ভোগ ঐ সালাত আদায়কারীদের যারা নিজেদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। অর্থাৎ সর্বনাশ রয়েছে ঐসব মুনাফিকের জন্য যারা লোক দেখানো সালাত আদায় করে, কিন্তু মনোনিবেশ সহকারে সালাত আদায় করেনা। অর্থাৎ লোক দেখানোই তাদের সালাত আদায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ অর্থই করেছেন। (২৪/৬৩২) তিনি এ অর্থও করেছেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় না করে তারা ওয়াক্ত পার করে শেষ সময়ে সালাত আদায় করে। মাসরূক (রহঃ) এবং আবুয্ যুহা (রহঃ) এ কথা বলেছেন। (তাবারী ২৪/৬৩১)

‘আতা ইব্‌ন দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি عَنْ صَلَاتِهِمْ বলেছেন, فِى صَلَاتِهِمْ বলেননি। (কুরতুবী ২০/২১২) অর্থাৎ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ তারা সালাতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, সালাতের মধ্যে গাফিল বা উদাসীন থাকে এরূপ কথা বলেননি।

আবার এ শব্দেই এ অর্থও রয়েছে যে, এমন সালাত আদায়কারীদের জন্যও সর্বনাশ রয়েছে যারা সব সময় শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করে। অথবা আরকান আহকাম আদায়ের ব্যাপারে মনোযোগ দেয়না, আয়াতের অর্থের দিকেও খেয়াল করেনা অথবা রুকু-সাজদাহর ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দেয়। এসব কিছু যার মধ্যে রয়েছে সে নিঃসন্দেহে দুর্ভাগা। যার মধ্যে এসব অন্যায় যত বেশী রয়েছে সে তত বেশী সর্বনাশের মধ্যে পতিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ওটা মুনাফিকের সালাত, ওটা মুনাফিকের সালাত, ওটা মুনাফিকের সালাত, যে সূর্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, সূর্য যতক্ষণ না শাইতানের দুই শিংয়ের মাঝে পৌঁছে। তখন সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। তাতে সে আল্লাহর স্মরণ খুব কমই করে।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৮৬, মুসলিম ১/৪৩৪) এখানে আসরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। এ সালাতকে 'সালাতুল উসতা' বা মধ্যবর্তী সালাত বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত ব্যক্তি মাকরূহ সময়ে উঠে দাঁড়ায় এবং কাকের মত ঠোকর দেয়। তাতে আরকান, আহকাম, রুকু, সাজদাহ ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করা হয়না এবং আল্লাহর স্মরণও খুব কম থাকে। সে সালাতে শুধু এ জন্যই দাঁড়ায় যে লোকেরা তাকে সালাত আদায়কারী বলবে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাজি খুশির আশা খুব কমই থাকে। এর অর্থ হল, সে যেন সালাতই আদায় করলনা। লোক দেখানো সালাত আদায় করা না করা একই কথা। ঐ মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ
قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দন্ডায়মান হয়

তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দন্ডায়মান হয়ে থাকে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪২)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ইমাম আহমাদ (রহঃ) আমর ইব্ন মুররাহ (রহঃ) থেকে বলেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা একদা আবূ উবাইদার (রহঃ) সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, যখন লোকেরা তার সাথে লোক দেখানো আমল করার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। আবূ ইয়াজিদ (রহঃ) নামের এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, সে যা আমল করেছে মানুষ তা শুনুক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত আছেন, তিনি তা শুনতে পান এবং ঐ ব্যক্তিকে অপদস্থ করেন ও হেয় করেন। (আহমাদ ২/২১২)

কিন্তু যারা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই উত্তম কাজ করে, কিন্ত লোকেরা তা জেনে যায় এবং আমলকারীও যদি তা জেনে খুশি হয় তাহলে ঐ আমলকে লোক দেখানো আমল বলে গণ্য করা যাবেনা।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ অর্থাৎ তারা আল্লাহর খুশির জন্য ইবাদাত করেনা এবং তাঁর সৃষ্টির সাথেও ভাল ব্যবহার করেনা। তারা ছোট খাট জিনিস অপরকে ধার দেয়না, যা থেকে তারা উপকার লাভ করতে পারে, যদিও ঐ সমস্ত জিনিস যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঐ সমস্ত লোকেরা যাকাত প্রদান কিংবা দান সাদাকাহ করার ব্যাপারেও অত্যন্ত কৃপণ। অথচ এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হতে পারত। আল মাসূদী (রহঃ) সালামাহ ইব্ন খুহাইল (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ উবাইদিন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) *'আল মাউন'* সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ উহা হল সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস যা একজন অন্যজনকে দিয়ে থাকে। যেমন কুঠার, পাতিল, বালতি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস। (তাবারী ২৪/৬৩৯)

সূরা মাউন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৮ ঃ কাওছার, মাক্কী ١٠٨ – سورة الكوثر ' مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩, রুকূ ১) (اَيَاتِهَا : ٣ ' رُكُوْعَاتُهَا : ١)

আবার এটাকে মাদানী সূরাও বলা হয়েছে।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি,	١. إِنَّآ أَعۡطَيۡنَـٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ
(২) সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।	٢. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ
(৩) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।	٣. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ.

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে হাসি মুখে তিনি বললেন অথবা তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ ‘এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।’ তারপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরা কাওছার পাঠ করলেন। (মুসলিম ১/৩০০, আবূ দাঊদ ৫/১১০, নাসাঈ ৬/৫৩৩) তারপর তিনি সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘কাওছার কি তা কি তোমরা জান?’ উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল জানেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘কাওছার হল একটা জান্নাতী নদী। তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে এটা দান করেছেন। কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাত সেই কাওছারের ধারে সমবেত হবে। আসমানে যত নক্ষত্র রয়েছে সেই কাওছারের পিয়ালার সংখ্যাও তত পরিমান। আল্লাহর কোন কোন বান্দাকে কাওছার থেকে সরিয়ে দেয়া হবে তখন আমি বলব ঃ ‘হে আমার রাব্ব! এ আমার উম্মাত!’ তখন তিনি আমাকে বলবেন ঃ ‘তুমি

জানো না, তোমার (ইন্তেকালের) পর সে কত রকম বিদ‘আত আবিষ্কার করেছে!’ (মুসলিম ১/৩০০, আহমাদ ৩/১০২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস, (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং একটি নদীর কাছে এলাম যার তীরের তাবুগুলি ছিল মুক্তা খচিত। আমি আমার হাতকে পানির ভিতর প্রবেশ করালাম এবং দেখতে পেলাম যে, উহা মিশক এর সুগন্ধি যুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে জিবরাঈল! ইহা কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ইহা হল আল কাওছার যা আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে দান করেছেন। (আহমাদ ৩/১০৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) বরাতে তাদের গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের বর্ণনায় রয়েছে, আনাস (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল তখন তিনি বললেন ঃ আমি একটি নদীর কাছে পৌঁছলাম যার তীরের অট্টালিকাগুলি ছিল মনি-মুক্তা খচিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে জিবরাঈল! ইহা কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ইহা আল কাউছার। (বুখারী ৪৯৪৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল কাউছার কি ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ইহা হল জান্নাতের একটি নদী যা আমার রাব্ব আমাকে দান করেছেন। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি, এর চারপাশে রয়েছে পাখি যাদের ঘাড়সমূহ পিংগল বর্ণের।

উমার (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নিশ্চয়ই ঐ পাখিগুলি দেখতে খুবই সুন্দর। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে উমার! যে ঐ পাখি আহার করবে সে দেখতে তাদের চেয়েও অধিক সুন্দর হবে। (আহমাদ ৩/২২০)

সহীহ বুখারীতে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাওছারের মধ্যে ঐ কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা আল্লাহ তা‘আলা খাস করে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। আবূ বিশর (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রাঃ) বলেন ঃ লোকদের তো ধারণা এই যে, কাওছার হল জান্নাতের একটি নদী। তখন

সাঈদ (রহঃ) বললেন ঃ জান্নাতে যে নদীটি রয়েছে সেটা ঐ কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ খাস করে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল কাউছার হল জান্নাতের একটি নদী, যার দুই তীর হল সোনার তৈরী এবং উহা মনি-মুক্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত। উহার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এ হাদীসটি একই ধারা বর্ণনায় তিরমিযী (রহঃ), ইব্ন মাজাহ (রহঃ), ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ২/৬৭, তিরমিযী ৯/২৯৪, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৫০, তাবারী ২৪/৬৫০)

আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ হে নাবী! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। অতএব তুমি স্বীয় রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি নাফল সালাত ও কুরবানীর মাধ্যমে লা-শারীক আল্লাহর ইবাদাত কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

তুমি বলে দাও ঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬২-১৬৩)

কুরবানী দ্বারা এখানে উট বা অন্য পশু কুরবানীর কথা বলা হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, আয়াতের মর্মার্থে কুরবানীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/৬৫৩) কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), আল হাকাম (রহঃ), ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (রহঃ) এবং সালাফগণের আরও অনেকে একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৪/৬৫৪) ইহা হল মূর্তিপূজক কাফিরদের আচরণের বিপরীত পন্থা, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সাজদাহ করে এবং তাঁর নামের পরিবর্তে অন্যের নামে কুরবানী করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ

আর যে জন্তু যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না তা তোমরা আহার করনা। কেননা এটা গর্হিত বস্তু। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২১)

এটাও বলা হয়েছে যে, انْحَرْ এর অর্থ হল সালাতের সময়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকে বাঁধা। এটা আলী (রাঃ) হতে গায়ের সহীহ সনদের সাথে বর্ণিত হয়েছে। শা'বী (রহঃ) এ শব্দের তাফসীর এটাই করেছেন। نَحَرٌ এর অর্থ কুরবানীর পশু যবাহ করা এ উক্তিটিই হল সঠিক উক্তি।

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাত শেষ করার পরপরই নিজের কুরবানীর পশু যবাহ করতেন এবং বলতেন ঃ 'যে আমাদের সালাতের মত সালাত আদায় করেছে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করেছে সে শারীয়াত সম্মতভাবে কুরবানী করেছে আর যে ব্যক্তি (ঈদের) সালাতের পূর্বেই কুরবানী করেছে তার কুরবানী আদায় হয়নি।' এ কথা শুনে আবূ বারদাহ ইব্ন দীনার (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আজকের দিনে গোশতের চাহিদা বেশী হবে ভেবেই কি আপনি সালাতের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছেন?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তা হলে তো খাওয়ার গোশতই হয়ে গেল অর্থাৎ কুরবানী হলনা।' সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বর্তমানে আমার কাছে একটি বকরীর শাবক রয়েছে, কিন্তু ওটা দু'টি বকরীর চেয়েও আমার কাছে অধিক প্রিয়। এ বকরীর শাবকটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে

বটে, কিন্তু তোমার পরে ছয় মাসের বকরী শাবক অন্য কেহ কুরবানী করতে পারবেনা।'

ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ তার কথাই যথার্থ যে বলে যে, এর অর্থ হল নিজের সকল সালাত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আদায় কর, তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য আদায় করনা। তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর যিনি তোমাকে এরকম বুযর্গী ও নি'আমাত দান করেছেন যে রকম বুযুর্গী ও নি'আমাত অন্য কেহকেও দান করেননি। এটা একমাত্র তোমার জন্যই নির্ধারিত করেছেন। এই উক্তিটি খুবই উত্তম। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) একই কথা বলেছেন।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারী নির্বংশ

আল্লাহ তা'আলা সূরার শেষ আয়াতে বলেন ঃ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (হে মুহাম্মাদ!) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারীই তো নির্বংশ। অর্থাৎ যারা তোমার সাথে শত্রুতা করে তারাই অপমানিত, লাঞ্ছিত, তাদেরই লেজ কাটা এবং তাদেরকেই কেহ মনে রাখবেনা।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, এই আয়াত আ'স ইব্ন ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৪/৬৫৬, ৬৫৭) এই দুর্বৃত্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা শুনলেই বলত ঃ 'ওর কথা রাখ, ওর কোন পুত্র সন্তান নেই। মৃত্যুর পরই তার নাম নিশানা মুছে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা তখন এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

শামীর ইব্ন আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন যে, উকবা ইব্ন আবী মুঈত সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, কা'ব ইব্ন আশরাফ এবং কুরাইশদের একটি দল সম্পর্কে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৪/৬৫৭)

মুসনাদ বায্যারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইব্ন আশরাফ যখন মাক্কায় আসে তখন কুরাইশরা তাকে বলে ঃ 'আপনি তো তাদের সর্দার, আপনি কি ঐ ছোকরাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) দেখতে পাননা? সে তার সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে আছে, এতদসত্ত্বেও নিজেকে সবচেয়ে ভাল ও শ্রেষ্ঠ মনে করছে? অথচ আমরা হাজ্জ পালনকারীদের দেখাশোনাকারী, কা'বাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক এবং যমযম কূপের পানি সরবরাহকারী।' দুর্বৃত্ত কা'ব তখন বলল ঃ 'নিঃসন্দেহে তোমরা তার চেয়ে উত্তম।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।' এ হাদীসের সনদ সহীহ বা বিশুদ্ধ।

'আতা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত আবূ লাহাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানের ইন্তিকালের পর এ দুর্ভাগা দুর্বৃত্ত মুশরিকদেরকে বলতে লাগল 'আজ রাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারা বিলোপ করা হয়েছে।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখন কারও পুত্র-সন্তান মারা যায় তখন তাকে 'আবতার' বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের ইন্তিকালের পর শত্রুতার কারণে তারা তাঁকে 'আবতার' বলছিল। আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কেও ধারণা করেছিল যে, সন্তান বেঁচে থাকলে তাঁর আলোচনা জাগরুক থাকত। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। অথচ তারা জানেনা যে, পৃথিবী টিকে থাকা অবধি আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম টিকিয়ে রাখবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত চিরকাল চলমান থাকবে। কিয়ামাত ও বিচার দিবস পর্যন্ত তাঁর নাম আকাশতলে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান থাকবে। জলে স্থলে সর্বদা তাঁর নাম আলোকিত হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত পর্যন্ত আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আল ও আসহাবের প্রতি দুরুদ ও সালাম সর্বাধিক পরিমাণে প্রেরণ করুন! আমীন!

সূরা কাওছার এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০৯ ঃ কাফিরূন, মাক্কী ١٠٩ – سورة الكافرون ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ٦، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

নাফল সালাতে সূরা কাফিরূন পাঠ করা প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফের পর দুই রাক‘আত সালাতে এই সূরা এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরা পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৮৮৮) সহীহ মুসলিমেই আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দুই রাক‘আত সুন্নাত সালাতেও এ সূরা দু’টি পাঠ করতেন। (মুসলিম ১/৫০২)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের পূর্বের দুই রাক‘আতে এবং মাগরিবের পরের দুই রাক‘আতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এই সূরা দু’টি দশ কিংবা বিশেরও অধিক বিভিন্ন সময়ে পাঠ করতেন। (আহমাদ ২/২৪, ৫৮)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘আমি ফাজর এবং মাগরিবের দুই রাক‘আত সুন্নাত সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এই সূরা দু’টি চব্বিশ অথবা পঁচিশ বিভিন্ন দিনে পড়তে দেখেছি। (আহমাদ ২/৯৯)

মুসনাদ আহমাদেরই অন্য এক রিওয়ায়াতে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক মাস ধরে ফাজরের পূর্বের দুই রাক‘আত সালাতে এবং মাগরিবের পরের দুই রাক‘আত সালাতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ, قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এ সূরা দু’টি পাঠ করতে দেখেছেন। (আহমাদ ২/৯৪, তিরমিযী ২/৪৭০, ইব্ন মাজাহ ১/৩৬৩, নাসাঈ ২/১৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এই সূরাটি যে কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমতুল্য এ বর্ণনাটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। اِذَازُلْزِلَت সূরাটিও একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) বল ঃ হে কাফিরেরা!	١. قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَـٰفِرُونَ
(২) আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর,	٢. لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ
(৩) এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি,	٣. وَلَآ أَنتُمۡ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
(৪) এবং আমি ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ,	٤. وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ
(৫) এবং তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি।	٥. وَلَآ أَنتُمۡ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
(৬) তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল।	٦. لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ.

শির্ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার প্রসঙ্গ

এই মুবারাক সূরায় আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের আমলের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে মাক্কার কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হলেও পৃথিবীর সমস্ত কাফিরকে এই সম্বোধনের আওতায় আনা হয়েছে। এই সূরার শানে নুযূল এই যে, কাফিরেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলল ঃ ‘এক বছর আপনি আমাদের মা‘বূদ মূর্তিগুলোর ইবাদাত করুন, পরবর্তী বছর আমরাও এক আল্লাহর ইবাদাত করব।’ তাদের এই প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা এ সূরা নাযিল করেন।

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন ঃ **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ** তুমি বলে দাও, হে কাফিরেরা! না আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করি, না তোমরা আমার মা‘বূদের ইবাদাত কর। আর না আমি তোমাদের উপাস্যদেরকে উপাসনা করব, না তোমরা আমার মাবূদের ইবাদাত করবে। অর্থাৎ আমি শুধু আমার মাবূদের পছন্দনীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁরই ইবাদাত করব, তোমাদের ইবাদাতের পদ্ধতি তো তোমরা নতুনভাবে উদ্ভাবন করে নিয়েছ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ

তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৩) অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সংস্পর্শ হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে নিয়েছেন এবং তাদের উপাসনা পদ্ধতি ও উপাস্যদের প্রতি সর্বাত্মক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, প্রত্যেক ইবাদাতকারীরই মা‘বূদ বা উপাস্য থাকবে এবং উপাসনার পদ্ধতি থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মাত শুধু আল্লাহ তা‘আলারই ইবাদাত করেন। নাবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা তাঁরই শিক্ষা অনুযায়ী ইবাদাত করে থাকে। এ কারণেই ঈমানের মূলমন্ত্র হল ঃ **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّه** (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল।’ এর অর্থ হল, সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু নেই, যার ইবাদাত করা যেতে পারে। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে একমাত্র পথ বাতলে দেয়া হয়েছে এ ছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। পক্ষান্তরে কাফির মুশরিকদের উপাস্য বা মা‘বূদ আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন, তাদের উপাসনার পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের। আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতির সাথে তাদের কোনই মিল নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন কাফিরদেরকে জানিয়ে দেন ঃ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ

وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

(হে নাবী) আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইবরাহীম, ১০ ঃ ৪১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আরো বলেন ঃ

لَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ

আমাদের কাজ আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৫, ২৮ ঃ ৫৫) অর্থাৎ আমাদের কর্মের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমাদের কর্মের জন্য আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা।

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে লিখা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন অর্থাৎ কুফর, আর আমার জন্য আমার দীন অর্থাৎ ইসলাম। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৪)

সূরা কাফিরূন এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১১০ ঃ নাস্‌র, মাদানী
(আয়াত ৩, রুকূ ১)

١١٠ – سورة النصر ، مَدَنِيَّةٌ
(اَيَاتُهَا : ٣، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা ‘নাসর’ এর ফাযীলাত

পূর্বের হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, এই সূরাটি কুরআনুল হাকীমের এক চতুর্থাংশের সমতুল্য। এবং সূরা যিলযালাহও কুরআনুল হাকীমের এক চতুর্থাংশের সমান।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উৎবাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘সর্বশেষ কোন সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে তা কি তুমি জান?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, সূরা ইযাজাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু’ (সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে।)’ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন ঃ ‘তুমি সত্য বলেছ।’ (নাসাঈ ৬/৫২৫)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ	(১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়,
٢. وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجًا	(২) এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে,
٣. فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا.	(৩) তখন তুমি তোমার রবের কৃতজ্ঞতা মূলক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর; তিনি তো সর্বাপেক্ষা অধিক অনুতাপ গ্রহণকারী।

সূরা ‘নাসর’ রাসূলের (সাঃ) জীবনাবসানের বার্তা বহন করে

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক মুজাহিদদের সাথে উমার (রাঃ) আমাকেও শামিল করে নিতেন। এ কারণে কারও কারও মনে সম্ভবতঃ অসন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকবে। একদা তাদের মধ্যে একজন আমার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন ঃ আপনি কেন এ যুবককে আমাদের মাজলিশে নিয়ে আসেন? তার সমবয়সী ছেলে আমাদেরও তো রয়েছে।’ তাঁর এ মন্তব্য শুনে উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আপনারা তো তাকে খুব ভাল রূপেই জানেন যে, সে কোন্ লোকদের অন্তর্ভুক্ত!’ একদিন তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং আমাকেও ডেকে পাঠালেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, আজ তিনি তাঁদেরকে কিছু দেখাতে চান। আমরা সবাই উপস্থিত হলে তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরাটি সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি (অর্থাৎ এ সূরাটি কিসের ইঙ্গিত বহন করছে)। কেহ কেহ বললেন ঃ ‘এ সূরায় আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য এলে এবং আমাদের বিজয় সূচিত হলেই যেন আমরা এইরূপ করি।’ আল্লাহ তা‘আলার গুণগান করার জন্য এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আমাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেহ কেহ আবার সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন, কিছুই বললেননা। উমার (রাঃ) তখন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘তোমার মতামতও কি এদের মতই?’ আমি উত্তরে বললাম ঃ না, বরং আমি এই বুঝেছি যে, এ সূরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরলোক গমনের ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁকে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর ইহলৌকিক জীবন শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং তিনি যেন তাঁর রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ ‘আমিও এটাই বুঝেছি।’ (ফাতহুল বারী ৮/৬০৬)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এ সূরাটি নাযিল হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমাকে আমার মৃত্যুর খবর

জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ঐ বছরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (আহমাদ ১/২১৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রুকু ও সাজদায় নিম্নলিখিত তাসবীহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

‘হে আল্লাহ! আপনি মহাপবিত্র এবং আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনুল হাকীমের فَسَبِّحْ এ আয়াতের উপর অধিক পরিমাণে আমল করতেন। তিরমিযী ছাড়া অন্য তিনটি সুনান গ্রন্থেও ইহা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৫, মুসলিম ১/৩৫০, আবূ দাঊদ ১/৫৪৬, নাসাঈ ৬/৫২৫, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৮৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) মাশরূক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে নিম্নলিখিত কালেমাগুলি অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ إِلَيْهِ

‘আল্লাহ মহাপবিত্র, তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট তাওবাহ করছি।’

তিনি আরো বলতেন ঃ নিশ্চয়ই আমার রাব্ব আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মাতের ভিতর আমি একটি নিদর্শন দেখতে পাব এবং তিনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, যখন আমি তা দেখতে পাব তখন যেন আমি আল্লাহর বেশী বেশী প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কারণ তিনিই একমাত্র তাওবাহ কবূলকারী। এখন আমি সেই নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি তোমরাও দেখতে পাচ্ছ যে, এখন দলে দলে লোক আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে। সুতরাং তোমরাও তোমাদের রবের গুণগান কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ কবূলকারী এবং ক্ষমা প্রদানকারী। (আহমাদ ৬/৩৫) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (১/৩৫১)

তাফসীর ইব্‌ন জারীরে উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠতে বসতে চলতে ফিরতে এবং আসতে যেতে নিম্নের তাসবীহ পড়তে থাকতেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ অর্থাৎ ‘আল্লাহ মহাপবিত্র এবং তাঁর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।’ উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাস্‌র তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।’

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে প্রায়ই এ সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং রুকূ’তে তিনবার নিম্নের দু‘আ পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ, اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

‘হে আল্লাহ! আপনি মহা পবিত্র। হে আমাদের রাব্ব! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ কবূলকারী, দয়ালু।’

বিজয় অর্থে এখানে মাক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। আরাবের সাধারণ গোত্রগুলির মধ্যে এ ব্যাপারে কোনই মতানৈক্য হয়নি। আরাবের সাধারণ গোত্রগুলি অপেক্ষা করছিল যে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বজাতির উপর জয়যুক্ত হন এবং মাক্কা তাঁর পদানত হয় তাহলে তিনি যে সত্য নাবী এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ থাকবেনা। আল্লাহ তা‘আলা যখন তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহাবিজয় দান করলেন তখন এরা সবাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল। এরপর মাক্কা বিজয়ের দু’বছর অতিক্রম হতে না হতেই সমগ্র আরাব ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করল। অতঃপর এমন কোন গোত্র অবশিষ্ট থাকলনা যারা ইসলামের উপর তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করলনা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

সহীহ বুখারীতেও আমর ইব্‌ন সালমার (রাঃ) এ উক্তি বিদ্যমান রয়েছে যে, মাক্কা বিজয়ের সাথে সকল গোত্র ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হল। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে আমর ইব্‌ন সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ যখন মাক্কা বিজিত হয় তখন দলে দলে লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য চলে আসতে থাকে। এর পূর্বে বিভিন্ন এলাকার লোক ইসলাম কবূল করতে বিলম্ব করছিল এ উদ্দেশ্যে যে, দেখা যাক মুসলিম বাহিনী মাক্কার উপর প্রভাব বিস্তার লাভ করতে সম্মত হয় কি না। ঐ সব লোকেরা বলত ঃ তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ছেড়ে দাও, তিনি যদি বিজয় লাভ করেন তাহলে আমরা জেনে যাব যে, তিনি সত্য নাবী। (ফাতহুল বারী ৭/৬১৬) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীনের প্রাপ্য।

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর (রাঃ) এক প্রতিবেশী সফর থেকে ফিরে আসার পর যাবির (রাঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সেই প্রতিবেশী মুসলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং নতুন নতুন বিদ‘আতের কথা ব্যক্ত করলে জাবিরের (রাঃ) চক্ষুদ্বয় অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ‘লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তারা দলে দলে এই দীন থেকে বেরিয়ে যাবে।’ (আহমাদ ৩/৩৪৩)

সূরা নাস্‌র -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১১১ ঃ মাসাদ/লাহাব, মাক্কী ١١١ – سورة المسد، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।	١. تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ
(২) তার ধন সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসেনি।	٢. مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ
(৩) অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে,	٣. سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ
(৪) এবং তার স্ত্রীও - যে ইন্ধন বহন করে।	٤. وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ
(৫) তার গলদেশে খর্জুর বাকলের রজ্জু রয়েছে।	٥. فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّسَدِۭ.

সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার কারণ এবং রাসূলের (সাঃ) প্রতি আবূ লাহাবের ঔদ্ধত্যতা

সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতহা’ নামক স্থানে গিয়ে একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে ‘ইয়া সাবা’হা’হ্‌, ইয়া সাবা’হা’হ্‌’ (অর্থাৎ ‘হে লোকসকল! তোমরা তাড়াতাড়ি এসো’ বলে ডাক দিতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই কুরাইশরা সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ 'যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, সকালে অথবা সন্ধ্যাবেলা শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?' সবাই সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করব।' তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তির আগমনের সংবাদ দিচ্ছি।' আবূ লাহাব তার এ কথা শুনে বলল ঃ 'তোমার সর্বনাশ হোক, এ কথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছ?' তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৯)

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ লাহাব দাঁড়িয়ে তার হাতের ধূলা-বালি ঝেড়ে নিম্ন লিখিত বাক্য বলতে বলতে চলে গেল ঃ

'তোমার প্রতি সারাদিন অভিশাপ বর্ষিত হোক। তুমি কি এ জন্য আমাদেরকে ডেকেছ?' সূরাটির প্রথম অংশ হচ্ছে আবূ লাহাবের বিরুদ্ধে বদ দু'আ এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ওর পরিচিতি। আবূ লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। তার নাম ছিল আবদুল উয্যা ইব্ন আবদিল মুত্তালিব। তার কুনইয়াত বা পিতৃপদবীযুক্ত নাম ছিল আবূ উৎবাহ। তার সুদর্শন ও কান্তিময় চেহারার জন্য তাকে আবূ লাহাব অর্থাৎ শিখা বিশিষ্ট বলা হত। সে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকৃষ্টতম শত্রু। সব সময় সে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং তাঁর ক্ষতি সাধনের জন্য সচেষ্ট থাকত।

রাবীআ'হ্ ইব্ন আব্বাদ (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ইসলাম পূর্ব যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'যুল মাজায' বাজারে দেখেছি, সেই সময় তিনি বলছিলেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা বল ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে।' বহু লোক তাঁর চার পাশে জড় হত। আমি লক্ষ্য করতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনেই গৌরকান্তি ও সুডোল দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী ট্যারা চোখ বিশিষ্ট এক লোক, যার মাথার চুল দুপাশে সিঁথি করা, সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলল ঃ 'হে লোকসকল! এ লোক বে-দীন ও মিথ্যাবাদী।' মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানেই ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন সেখানেই এই সুদর্শন লোকটি তাঁর বিরুদ্ধে বলতে থাকত। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বলল ঃ 'এ লোকটি হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ লাহাব।' (আহমাদ ৪/৩৪১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় সুরাইয (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আবূ জিনাদ (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা আবূ জিনাদ (রহঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ঐ বর্ণনায় আবূ জিনাদ (রহঃ) বলেন, আমি রাবিয়াহকে (রাঃ) বললাম ঃ আপনি কি তখন খুব ছোট ছিলেন? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহর শপথ! আমি তখন অনেক বুদ্ধিমান ছিলাম, ফ্লুট বাঁশি বাজানোয় আমি ছিলাম একজন শক্তিশালী ব্যক্তি। (আহমাদ ৪/৩৪১)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন, *'কাসাব'* অর্থ হচ্ছে শিশু-সন্তান। আয়িশা (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্ন সীরীন (রহঃ) অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ২৪/৬৭৭)

আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় বলছেন ঃ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক! না তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে, আর না তার সন্তান তার কোন উপকারে আসবে।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার স্বজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানালেন তখন আবূ লাহাব বলতে লাগল ঃ 'যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয় তাহলে আমি কিয়ামাতের দিন আমার ধন-সম্পদ ও সন্তানদেরকে আল্লাহকে ফিদিয়া হিসাবে দিয়ে তাঁর আযাব থেকে আত্মরক্ষা করব।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, তার ধন সম্পদ ও তার সন্তান তার কোন কাজে আসবেনা।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের আবাস স্থল জাহান্নাম

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও। অর্থাৎ আবূ লাহাব তার স্ত্রীসহ জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে। আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল কুরাইশ নারীদের নেত্রী। তার কুনিয়াত ছিল উম্মু জামীল, নাম ছিল আরওয়া

বিন্‌ত হারব ইব্‌ন উমাইয়া। সে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এর বোন ছিল। তার স্বামীর কুফরী, হঠকারিতা এবং ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল সহকারিণী, সহযোগিনী। এ কারণে কিয়ামাতের দিন সেও স্বামীর সঙ্গে আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। কাঠ বহন করে সে তা ঐ আগুনে নিক্ষেপ করবে যে আগুনে তার স্বামী জ্বলবে। তার গলায় থাকবে আগুনের পাকানো রশি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকানো রজ্জু। অর্থাৎ সে স্বামীর ইন্ধন সংগ্রহ করবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **مَسَد** শব্দের অর্থ হল খেজুর গাছের আঁশের দ্বারা তৈরী জাহান্নামের রশি। (দুররুল মানসুর ৮/৬৬৭)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আতিয়াহ আল জাদালী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথ দিয়ে চলতেন সেই পথে ঐ দুষ্টা রমনী কাঁটা বিছিয়ে রাখত। আল জাওহারী (রহঃ) বলেন, '*মাসাদ*' অর্থ হচ্ছে আঁশ, ইহা খেজুর গাছের আঁশের তৈরী রশি। উটের চামড়া দিয়ে এবং মোটা পশম দিয়ে তৈরী করা রশিকেও *মাসাদ* বলা হত। **فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَد** এর বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হল লোহার বেড়ি বা শিকল। (তাবারী ২৪/৬৮১)

রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) আবূ লাহাবের স্ত্রীর কষ্ট দেয়া

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা এবং আবূ জারাহ (রহঃ) বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর আল হুমাইদি (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, সুফিয়ান (রহঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, ওয়ালিদ ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) ইব্‌ন তাদরুস (রহঃ) থেকে, তিনি আসমা বিন্‌ত আবূ বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন **تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ** আয়াতটি নাযিল হয় তখন এক চোখ কানা বিশিষ্ট উম্মে জামিল বিন্‌তে হারব বিড়বিড় করতে করতে এবং হাতে একটি পাথর নিয়ে এগিয়ে আসছিল। ঐ দুষ্টা মহিলা বলছিল ঃ 'সে আমার বাবার সমালোচনা করেছে, তাঁর ধর্মকে আমরা ঘৃণা করি এবং তাঁর সমস্ত আদেশ আমরা প্রত্যাখ্যান করি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় কা'বা ঘরে বসা ছিলেন। তাঁর সাথে আমার আব্বা আবূ বাকরও (রাঃ) ছিলেন। আমার আব্বা তাকে এ অবস্থায় দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আসছে, আপনাকে আবার দেখে না ফেলে!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'হে আবূ বাকর! নিশ্চিন্ত থাকুন, সে আমাকে দেখতেই পাবেনা।' তারপর তিনি ঐ দুষ্টা নারীকে এড়ানোর উদ্দেশে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৫) ডাইনী নারী আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলনা। ঐ ডাইনী নারী আবূ বাকরকে (রাঃ) বলল ঃ 'আমি শুনেছি যে, তোমার বন্ধু (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দুর্নাম করেছে অর্থাৎ কবিতার ভাষায় আমার বদনাম ও নিন্দা করেছে।' আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ 'কা'বার রবের শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কোন নিন্দা করেননি।' আবূ লাহাবের স্ত্রী তখন ফিরে যেতে যেতে বলল ঃ 'কুরাইশরা জানে যে, আমি তাদের সর্দারের মেয়ে।'

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ একবার ঐ দুষ্টা মহিলা নিজের লম্বা চাদর গায়ে জড়িয়ে তাওয়াফ করছিল। হঠাৎ পায়ে চাদর জড়িয়ে পিছলে পড়ে গেল। তখন বলল ঃ 'মুযাম্মাম ধ্বংস হোক।' তখন উম্মে হাকীম বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব বলল ঃ 'আমি একজন পূত পবিত্র রমনী। আমি মুখের ভাষা খারাপ করবনা। আমি বন্ধুত্ব স্থাপনকারিণী, কাজেই আমি কলঙ্কিনী হবনা এবং আমরা সবাই একই দাদার সন্তান, আর কুরাইশরাই এটা সবচেয়ে বেশী জানে।' (ফাতহুল বারী ৮/৬১০)

সূরা লাহাব এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১১২ ঃ ইখলাস, মাক্কী ١١٢ – سورة الإخلاص، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪, রুকূ ১) (اَيَاتُهَا : ٤، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

সূরা ইখলাসের ফাযীলাত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

মুসনাদ আহমাদে উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আমাদের সামনে তোমার রবের গুণাবলী বর্ণনা কর।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ এ সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ৫/১৩৩)

صَمَد শব্দের অর্থ হল যিনি সৃষ্ট হননি এবং যাঁর সন্তান সন্ততি নেই। কেননা যে সৃষ্ট হয়েছে সে এক সময় মৃত্যুবরণ করবে এবং অন্যেরা তার উত্তরাধিকারী হবে। আর আল্লাহ তা‘আলা মৃত্যুবরণও করবেননা এবং তাঁর কোন উত্তরাধিকারীও হবেনা। তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই। وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ এর অর্থ হল তাঁর মত কেহ নেই, তাঁর সমকক্ষও কেহ নেই এবং তাঁর সাথে অন্য কারও তুলনা হতে পারেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৯/২৯৯, ৩০১ মুরসাল, তাবারী ২৪/৬৯১)

সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোকের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা ফিরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যাঁকে আপনি আমাদের নেতা মনোনীত করেছেন তিনি প্রত্যেক সালাতে কিরআতের শেষে قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ সূরাটি পাঠ করতেন।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ ‘সে কেন এরূপ করত তা তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করতো?’ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘এ সূরায় আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, এ কারণে এ সূরা পড়তে আমি খুব ভালবাসি।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৩৬০, মুসলিম ১/৫৫৭, নাসাঈ ৬/১৭৭)

সহীহ বুখারীর কিতাবুস সালাতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী মাসজিদে কুবার ইমাম ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাক‘আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তারপর কুরআনের অন্য অংশ পছন্দমত পড়তেন। একদিন মুক্তাদী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘আপনি সূরা ইখলাস পাঠ করেন, তারপর অন্য সূরাও এর সাথে মিলিয়ে দেন, কি ব্যাপার? আপনি কি মনে করেন যে, সূরা ইখলাসের সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ না করলে সালাত শুদ্ধ হবেনা? হয় শুধু সূরা ইখলাস পড়ুন অথবা এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করুন।’ আনসারী জবাব দিলেন ঃ ‘আমি যেমন করছি তেমনি করব, তোমাদের পছন্দ না হলে বল, আমি তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিচ্ছি।’ মুসল্লীরা দেখলেন যে, এটা মুশকিলের ব্যাপার! কারণ উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন ইমামতির সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁরা অন্য কারও ইমামতি মেনে নিতে পারলেননা (সুতরাং তিনিই ইমাম থেকে গেলেন)। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গমন করলে মুসল্লীরা তাঁর কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি তখন ঐ ইমামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘তুমি মুসল্লীদের কথা মাননা কেন? প্রত্যেক রাক‘আতে সূরা ইখলাস পড় কেন?’ ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ সূরার প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে।’ তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ ‘এ সূরার প্রতি তোমার আসক্তি ও ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ২/২৯৮)

সূরা ইখলাসের মর্যাদা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান

সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক অন্য একটি লোককে রাতে বারবার قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এ সূরাটি পড়তে শুনে সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। লোকটি সম্ভবতঃ ঐ লোকটির এ সূরা পাঠকে হালকা সাওয়াবের কাজ মনে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ 'যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।' (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৬, আবূ দাউদ ২/১৫২, নাসাঈ ৫/১৬)

সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ 'তোমরা কেহ কি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে?' সাহাবীগণের কাছে এটা খুবই কষ্ট সাধ্য মনে হল। তাই তাঁরা বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কার এ ক্ষমতা আছে?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।' (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৬)

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ), উবাইদ ইব্ন হুনাইন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরাইরাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই এবং তিনি পথে এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ সূরাটি পাঠ করতে শোনেন। তখন তিনি বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কি ওয়াজিব হয়েছে? তিনি বললেন ঃ জান্নাত। (মুয়াত্তা মালিক ১/২০৮, তিরমিযী ৮/২০৯, নাসাঈ ৬/১৭৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ, গারীব বলেছেন। আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এর প্রতি (সূরা ইখলাস) তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (ফাতহুল বারী ২/২৯৮)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ কি রাতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ সূরাটি তিনবার পড়ার ক্ষমতা রাখেনা? এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।' এ হাদীসটি হাসিম আবূ ইয়ালা মুসিলী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল।

আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ (রহঃ) মুয়ায ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন খুবাইব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ আমরা খুব পিপাসার্ত ছিলাম এবং অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল বলে সালাত আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অতঃপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং আমার হাত দু'টি তাঁর হাতে নিয়ে বললেন ঃ পড়। এরপর তিনি নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনি আবার বললেন ঃ পড়। আমি বললাম ঃ কি পড়ব? তিনি বললেন ঃ 'প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে। প্রতিদিন তোমার জন্য দুই বারই যথেষ্ট।' (আহমাদ ৫/৩১২, আবূ দাউদ ৫/৩২০, তিরমিযী ১০/২৮, নাসাঈ ৮/২৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে ঃ এ তিনটি সূরা পাঠ করলে তোমার জন্য তা যথেষ্ট হবে। (নাসাঈ ৮/২৫১)

সুনান নাসাঈতে এই সূরার তাফসীরে আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাসজিদে প্রবেশ কালে দেখেন যে, একটি লোক সালাত আদায় করছে এবং নিম্নলিখিত দু'আ করছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এ সাক্ষ্যসহ আবেদন করছি যে, আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আপনি এক ও অদ্বিতীয়, আপনি কারও মুখাপেক্ষী নন, আপনি এমন সত্ত্বা যাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন এবং যাঁর সমতুল্য কেহ নেই।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই সত্ত্বার শপথ! এ ব্যক্তি ইস্‌মে আযমের সাথে দু‘আ করেছে। আল্লাহর এই মহান নামের সাথে তাঁর কাছে কিছু যাঞ্চা করলে তিনি তা দান করেন এবং এই নামের সাথে দু‘আ করলে তিনি তা কবূল করে থাকেন।” (আবূ দাঊদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫, ইব্‌ন মাজাহ ৩৮৫৭, নাসাঈ ২/৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস- এ তিনটি সূরা পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে, এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৯, আবূ দাঊদ ৫/৩২৩, তিরমিযী ৯/৩৪৭, নাসাঈ ৬/১৯৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৭৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) বল ঃ তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়।	١. قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ
(২) আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।	٢. ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ
(৩) তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন,	٣. لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
(৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।	٤. وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ.

এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ (শানে নুযূল) পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা বলত ঃ ‘আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) উযায়েরের (আঃ) উপাসনা করি।’ আর খৃষ্টানরা বলত ঃ ‘আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) ঈসার (আঃ) পূজা করি।’ মাজূসীরা বলত ঃ ‘আমরা চন্দ্র সূর্যের উপাসনা করি।’ আবার মুশরিকরা বলত ঃ ‘আমরা মূর্তি পূজা করি।’ আল্লাহ তা‘আলা তখন এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. (হে নাবী!) বল ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর মত আর কেহই নেই। তাঁর কোন উপদেষ্টা অথবা উযীর নেই। তাঁর সমান কেহ নেই যার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি একমাত্র ইলাহ্ বা মাবূদ হওয়ার যোগ্য। নিজের গুণ বিশিষ্ট ও হিকমাত সমৃদ্ধ কাজের মধ্যে তিনি একক ও বে-নযীর। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, اَللَّهُ الصَّمَدُ. তিনি সামাদ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী। সমস্ত মাখলুক, সমগ্র বিশ্বজাহান তাঁর মুখাপেক্ষী।

ইকরিমাহ (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ‘সামাদ’ তাঁকেই বলে যাঁর কাছে সৃষ্টির সকল কিছুর চাওয়া পাওয়া নির্ভর করে এবং যিনি একমাত্র অনুরোধ পাবার যোগ্য। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ‘সামাদ’ হল ঐ সত্ত্বা যিনি নিজের নেতৃত্বে, নিজের মর্যাদায়, বৈশিষ্ট্যে, নিজের বুযর্গীতে, শ্রেষ্ঠত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিকমাতে, বুদ্ধিমত্তায় সবারই চেয়ে অগ্রগণ্য। এই সব গুণ শুধুমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ আর কেহ নেই। তিনি পুতঃ পবিত্র মহান সত্ত্বা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবারই উপর বিজয়ী, তিনি বেনিয়ায। ‘সামাদ’ এর একটা অর্থ এও করা হয়েছে যে, ‘সামাদ’ হলেন তিনি যিনি সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকেন। যিনি চিরন্তন ও চিরবিদ্যমান। যাঁর লয় ও ক্ষয় নেই এবং যিনি সব কিছু হিফাযাতকারী, যাঁর সত্ত্বা অবিনশ্বর এবং অক্ষয়। আল আমাশ (রহঃ) শাকীক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে ‘সামাদ’ হলেন ঐ সত্ত্বা যিনি পৃথিবীর সবকিছু নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখেন, কেহ তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। (তাবারী ২৪/৬৯২)

আল্লাহ তা‘আলা সন্তান-সন্ততি হতে পবিত্র

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. আল্লাহর সন্তান সন্ততি নেই, পিতা মাতা নেই, স্ত্রী নেই। যেমন কুরআনুল হাকীমের অন্যত্র রয়েছে ঃ

بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সঙ্গিনীই কেহ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১০১) অর্থাৎ তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক, এমতাবস্থায় তাঁর সৃষ্টি ও মালিকানায় সমকক্ষতার দাবীদার কে হতে পারে? অর্থাৎ তিনি উপরোক্ত সমস্ত দোষ-ত্রুটি/কলঙ্ক থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন কুরআনের অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তারা সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ. لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ

তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলেনা; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৬-২৭) আল্লাহ তা‘আলা আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে; অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৫৮-১৫৯)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কষ্টদায়ক কথা শুনে এত বেশী ধৈর্য ধারণকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নেই। মানুষ বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে, তবুও তিনি তাকে অন্ন দান করছেন, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আদম সন্তান আমাকে অবিশ্বাস করে, অথচ এটা তার জন্য সমীচীন নয়। সে আমাকে গালি দেয়, অথচ এটাও তার জন্য সমীচীন ও সঙ্গত নয়। সে আমাকে অবিশ্বাস করে বলে যে, আমি নাকি প্রথমে তাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছি পরে আবার সেভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবনা। অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাতো প্রথমবার সৃষ্টি করা থেকে সহজ।’ আর ‘সে আমাকে গালি দেয়’ এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে আমার নাকি সন্তান রয়েছে, অথচ আমি একক, আমি অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। আমার কোন সন্তান নেই, আমার পিতা-মাতা নেই এবং আমার সমতুল্যও কেহ নেই।’ (ফাতহুল বারী ৮/৬১১, ৬১২)

সূরা ইখলাস এর তাফসীর সমাপ্ত।

سُوْرَتِى الْمُعَوَّذَتَيْنِ

আশ্রয় প্রার্থনা করার দু'টি সূরা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যির ইব্ন জায়েশ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) তাকে বলেন ঃ 'ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) এ সূরা দু'টিকে (সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে) কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেননি।' তখন উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ বলুন।' সুতরাং তিনি তা বললেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'আপনি قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ বলুন।' সুতরাং তিনি তাও বললেন। অতএব আমরা ওটাই বলি যা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।' (আহমাদ ৫/১২৯)

সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফাযীলাত

সহীহ মুসলিমে উকবা ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি দেখনি যে, আজ রাতে আমার উপর এমন কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যেমন আয়াত আর কখনো অবতীর্ণ হয়নি।' তারপর তিনি قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এ সূরা দু'টি তিলাওয়াত করেন। (মুসলিম ১/৫৫৮, আহমাদ ৪/১৪৪, তিরমিযী ৯/৩০৩, নাসাঈ ৮/২৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

মুসনাদ আহমাদে উকবাহ ইব্ন আ'মির (রাঃ) হতেই আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'আমি মাদীনার গলি পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর উটের লাগাম ধরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি আমাকে বললেন ঃ 'এসো এবার তুমি আরোহণ কর।' আমি মনে করলাম যে, তাঁর কথা না শোনা অবাধ্যতা হবে, তাই আরোহণ করতে সম্মত হলাম। কিছুক্ষণ পর আমি নেমে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরোহণ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ 'হে উকবাহ! মানুষ যা পাঠ করে তা থেকে আমি কি তোমাকে দু'টি উৎকৃষ্ট সূরা শিখিয়ে দিবনা?' আমি বললাম ঃ ' হ্যাঁ অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে তা শিখিয়ে দিন! তখন তিনি আমাকে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পাঠ করে শোনালেন। অতঃপর আযান দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করলেন এবং সালাতে এ সূরা দু'টি পাঠ করলেন। তারপর তিনি আমাকে অতিক্রম করে চলে যাবার সময় বললেন ঃ 'হে উকবাহ! আমি সূরা দু'টি পাঠ করেছি তা তুমি লক্ষ্য করেছ কি? শোন! ঘুমানোর সময় এবং ঘুম থেকে উঠার সময় এ সূরা দু'টি পাঠ করবে।' (আহমাদ ৪/১৪৪, আবূ দাঊদ ২/১৫২, নাসাঈ ৮/২৫২, ২৫৩)

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) উকবাহ ইব্ন আমির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাটছিলাম, তিনি বললেন ঃ হে উকবাহ! বল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি কি বলব? তিনি চুপ থাকলেন এবং আমার কথার কোন জবাব দিলেননা। অতঃপর তিনি আবার বললেন ঃ বল। আমি উত্তর দিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি বলব? তিনি বললেন ঃ বল قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ সুতরাং আমি এই সূরাটি (প্রথম থেকে) শেষ পর্যন্ত পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ বল। আমি উত্তরে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কি বলব? তিনি বললেন ঃ বল قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ সুতরাং এ সূরাটিও আমি (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এ দু'টি সূরার মত আর কোন সূরা নেই। (নাসাঈ ৮/২৫৩)

অন্য একটি হাদীস ঃ ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ইব্ন আবিস আল জুহানি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ হে ইব্ন আবিস! কোন কিছু হতে রক্ষা পাবার জন্য যে সর্বোত্তম

রক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তা কি আমি তোমাকে বলে দিব? তিনি বললেন ঃ জি হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** এবং **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** এ সূরা দু’টি পাঠ কর। (নাসাঈ ৮/২৫১)

উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন তিনি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে হাতের উভয় তালুতে ফুঁ দিয়ে সারা দেহের যতটুকু উভয় হাতের নাগালে পাওয়া যায় ততটুকু পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং এরপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাত ফিরাতেন। (মুয়াত্তা ২/৯৪২)

ইমাম মালিকের (রহঃ) ‘মুআত্তা’ গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ হতেন তখন এ দু’টি সূরা পাঠ করে তিনি সারা দেহে ফুঁ দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা যখন মারাত্মক হয়ে যেত তখন আয়িশা (রাঃ) সূরা দু’টি পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্তদ্বয় তাঁরই সারা দেহে ফিরাতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৯, মুসলিম ৪/১৭২৩, আবূ দাঊদ ৪/২২০, নাসাঈ ৪/৮৬৭, ৮৬৮; ইব্ন মাজাহ২/১১৬৬)

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এ দু’টি সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এ সূরা দু’টিকে গ্রহণ করেন এবং বাকি সব ছেড়ে দেন। (তিরমিযী ৬/২১৮, নাসাঈ ৮/২৭১, ইব্ন মাজাহ ২/১১৬১) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সূরা ১১৩ ঃ ফালাক, মাক্কী

(আয়াত ৫, রুকূ ১)

١١٣ – سورة الفلق، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) বল ঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি উষার স্রষ্টার।	١. قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ
(২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন উহার অনিষ্টতা হতে।	٢. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
(৩) অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।	٣. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
(৪) এবং ঐ সব নারীর অনিষ্টতা হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়,	٤. وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ
(৫) এবং অনিষ্টতা হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।	٥. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, فَلَق সকাল বেলাকে বলা হয়। (তাবারী ২৪/৭০০) আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকিল (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব আল কারাজী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিকও (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। (তাবারী ২৪/৭০১) আল কারাজী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহা নিম্ন আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৬) (তাবারী ২৪/৭০১)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **مِن شَرِّ مَا خَلَقَ** অর্থাৎ সৃষ্টির সমস্ত খারাবী থেকে। ছাবিত আল বুনানি (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতার মধ্যে জাহান্নাম, ইবলীস ও ইবলীসের সন্তান সন্ততিও রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বলেন যে, **غَاسِقٍ** এর অর্থ হল রাত এবং **اِذَا وَقَبْ** এর অর্থ হল সূর্যাস্ত। (ফাতহুল বারী ৮/৬১৩) অর্থাৎ যখন অন্ধকার রাত উপস্থিত হয়। ইব্‌ন নাযিহও (রহঃ) মুজাহিদের (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ** অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), খুসাইফ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন ঃ নিশ্চয়ই ইহা ঐ রাত যখন ঘন অন্ধকারসহ এগিয়ে আসে। (তাবারী ১২/৭৪৮) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আরাবের লোকেরা সুরাইয়া নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়াকে **غَاسِقٍ** বলে। অসুখ এবং বিপদ আপদ সুরাইয়া নক্ষত্র উদিত হওয়ার পর বৃদ্ধি পায় এবং ঐ নক্ষত্র অস্তমিত হওয়ার পর অসুখ বিপদ আপদ কেটে যায়।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, **غَاسِقٍ** এর অর্থ হল চাঁদ। তাফসীরকারদের দলীল হল মুসনাদ আহমাদে হারিশ ইব্‌ন আবী সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস, যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশার (রাঃ) হাত ধরে চাঁদের প্রতি ইশারা করে বললেন ঃ ‘আল্লাহর কাছে ঐ **غَاسِقٍ** এর অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।’ (আহমাদ ৬/৬১, তিরমিযী ৩৩৬৬)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ** অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহা হল তন্ত্র-মন্ত্র। (তাবারী ১২/৭৫০, ৭৫১) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেছেন যে, যখন তারা যাদু-মন্ত্র পাঠ করে এবং গিঁড়ায় ফুঁক দেয়।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ ‘আপনি কি রোগাক্রান্ত?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, ‘হ্যাঁ।’ জিবরাঈল (আঃ) তখন নিম্নের দু‘আটি পাঠ করেন ঃ

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ. اَللَّهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ

‘আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি সেই সব রোগের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্টতা ও কুদৃষ্টি হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন।’ (মুসলিম ২১৮৬)

রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) যাদু করার বর্ণনা

সহীহ বুখারীতে ‘কিতাবুত তিব্ব’ -এ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাদু করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ভেবেছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গিয়েছেন, অথচ তিনি তাঁদের কাছে যাননি। সুফইয়ান (রহঃ) বলেন যে, এটাই যাদুর সবচেয়ে বড় প্রভাব। এ অবস্থা হওয়ার পর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘হে আয়িশা! আমি আমার প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছি এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন। দু’জন লোক আমার কাছে আসেন। একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসেন। আমার মাথার কাছে যিনি বসেছিলেন তিনি দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘এর অবস্থা কি?’ দ্বিতীয়জন উত্তরে বললেন ঃ ‘এর উপর যাদু করা হয়েছে।’ প্রথম জন প্রশ্ন করলেন ঃ ‘কে যাদু করেছে?’ দ্বিতীয়জন জবাব দিলেন ঃ ‘লাবীদ ইব্‌ন আ’সাম। সে বানূ যুরাইক গোত্রের লোক। সে

ইয়াহুদীদের মিত্র এবং মুনাফিক।’ প্রথম জন জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘কিসের মধ্যে যাদু করেছে?’ দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন ঃ ‘মাথার চুলে ও চিরুণীতে।’ প্রথমজন প্রশ্ন করলেন ঃ ‘কোথায়, তা দেখাও।’ দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন ঃ ‘খেজুর গাছের শুকনা বাকলে এবং যারওয়ান কূপের ভিতর পাথরের নিচে।’ আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কূপের কাছে গমন করলেন এবং তা থেকে ওসব বের করলেন। ঐ কূপের পানি ছিল যেন মেহদীর রং এবং ওর পাশের খেজুর গাছগুলোকে ঠিক শাইতানের মাথার মত মনে হচ্ছিল। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ কাজের জন্য তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে নিরাময় করেছেন ও সুস্থতা দিয়েছেন। আমি মানুষের মধ্যে মন্দ ছড়ানো পছন্দ করিনা।’ (ফাতহুল বারী ১০/২৪৩)

সূরা ফালাক এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১১৪ ঃ নাস, মাক্কী

١١٤ – سورة الناس، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬, রুকূ ১)

(اَيَاتُهَا : ٦، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) বল ঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের,	١. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
(২) যিনি মানবমন্ডলীর মালিক বা অধিপতি।	٢. مَلِكِ ٱلنَّاسِ
(৩) যিনি মানবমন্ডলীর উপাস্য।	٣. إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ
(৪) আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণা দাতার অনিষ্টতা হতে।	٤. مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ
(৫) যে কু-মন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,	٥. ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ
(৬) জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।	٦. مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ.

এ সূরায় মহামহিমান্বিত আল্লাহর তিনটি গুণ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি হলেন পালনকর্তা, শাহানশাহ এবং মা‘বূদ বা পূজনীয়। সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর মালিকানাধীন এবং সবাই তাঁর আনুগত্য করছে। তিনি তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মা‘বূদের, পশ্চাদাপসরণকারীর অনিষ্টতা হতে যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তা সে জিন হোক

অথবা মানুষ হোক। অর্থাৎ যারা অন্যায় ও খারাপ কাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে মানুষের চোখের সামনে হাযির করে পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত করার কাজে অতুলনীয়। এমন কাজ নেই যা করতে তারা এতটুকু দ্বিধাবোধ করে। আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই শুধু তাদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেতে পারে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যার সাথে একজন করে শাইতান না রয়েছে।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার সাথেও কি শাইতান রয়েছে?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘হ্যাঁ আমার সঙ্গেও শাইতান রয়েছে? কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ঐ শাইতানের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করছেন, কাজেই আমি নিরাপদ থাকি। ফলে সে আমাকে সৎ আমল ও কল্যাণের শিক্ষা দেয়।’ (মুসলিম ২১৬৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ই’তিকাফে থাকা অবস্থায় উম্মুল মু’মিনীন সাফিয়া (রাঃ) তাঁর সাথে রাতের বেলায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে এগিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। পথে দু’জন আনসারীর সাথে দেখা হল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর স্ত্রীকে দেখে দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে থামালেন এবং বললেন ঃ ‘জেনে রেখ যে, আমার সাথে যে মহিলাটি রয়েছেন তিনি আমার স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুইয়াই (রাঃ)।” তখন আনসারী দু’জন বললেন ঃ “আল্লাহ পবিত্র। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ কথা আমাদেরকে বলার প্রয়োজনই বা কি ছিল?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ‘মানুষের রক্ত প্রবাহের মত শাইতান ঘুরাফিরা করে থাকে। সুতরাং আমি আশংকা করছিলাম যে, শাইতান তোমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিতে পারে।’ (ফাতহুল বারী ৪/৩২৬)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, শাইতান আদম সন্তানের মনে তার থাবা বসিয়ে রাখে। মানুষ যখনই অন্য মনস্ক থাকে কিংবা বেখেয়াল থাকে তখনই শাইতান কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। আর যখনই মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে পশ্চাদাপসরণ করে। (তাবারী ২৪/৭০৯) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ২৪/৭১০)

সুখ-শান্তি এবং দুঃখ কষ্টের সময় এবং অতি সুখের সময়েও শাইতান মানুষের মনে ছিদ্র করতে চায়। অর্থাৎ তাকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। এ সময়ে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে শাইতান পালিয়ে যায়। (তাবারী ২৪/৭১০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, শাইতানকে মানুষ যেখানে প্রশ্রয় দেয় সেখানে সে মানুষকে অন্যায় অপকর্ম শিক্ষা দেয়, তারপর কেটে পড়ে। (তাবারী ২৪/৭১০)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ** মানব মণ্ডলীর অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়। **نَاس** শব্দের অর্থ মানুষ। তবে এর অর্থ জিনও হতে পারে। কুরআনুল হাকীমের অন্যত্র রয়েছে ঃ **بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ** অর্থাৎ জিনের মধ্য হতে কতকগুলো লোক। কাজেই জিনসমূহকে **نَاس** শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা অসঙ্গত নয়। মোট কথা, শাইতান জিন এবং মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে)। অর্থাৎ এরা কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে, তা সে জিন হোক অথবা মানুষ হোক। এর তাফসীর এরূপও করা হয়েছে। মানব ও দানব শাইতানরা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি

মনোমুগ্ধকর ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১২)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মনে এমন সব চিন্তা আসে যেগুলো প্রকাশ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াই আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় (সুতরাং এ অবস্থায় আমি কি করব?)। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ‘(তুমি বলবে) ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ كَيْدَهُ اِلَى الْوَسْوَسَةِ

‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ তা‘আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি শাইতানের প্রতারণাকে ওয়াস্‌ওয়াসা অর্থাৎ শুধু কুমন্ত্রণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, বাস্তবে কাজে পরিণত করেননি।’ (আহমাদ ১/২৩৫, আবূ দাঊদ ৫/৩৩৬, নাসাঈ ৬/১৭১০)

সূরা নাস এর তাফসীর সমাপ্ত।

আম্মাপারাসহ সম্পূর্ণ ‘তাফসীর ইব্ন কাসীর’ শেষ হল। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমীন!!

تفسير ابن كثير

تأليف

الحافظ عِماد الدين ابن كثير رحمه اللّه

الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن
الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية
جامعة راجشاهى، بنغلاديش